প্রভাত হালদার



# ষ্টার ওয়ার



## প্রভাত হালদার

পরিবেশক ঃ—

সোমা প্রকাশন
৬, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট। কলকাতা-৯

STAR WAR
Provat Haldar

প্রকাশক : অমৃত প্রকাশন
শ্রীমতী সুষমা দেবী
৭এ ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেন
কলিকাতা—২৬



মূল্য—১৬.০০ টাকা মাত্র

মুদ্রাকর :
পিকাশো প্রিণ্টার
শশাঙ্ক বেরা
৭, গিরিষ বিদ্যারত্ন লেন
কলিকাতা—১১

বিপ্রবীর ও জয় মুখার্জ্জীকে

—দাদু—

এই লেখকের ঃ

ভগবান বুদ্ধ

মায়া স্বপন

ভয়ঙ্করের সাধনা

আকাশ ও মহাকাশ

হিমালয় নামো

রং বাহারি রূপকথা

শ্রীশ্রী কালী ও কালীক্ষেত্র

ষ্টার ওয়ার—রচনা কাল

১৬-১০-৮৫ থেকে ১৪-১২-৮৫

# ★ স্টার ওয়ার ★

॥ এক ॥

মহাকাশ যুদ্ধের কথা থেকেই শুরু হল। সংবাদ পত্রে দু'পক্ষের বাক্ বিতণ্ডার অন্ত নেই। সকালের সংবাদ পত্রের মাথায় বড় বড় অক্ষরে ছাপা হয়েছে—নক্ষত্র যুদ্ধের প্রস্তুতির জন্য কেউই একপা পিছিয়ে আসতে রাজী নয়।

হাইকোর্টের নাম করা এ্যাডভোকেট অনিল রায় সকালে কোর্টের কেসের কাগজপত্র গুছিয়ে সবেমাত্র বসেছে, এমন সময়ে সহপাঠী কৃষ্ণেন্দু ঘরে ঢুকেই বললে,—আজ একটু পরেই একটা স্পেশাল ফ্লাইটে বাইরে যাচ্ছি।

একটু অবাক হয়েই অনিল রায় বললে,—কোর্টে তোর কেসে আজ হাজির হওয়াটা বিশেষ জরুরী।

ম্লান হেসে কৃষ্ণেন্দু জানায়, আমার কিছু করার নেই, ওদের কনস্যুলেট থেকে লোক আসবে। আমার হয়ে কোর্টে হাজির হয়ে বলবে। একটা ভাল অফার পেয়েই কাজটা নিয়েছি তবে কাজ ভাল না লাগলে যখন ইচ্ছা ছেড়ে আসবার স্বাধীনতা আছে। দেখি কি কাজ, আমার পোষাবে কি না? তবে আমার চুক্তিতে বলা-ই আছে—আমার না পোষালে আমি চলে আসবো।

অনিল কাগজের হেডলাইন দেখিয়ে বললে—ওরা কেউ একপা পিছাবে না, তাহলে নক্ষত্র-যুদ্ধ হবেই। প্রশ্নটা সে কৃষ্ণেন্দুকেই করলে।

—দেখা তো যাচ্ছে সেই রকম, তবে আণবিক যুদ্ধ শুরু হলে তখন আর একটা দুটো হিরোসিমা বা নাগাসাকি হবে না হয়তো, সারা পৃথিবীটাই অই বোমায় ধ্বংস হবে। একটু থেমে কৃষ্ণেন্দু বলে—

আগে যে আণবিক বোমার ধ্বংস করার শক্তি ছিল, এখন তার হাজার গুণ বেড়েছে তা হলেই বুঝে দেখো কি হতে চলেছে ?

কৃষ্ণেন্দুর কথায় অনিল শিউরে উঠলো,—তা হলে এবার আর পৃথিবীর কিম্বা পৃথিবীর লোকের নিষ্কৃতি নেই ?

দু'কাপ চা নিয়ে ঢুকলো বলরাম। অনিলের চাকর বলা ভুল হবে, বরং বলা যেতে পারে অনিলকে সে-ই মানুষ করেছে। একটু সাধু প্রকৃতির লোক। চায়ের কাপ টেবিলে নামিয়ে রেখে বললে,—ওসব চিন্তা কোরো নি গো। উনি বলেছেন সব ভেস্তে গেছে।

মাঝে মাঝে লোকটা এমন কথা বলে, বিশ্বাস হবার নয় কিন্তু আশ্চর্য রকম মিলে যায়। ছেলে বেলা থেকেই অনিল বলরামকে জানে ; সেই ছেলে বেলায় মার খুব অসুখ তাই তাকে বলরামের কাছেই থাকতে হ'য়েছে। ওর কথায় যে 'উনি' আছে সেই উনিটি যে কে আজও অনিল তার সন্ধান পায় নি, তবে উনির নাম করে বলরাম যে কথা বলে তা কোন দিনই মিথ্যা হয়নি। তাই অনিল একবার বলরামের দিকে ফিরে বললে কথাটা ত' মাত্র এখনই আমরা আলোচনা করছি, এর মধ্যে তোমার 'উনি' জেনে ফেলেছেন ? তাই বুঝি তোমাকে দিয়ে বলে পাঠালেন সব ভেস্তে গেছে ? ব্যাপারটা ত' খুব সোজা নয়গো। আসল ব্যাপারটা তোমার উনিকে না হয় আর একবার জিজ্ঞাসা করে জেনে নিও।

খুব স্বাভাবিক ভাবেই বলরাম বললে,—হ্যাঁ গো। আমি জানি। অই আকাশের নড়াই তো ? অই তো কেষ্টদাদা আজই রওনা হ'চ্ছে, আবার দুদিন বাদে বলে দেবে—এখন কিছু হবে নি গো, আমি বাড়ী চল্লুম। আবার শিগ্‌গির-ই তোমায় ফিরে আসতে হবে।

ভ্রু কুঞ্চিত করে কৃষ্ণেন্দু বলরামের দিকে চেয়ে দেখে। যে কাজের জন্য তাকে যেতে হ'চ্ছে ঠিক এমন ঘরোয়া ভাবে কিছু হবার নয়। তাই তার চিন্তা অনেক। তবু বলরামকে এবাড়ীতে ছেলে বেলা

থেকেই দেখে আসছে,—বলরাম ঠিক চাকর নয়। বাড়ীর সকলেই ওকে বেশ সমীহ করে চলে। কখনো কোনও দিন কারো সঙ্গে একটা কথা কাটাকাটি হয় নি। যতটুকু কাজ করে নিষ্ঠার সঙ্গে পরিপাটি করেই কাজ করে। নিজের ছোট্ট ঘরটিতে বসে যখন পূজা করে তখন এমন-ই একাগ্র হয়ে বসে থাকে যেন মনে হয় একটা পাথরের প্রতিমূর্ত্তি।

কৃষ্ণেন্দু বিজ্ঞানী, প্রমাণ ছাড়া কোন কিছুই সে মানতে চায় না। তবুও বলরামের মুখের একটু ছোট্ট কথা তাকে অনেকখানি ভাবিয়ে তোলে। বলরামকে প্রশ্ন করে কৃষ্ণেন্দু, আচ্ছা বলরামদা ওদের যে সব ভেস্তে গেছে, তোমার উনি জানলেন কেমন করে? সে তো আর এদেশে নয়?

মৃদু হাসিতে মুখখানা ভরিয়ে চোখ বন্ধ করে বলরাম বলে,—উনি সব কথাই জানেন গো। ওর অগোচরে কিছু হতে পারে নাকি? তুমি ত' আমার কথা আবার বিশ্বাস করবে নি। যাও ঘুরেই এসো, দেখো কি দাঁড়ায়, তার পরেই না হয় আমাকে বলবে। একটু থেমে আবার বলে—তবে দাদাবাবু! আমার কথা কিছু মনে নিও নি গো। আমি একটা পাগল-ছাগল লোক। কথাগুলো বলতে বলতেই বলরাম ঘরের ভিতর চলে যায়।

দু'জনেই বলরামের চলে যাওয়ার দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে থাকে। শেষে অনিল বলে,—ব্যাপারটা আমার যেন কেমন লাগছে কৃষ্ণেন্দু। বলরামদা ঠিক এমন ভাবে বাজে কথা কোন দিনই বলে না। তবুও কিছু না শুনেই বলরামদা সোজা ভাষায় জানিয়ে দিয়ে আকাশের যুদ্ধ? তোর যাওয়া হবে কিনা কে জানে? এই মহাকাশ যুদ্ধের ব্যাপারে যে তোর হঠাৎ ডাক পড়বে সে কথা আমিই মাত্র আজ এখানে বললি বলেই জানতে পারলাম—কিন্তু বলরামদা? সে জানবে কোথা থেকে?

অবাক হয়েই কৃষ্ণেন্দু বলে খবরটা অন্য কারো জানার কথাই নয়, আমি ভাবছি বলরামদার কথা। সোজা বলে বসলো আকাশের লড়াই? জানিস অনিল, বাড়ীর কেউই জানে না কখন বার হব, কোথায় যাব, কেন যাবো? এমন কি সাধারণ যাত্রী প্লেন নয়, একটা বিশেষ প্লেন আসবে আমাকে নিয়ে যাবার জন্য। কোথায় বা কেন যাচ্ছি কেউ যাতে জানতে না পারে। একমাত্র মাকেই বলেছি, তুমি কিছু ভেবো না, আমি একটা বিশেষ কাজে যাচ্ছি, ঠিক সময়মত আমার খবর পাবে। কোন চিন্তা করো না। ভাবছি তাড়াতাড়ি ফিরে এলেও আবার ঝড়ের মত চলে যেতে হবে।

অনিলের দিকে ফিরে কৃষ্ণেন্দু বললে—একটা ভাল কাজ পাওয়া কত শক্ত সে কথা তুই জানিস তো। তবুও ওদের সঙ্গে চুক্তি আছে, কাজে মন না লাগলে সোজা ফিরে চলে আসবো।

একটু থেমে কৃষ্ণেন্দু বলতে থাকে—এখানে ভাল কাজ পাবার অনেক চেষ্টা করেছি, অল্প টাকা দিলেও কাজ করতাম, কিন্তু ওরা আমাকে এমন লোভনীয় শর্ত দিলে, যা আর উপেক্ষা করতে পারলাম না। তবে আমি যা-যা বলেছি—ওরা আমার সব কথাই মেনে নিয়েছে। স্বাধীনভাবে আমাকে কাজ করতে দেবে। যাওয়া আসার কোনও খরচ নেই, এমনকি সেখানে থাকা-খাওয়া-ঘোরা কোন কিছুই আমার ভাবনা-চিন্তার নয়। বাইরে কাজ নেবার প্রয়োজন হল—শুধুমাত্র এই বাড়ীর পরিবেশ আমি সইতে পারছিলাম না।

কৃষ্ণেন্দু একটু থামলো, তারপরই সঙ্কোচ কাটিয়ে মনের দুঃখ অনিলের কাজে জানাতে থাকে।

বাবা মারা যাবার পর মাকে দেখতাম এই সংসারে কত সঙ্কোচের সঙ্গে দিন কাটাতেন। যে ছোট কাকাকে বাবা এত যত্ন করে মানুষ করলেন, এমন কি নিজের শেষ জীবনের সঞ্চয় পর্যন্ত রাখেন নি, তিনিও কেমন পাল্টে গেলেন। ছোট কাকা অবশ্য মাসে মাসে মার হাতে অল্প হলেও কিছু কিছু টাকা দিতেন, তবে সেটা কাকিমাকে লুকিয়ে।

কথাটা কেমন ভাবে কাকিমা জানতে পেরে কাকাকে কত কথা শোনালেন। মাকেও নেপথ্যে শোনালেন। সেই কথাগুলো আজও আমার বুকে কাঁটার মত বিঁধে আছে। এই কারণেই আমি বাইরের কাজ নিয়েছিলাম ওদের লোভনীয় টাকার অঙ্কটার জন্য। প্রথম মাসের মাইনেটা এখান থেকেই পেলাম। পুরো টাকাটা মার হাতে তুলে দিয়ে প্রণাম করে বললাম—আশা করছি এরপর আর বোধ হয় অন্য কারো টাকা তোমার নেবার দরকার হবে না।

মা-ই পরামর্শ দিলেন—তোমার প্রথম মাইনে পাওয়া টাকা থেকে কাকিমার জন্যে একখানা ভাল শাড়ী কিনে দিয়ে প্রণাম করে আসবে; তিনিও তো তোমার মাতৃস্থানীয়।

মার আদেশমতই ভাল শাড়ী কিনে কাকিমাকে দিতে গিয়ে শুনলাম—কাকা মাকে টাকা দিতেন বলেই আমি তাকে অপমান করে কাকিমাকে শাড়ী কিনে দিয়েছি।

কথাটা শুনে আমার চোখে জল এসেছিল, কিন্তু মার কথা ভেবেই আমি চলে আসি।

মার হাতে মাইনের সব টাকা তুলে দেবার খবর পেয়ে ছোট কাকিমা মাকে জানিয়ে গেলেন—এখন আপনার ভাববার কি আছে? ছেলে মোটা টাকা এনে আপনার হাতে দিচ্ছে, তবে আর ছোট দেওরের অই সামান্য কটা টাকা মাইনের ওপর নজর নাই বা দিলেন, কাল থেকেই বরং আলাদা সংসারের ব্যবস্থা করবেন।

কথাগুলো অনিলকে বলতে বলতে কৃষ্ণেন্দুর চোখ ছল ছল করে উঠলো। এমন কথা ত' অনিল আগে কোন দিনই শোনে নি। অবশ্য অনিল নিজের পেশা নিয়েই ছিল, এমন কি ইংলণ্ড থেকে পড়াশোনা করে অনিল যখন ফিরলো তখন আত্মীয়স্বজনের আনন্দ আর শ্বশুরের সঙ্গে কাজে ঘোরা—এতেই সময় কেটে যেত। যে কৃষ্ণেন্দু প্রতি দিনের সঙ্গী ছিল সেও নিজের পড়াশোনা আর রিসার্চ নিয়েই ব্যস্ত ছিল, তাই আর দুজনে একত্রিত হবার সুযোগ ছিল না।

কৃষ্ণেন্দুর কাকার সঙ্গে অনিলের এর মধ্যে বহুবার দেখা হয়েছে, তবে তিনি কৃষ্ণেন্দুর এতো খবর কোনও দিনই জানান নি। তাই অনিল কিছুটা সান্ত্বনার সুরেই কৃষ্ণেন্দুকে জানালে সব সংসারেই অই রকম হয় ওর জন্যে দুঃখ করা বৃথা। তার থেকে নিজের নিয়ে থাকাটাই সব থেকে ভাল।

বলরাম এসেই তাড়া দিলে—নাও গো, এখন গল্পে মেতে থেকো নি। গল্প যদি করার থাকে খাবার দিয়েছি, খেতে খেতেই গল্প করবে। এখনি ত' আবার মক্কেলদের সঙ্গে মোকাবিলা কত্তি হবে।

ঘড়ির দিকে নজর পড়তেই বুঝলে ব্রেকফাষ্টের সময় হয়েছে, তার উপর বলরামের হাতে কারো পার পাবার উপায় নেই, তাই অনিল বললে—চল কৃষ্ণ, ব্রেকফাষ্ট এখানেই সেরে নে। জানিস তো বলরাম-দার হাতে কারো নিস্তার নেই।

এ বাড়ীতে খাওয়া কৃষ্ণেন্দুর নূতন কিছু নয়। বহুদিনই সে এখানে অনিলের সঙ্গে বসে খেয়ে গেছে, তাই কোনও আপত্তি না করে অনিলের সঙ্গে খেতে চলে গেল।

খাওয়ার মাঝামাঝি সময়ে কৃষ্ণেন্দুকে বলরাম জানিয়ে দিলে, ভাল করে খেয়ে নাও গো। বাড়ীতে তোমার ছোট কাকার শালা আবার ঝামেলা বাঁধিয়ে বসে আছে।

ভ্রু কুঁচকে কৃষ্ণেন্দু বলরামের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে—ঝামেলা? কিসের ঝামেলা গো? মনে মনে কৃষ্ণেন্দু ভাবছে ঝামেলা একটা হয়েছে যেটার চাপা কিছু টুকরো কথাই মাত্র কৃষ্ণেন্দুর কানে এসেছে, কিন্তু সে খবর বাইরের কারো জানার কথা নয়। তাই একটু আশ্চর্য হয়েই বলরামের মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

—ভদ্দোর লোকের কথা কি আর বলবো গো দাদাবাবু! রাবড়ী পচলে বড় বেশী দুর্গন্ধি হয়। যাক্ তোমার কোনও আঁচ লাগবে নি। তুমি ওতে মন দিও নি।

আমি না হয় মন দেব না, কিন্তু বলরামদা অমন খবরগুলো পায় কি ভাবে ?

খাওয়া শেষ করে দুজনে উঠে পড়ে। আটটায় অনিলকে চেম্বারে বসতে হবে মক্কেলরা এসেই বসে আছে। চেম্বারে যাবার আগে কৃষ্ণেন্দুকে জানিয়ে দিলে—তোর চিন্তার কোনও কারণ নেই আমি যেমন ভাবেই পারি ব্যবস্থা করে নেব।

কৃষ্ণেন্দু বাড়ীর দিকে অন্য চিন্তা নিয়ে ফেরে। ওদের বাড়ীর সংসারটা কেমন ছিল। ভোরে বাবা ঘুম থেকে ওকে আর ছোট কাকাকে তুলে দিতেন, যা ভোরে একটু ঘুরে আয়। এই ভোরের হাওয়া শরীরে লাগলেই দেখবি কত ভাল ফল হয়। পড়াশোনায় ছোট কাকা বা আমি কেউ খারাপ ছিলাম না যদিও ওরা এক ক্লাসে পড়তো না তবুও পড়াশোনায় বেশ রেষারেষি ছিল।

বাড়ীর কাছে আসতেই দেখা গেল বাড়ীর সামনে বেশ একটা জটলা হৈ-চৈ ; লোকের ভীড়, আর কথা কাটাকাটি।

কৃষ্ণেন্দু এগিয়ে যেতেই অন্যেরা তার পথ ছেড়ে সরে দাঁড়াল। কাউকে প্রশ্ন না করে কারো দিকে না চেয়ে কৃষ্ণেন্দু সোজা বাড়ির ভিতর ঢুকে চলে গেল। সামনে দেখলে ছোট কাকাকে—বেশ বিব্রত দেখে একবার থমকে দাঁড়ায় কিন্তু সে ছোট কাকাই যেন বিব্রত হয়ে একপাশে সরে দাঁড়ালেন। তারপরই কৃষ্ণেন্দুর হাতটা ধরে ছোট-কাকা করুণ ভাবে বল্লেন, বড্ড বিপাকে পড়েছি কৃষ্ণ, কি করি বলতো ? আমার অবস্থা যেন শাঁখের করাতে কাটা।

ছোট কাকার মুখের দিকে চেয়ে কৃষ্ণেন্দু বলে, কি ব্যাপার ? আমি তো কিছুই জানি না, তাহলে কি বলি ?

সত্য কথাই, এমন কথাতো লোককে ডেকে শোনানো যায় না তার উপর কৃষ্ণেন্দু যাকে দেখা হয় জ্ঞাতি শত্রু বলেই ; তবুও আজ বিপাকে পড়েই কৃষ্ণেন্দুকে বলতে হয়,—ক' দিন থেকেই তোর কাকিমার ছোট ভাই আমার এখানে আছে ; ওর যে এমন হাতটান

আছে আমার জানা ছিল না। কদিন আগে থেকেই আমার সেই ভাল ঘড়িটার খোঁজ পাচ্ছি না, তোর কাকিমাকে বলতেই আমাকে ঝাঁঝিয়ে উঠলো—আমার ভাই এখানে এসেছে, তাই তোমার ঘড়ি চুরি গেছে? কি করে তুমি বলতে পারলে আমার ভাই চুরি করেছে? ভাই চোর? কথা শুনে আমি অবাক হয়ে গেছি, চুরি গেছে বা কে চুরি করেছে কোন কথাই আমি বলি নি; তাই আবার বলি, আমি খুঁজে পাচ্ছি না তাই তোমার কাছে জিজ্ঞাসা করছি।

কথাতো মাত্র এইকুটুই হয়েছে তারপরই তোর কাকিমা যেন আরও রুদ্রমূর্তি হয়ে আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। আমাদের তুমি চোর বল? কি ছোট লোকের ঘরে বাবা আমার বিয়ে দিয়েছে?

—আচ্ছা তুই বল কৃষ্ণ, অমন সখের ঘড়িটা হারালে কেউ খোঁজ করবে না? খোঁজ করে আমি কি অপরাধ করেছি? এখন তো আমার বাড়ীতে ঢোকাই দায় হয়েছে।

ম্লান মুখে কৃষ্ণেন্দু জবাব দেয় এক্ষেত্রে আমার কি বলার আছে বল? আমি তো একটু বাদেই বাইরে চলে যাচ্ছি তুমি বরং কাকিমার বাবাকে ডেকে নিয়ে এসো।

কৃষ্ণেন্দু পাশ কাটিয়ে নিজের ঘরের দিকে যায়।

কৃষ্ণ সত্যই একটা সৎ পরামর্শ দিয়েছে তেমন কথা ভেবেই কাকা ছুটলেন শ্বশুর বাড়ীর দিকে। তিনি অন্ততঃ তাঁর ছেলে মেয়েদের চেনেন; এলে আর যাই হক ওর লাঞ্ছনা হবে না। তিনি ভালবাসেন কৃষ্ণেন্দুর কাকাকে; ভাল ছেলে দেখেই মেয়ের বিয়ের সম্বন্ধ করেছিলেন।

বাড়ীর বাইরের জটলা চেঁচামেচি ক্রমেই বেড়ে চলেছে, কৃষ্ণেন্দু মার কাছে গিয়ে দাঁড়াল—কি হয়েছে গো মা? এতো গোলমাল কিসের? শুনলুম—ছোট কাকার সেই সখের ঘড়িটা চুরি গেছে?

চাপা গলায় মা কেবল জানালেন, শুধু চুরি গেলে তবু ভাল ছিল সেই ঘড়ি বিক্রী নিয়ে ছোট বৌমার ভাই আবার কি সব গণ্ডগোল করে এসেছে তাই তারা এসেছে বাড়ীতে হামলা করতে, ওকে ধরে নিয়ে যাবে।

তবে যে ছোট কাকিমা বলেছে ওর ভাই চুরি করেনি ছোট কাকা কেবল মিথ্যে করেই দোষ দিচ্ছে ?

এর আগেই নাকি বাড়ীতে কি চুরিচামারি করে এখানে পালিয়ে এসেছে ; ওটা তো একটা মস্ত চোর। যাকগে আমার অত চিন্তার দরকার নেই।

একটু থেমে বল্লেন,—আজ যে তোর মামলা আছে কি খেয়ে যাবি ? সেই চাকর ছেলেটা তো আজ আর কাজেই আসেনি।

জবাব দেয় কৃষ্ণেন্দু—হ্যাঁ মা, মামলা আছে। তবে তার জন্য আমার চিন্তার কোনও কারণ নেই, যা করার সবই অনিল করে নেবে। তবে তুমি আমার খাবার জন্য ভেবো না—বলরামদা আমাকে খাইয়ে ছেড়েছে। শুধু খাওয়ানই নয় বাড়ীতে এলে খাওয়া হবে না—এমন কি ছোট কাকার শালা কি গোলমাল করেছে তার ঝামেলার খবর পর্যন্ত।

অবাক হয়ে মা বলেন ঝামেলা তো হল এই একটু আগে, তাহলে বলরাম জানবে কেমন করে ? আমি সেই কথাই ভাবছি, তবে চাকর ছেলেটাকে ছোট বৌমার ভাই কদিন ধরেই ফুসলুনি দিচ্ছিল। আজ গণ্ডগোল দেখেই হয়তো আর বাড়ী ঢোকেনি।

মাকে জানাল—ছোট কাকাকে বলে দিয়েছি তুমি বরং কাকিমার বাবাকে ডেকে নিয়ে এসো। তাই কাকা ডাকতে গেছে। আমাকে একটু ঘরের বার হতে হবে। যা গোছগাছ করার করে নি।

কৃষ্ণেন্দু তার ঘরে যাবার মত গোছগাছ করে নেয় একটু পরেই কৃষ্ণেন্দু হঠাৎ কাকিমার মড়া-কান্না শুনতে পেয়ে চমকে উঠলো।

বুঝতে পারলে তাহলে বোধ হয় কাকিমার বাবা এসে পৌঁছেছেন। যাক, এখন ছোট কাকা হয়তো নিশ্চিন্ত হবেন।

কৃষ্ণেন্দু যাবার জন্য গোছগাছ করতে মন দেয়। ক' মাস তার চাকরী পাকা হলেও এই বারেই প্রথম যাচ্ছে কর্মক্ষেত্রে—তার ডিজাইন মত গবেষণাগার তৈরী হতেই এই সময়টা কেটেছে। এখন গিয়ে তাকে একাগ্র হয়ে কাজ করতে হবে। তার কাজের জন্যই না তার দাম—তার নাম ?

॥ দুই ॥

যথা সময়ে কৃষ্ণেন্দুকে নেবার জন্য গাড়ী এসে দাঁড়াল। কৃষ্ণেন্দু অবশ্য তৈরী হ'য়েই ছিল। মাকে প্রণাম সেরে দাঁড়াতেই দেখলে ছোট কাকার শ্বশুর এসে দাঁড়িয়েছেন কৃষ্ণেন্দু তাঁকেও প্রণাম করে গাড়ীতে উঠে বসলো। গাড়ী চলে গেল।

দমদমে পৌঁছাতেই কিছু অন্য রাষ্ট্রের লোক কৃষ্ণেন্দুকে সাদর অভ্যর্থনা জানালে। স্যুটকেশটা কাষ্টম্‌স্ অফিসারের দিকে ঠেলে দিতে তাঁরা একবার একটা যন্ত্রের সামনে রেখে সঙ্গে সঙ্গেই টিকিট লাগিয়ে ছেড়ে দিলে। কারণ যে প্লেনে কৃষ্ণেন্দু যাবে সেটা অই রাষ্ট্রের বিশেষ বিমান, একমাত্র কৃষ্ণেন্দুকে নিয়ে যাবার জন্যই কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়েই এসেছে।

ট্রানজিট কাউন্টার থেকে ঐ বিশেষ বিমানটি বেশ দূরেই দাঁড়িয়েছিল সেই কারণে ওদের সকলকে গাড়ী করেই বিমানের কাছে পৌঁছে দিলে। বিমানটি অবশ্যই সাধারণ যাত্রী বহনের বিমান নয়, সেকথা বিমানের ভিতরে গিয়েই কৃষ্ণেন্দু বুঝলে। তাকে নিয়ে যাবার জন্য একজন অফিসার এসেছেন আর যাত্রী মাত্র কৃষ্ণেন্দু একা। অত বড় প্লেনখানায় বসবার আসন মাত্র চার জনের চারি দিকেই নানা যন্ত্রপাতি আর টিভি স্ক্রিন্। চারি দিকে নজর বুলিয়ে কৃষ্ণেন্দু কম অবাক

হয়নি, কারণ এর আগে বহুবার বহুস্থানে যাতায়াতের জন্য তাকে প্লেনে যাতায়াত করতে হলেও ঠিক এই ধরনের প্লেন এর আগে কখনও দেখেনি।

প্লেন যথা সময়ে ছাড়লো। এখান থেকে সোজা ফ্রান্সের এক বিমান বন্দরে একবার ঘণ্টা দুয়েকের জন্য থামবে তারপর সোজা আটলান্টিক অতিক্রম করে তার গন্তব্যে গিয়ে থামবে। সেই বিমান বন্দরের নাম বা অবস্থান কাউকে বলা হবে না, বা হয় না।

যে অফিসার কৃষ্ণেন্দুকে নেবার জন্য প্লেনে এসেছিল কৃষ্ণেন্দুর পাশের সিটে বসে বললে, এই প্লেনে দীর্ঘপথ যাত্রার একটু অসুবিধা আছে এমন কি বোর লাগতেও পারে। তবে স্পেশ কমিউনিকেশনে সারা পৃথিবীর যে কোনও দেশের টি· ভি প্রোগ্রাম দেখার সুযোগ আছে।

একেবারে মুখ বুজে সারাটা পথ অতিক্রম করার থেকে যে কোনও দেশের টি. ভি প্রোগ্রাম দেখে সময় কাটানো নিশ্চয় ভালো। তাই বললে—তাহলে এমন একটা কিছু ব্যবস্থাই করুন অন্ততঃ এক-ঘেয়েমির হাত থেকে বাঁচা যাবে।

নানা দেশের প্রোগ্রাম বদল করে একটা ছবিতে তবু কিছুটা মন বসলো। ছবি চলছে। কিছুক্ষণ চলার পরেই ভদ্রলোক বেশ উত্তেজিত হ'য়ে বললেন,—ওরা আমাদের দেশের সম্পর্কে দেখছি যা তা কথা বলছে। আমরা শক্তিশালী অস্ত্র বানাই বা না বানাই তাতে অপরের বলার কি থাকতে পারে?

হেসে কৃষ্ণেন্দু বলে, ওরা যা বলছে ওদের দেশ থেকেই বলছে ত'? তাতে আর আপনার আমার বলার কিছু থাকতে পারে বলে আমার মনে হয় না। আপনার দেশের যেমন শক্তিশালী অস্ত্র বানাবার স্বাধীনতা আছে তেমনি ওরা না বানিয়ে যদি সমালোচনা করে তাতে কি আসে যায়?

অফিসার কৃষ্ণেন্দুর দিকে চেয়ে বললে, আপনিও এমন কথা বললেন ?

হেসে কৃষ্ণেন্দু কথার জবাব দেয়—আপনার দেশে লোকের স্বাধীনতা আছে, আপনার রাষ্ট্রের স্বাধীনতা আছে তাহলে অপর দেশেরও তো ঠিক তেমন থাকা উচিৎ। আপনারাও এমন ভাবে অপরের কাজের সমালোচনা করেন না ?

এইবার অফিসার যেন একটু নরম হ'য়ে বললে, তবুও কি জানেন আমাদের সম্পর্কে অই ধরনের কথাগুলো আমরা ঠিক সইতে পারি না। আপনি তো আমাদের বিজ্ঞান শাখায় আছেন। আপনার উপর আমাদের অগাধ ভরসা। আপনার নূতন নূতন উদ্ভাবনের কথা আমরা জানি। তবে আমাদের এখানে যা কিছুই উদ্ভাবন করুন না কেন সব কিছুই গোপন রাখা হবে। এই যে প্লেনখানা দেখছেন—যে কোনও দেশের উপর দিয়ে উড়ে গেলেই সেই দেশের অনেক কিছু গোপন সংবাদ আমরা জানতে পারবো। আমাদের বিজ্ঞানীরা যে ভাবে গবেষণা করছেন আর কিছুদিন পরে আমরা দেশে বসেই সকল রাষ্ট্রের গোপন খবর সংগ্রহ করতে পারবো। ধরুন, আমরা যদি অন্য দেশের যে সব মারাত্মক অস্ত্র গোপন ভাবে মজুত করা আছে তার সংবাদ পাই তাহ'লে আমরা এমন অস্ত্র প্রযোগ করবো যাতে সেই সব মজুত অস্ত্র ধ্বংস করা যাবে।

ঘাড় ফিরিয়ে কৃষ্ণেন্দু অফিসারের কথাগুলো শুনছিল, শেষে বললে, তা হলে আপনাদের মারাত্মক অস্ত্রগুলো কি কেবল মজুত থাকবে ? কারণ অন্যে অস্ত্রগুলো যদি অকেজো হয়ে যায় তা হলে আপনাদের অস্ত্রের আর প্রয়োজন থাকবে না।

এইবার ভদ্রলোক কৃষ্ণেন্দুর দিকে ফিরে বললেন,—হ্যাঁ, আপনি যে কথা বললেন, এটাও একটা ভাববার কথা, যদি তেমন

লড়াই করার মত শত্রু না থাকে তা হ'লে অযথা শত্রু সৃষ্টি করে ত' আর লড়াই করা যাবে না।

একটু থেমে ভদ্রলোক বললে,—জানেন আমাদের আরও একটা প্রজেক্ট আছে। ধরুন, অদূর ভবিষ্যতে যখন জনসংখ্যার চাপে মানুষ আর এই পৃথিবীতে বসবাস করতে পারবে না—পারবে না এই কারণে বলছি স্থানাভাব ঘটবে, খাদ্যাভাব ঘটবে, আর ঘটবে জ্বালানির অভাব। এইগুলোর মোকাবিলার জন্যই আমাদের এখন থেকে প্রস্তুত হতে হবে।

কথাটা খুবই সত্য। বললে কৃষ্ণেন্দু। যে অসম্ভব হারে জন সংখ্যা বেড়ে চলেছে একে ঠিক বাড়া বলা যায় না বরং বলতে পারা যায় বিস্ফোরণ। এখনই তো মানুষের থাকার একটা মস্ত সমস্যা দেখা দিয়েছে। বাড়ীঘর যতই উপর দিকে বাড়ান, আর এক দিক থেকে বিপদ বাড়ছে, খাদ্যাভাব এখনকার মত কিছুটা সামাল দেওয়া গেলেও অদূর ভবিষ্যতে এই পৃথিবীর মাটিতে আর হয়তো গাছপালা জন্মাবে না। কারণ জমির উর্বরা শক্তি বাড়াবার জন্য যে হারে সার প্রয়োগ করা হচ্ছে, জমি তাতে বন্ধ্যা হয়ে যাবে। তার পর আছে প্রাকৃতিক বিপর্যয়। আজকাল প্রাকৃতিক বিপর্যয় কি এড়াতে পারবে? জ্বালানীর কথাটা চিন্তা করে দেখুন না। মানুষ বসবাসের জন্য সর্বপ্রথম আক্রমণ করলে বনাঞ্চলকে, আবার সেই বনাঞ্চল আক্রান্ত হ'ল জ্বালানীর জন্য, তা ছাড়া মানুষ প্রয়োজনে আর বিনা প্রয়োজনেই বনাঞ্চল ধ্বংস করছে। বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য আর অন্যান্য শক্তির জন্য কয়লাকেও প্রায় শেষ করে এনেছে। পৃথিবীর জীবের অন্যান্য জ্বালানীরও টান ধরতে খুব বেশী দেরী হবার নয়। তারপর বাকি থাকছে আণবিক শক্তি। এই পৃথিবীতে যে পরিমাণ ইউরেনিয়ামের সঞ্চয় আছে যে কি খুব বেশী? যে ভাবে সকলে আণবিক অস্ত্র বানাতে সুরু করেছে তার ফলে সেই সঞ্চয় আর কতদিন থাকবে? অবশ্য আণবিক অস্ত্রের

লড়াই সুরু হলে এই পৃথিবীর লোক সংখ্যাই হয়তো নির্মূল হয়ে যাবে। তা হলে বলুন আর কি শক্তি থাকছে ?

—আছে—আছে! বলে উঠলেন সেই অফিসার—অই যে মাথার উপর দেখছেন একখানা চাকার মত, অই যে সূর্য।

—বুঝলাম সূর্য আছে, কিন্তু এখানে সূর্যকে ঠিক তেমন ভাবে কাজ করিয়ে নেওয়া যাচ্ছে না। তার একমাত্র কারণ হ'ল সূর্যের যে উত্তাপ সেটা আবহাওয়ার স্তর ভেদ করে পুরোপুরি উত্তাপটা দিতে পারে না। মানুষকে বাঁচতে হ'লে প্রধানতঃ খাদ্য, বাসস্থান আর জ্বালানী এই তিনটের বিশেষ প্রয়োজন। তাই বোধ হয় আপনি পৃথিবীর বাইরের কোনও গ্রহের কথা বলছেন ?

কৃষ্ণেন্দুর কথা শুনে ভদ্রলোক যেন লাফিয়ে উঠলেন, একেবারে খাঁটি কথাই বলছেন। আমরা এমন একটা গ্রহের সন্ধান করে দখল করতে চাই। যে গ্রহে এই পৃথিবীর লোকেরা উপনিবেশ গড়ে থাকতে পারবে।

ভদ্রলোক একটু থেমে যেন দম নিয়ে বললেন,—এই যে প্লেন-খানা, যাতে চড়ে আমরা যাচ্ছি, এটা একটা অদ্ভুত আবিষ্কার। অই যে বললাম না, যে দেশের উপর দিয়ে যাবে তাদের সমস্ত গোপন সংবাদ ত' জানাবেই এমন কি অই মহাকাশের যে সব গ্রহ নক্ষত্র আছে তাদের খবরও দেবে। বর্তমানে এই প্লেনকে সামরিক বিভাগের হাতেই রাখা হয়েছে বলেই অন্যত্র অবতরণ করার অনুমতির প্রয়োজন হয়। তবুও বাইরে থেকে কিছুই বোঝবার উপায় নেই। এই প্লেনে বিভিন্ন ধরণের র‍্যাডার আর সংবাদ প্রেরণের যন্ত্র আছে। এখানে বসে বসেই আপনার ইচ্ছামত খবর পেতে পারেন। এর সন্ধানি দৃষ্টি কোথাও এড়িয়ে যাবার নেই। যে দেশ যতই গোপনীয়তা অবলম্বন করুক না কেন আমাদের কাছে সেই সংবাদ কোন মতেই গোপন থাকবে না। একটু থেমে ভদ্রলোক আবার বলতে সুরু করলেন,—আপনার কাজ শেষ হ'লেই আমাদের

কাজ সুরু হবে। কারণ আমরা বেশ বুঝতে পারছি যুদ্ধ শেষ হ'লে অবশিষ্ট কিছু থাকবে কি? তাই আমরা আগে থেকেই একটা অন্য গ্রহ চাই, যেখানে নিরাপদে বাস করা যাবে।

কৃষ্ণেন্দু ভদ্রলোকের কথায় অবাক হ'য়ে গেছে। লড়াই করে এই পৃথিবীটাকে ছারখার করে দিয়ে অন্য গ্রহে নিরাপদ আশ্রয় খুঁজছে? তা হ'লে এদের শিক্ষা, সংস্কৃতি, মানবতার মূল্যবোধ কিছুই নেই? আসলে লোকটা কি বলতে চায়? কৃষ্ণেন্দুকে যে কাজের জন্য ওরা চাইছে তার সঙ্গে এই ধরণের কাজের কিছুটা মিল অবশ্য আছে, কিন্তু এমন কিছু হবে না বলেই যেন নিয়ে যাওয়া। তবে কি এই ভদ্রলোক কৃষ্ণেন্দুর কাছ থেকে অন্য কিছু জানতে চাইছেন?

ওদের কাজের একটা মন্ত্রগুপ্তির শপথ আছে, যে কারণে কৃষ্ণেন্দুর পক্ষে কোনও কথাই আলোচনা করা চলে না। তাই বললে, দয়া করে এই ধরণের কোনও আলোচনা আমার সঙ্গে করবেন না। যদি কোনও আলোচনা করার প্রয়োজন হয়, ওখানেই পরে আলোচনা করা যেতে পারে।

ভদ্রলোক পকেট থেকে একখানা ভাঁজ করা কার্ড বার করে কৃষ্ণেন্দুর হাতে দিয়ে বললে, এইটা পড়ে দেখুন তবেই জানতে পারবেন আমার কি পরিচয় আর আমার পদাধিকারে আলোচনা করার অধিকার আছে কি না। আমি আপনাকে নিয়ে যাবার জন্যই এসেছি। কাজের ব্যাপারে আপনার সঙ্গে আমার একটা আগে থেকেই বোঝাপড়া থাকা দরকার। তার উপরে বড় কথা, আপনি একজন কৃতী বিজ্ঞানের গবেষক। আপনার সঙ্গে ব্যক্তিগত পরিচয় থাকাটাও আমাদের সমাজে গর্বের কথা। তাই আপনার সঙ্গে আগে থেকেই পরিচয় করে রাখতে চাইছিলাম, আরো একটা গোপন কথা আপনাকে জানিয়ে রাখি—এই যে রাষ্ট্রের নক্ষত্র-যুদ্ধের পরিকল্পনা এটা আমার-ই প্ল্যানে হবে। আপনার মত একজন কৃতী

বিজ্ঞানীকে আমার বন্ধুজনের মত পেলে অনেক কাজে সফল হব, এমন কি ভিন্ন গ্রহ দখলের পর আপনার বা আমার স্থান থাকবে সকলের ওপরে। ওখানে গেলেই বুঝবেন, আপনার প্রতিটি কাজের ফলাফল অনুমোদনের জন্য আমার কাছেই আসবে। অই কার্ডের তলায় এক কোণে যে নাম আছে ওটা আমার অবশ্য আসল নাম নয়। তবে কাজের জন্য অই নামেতেই সকলে আমাকে চেনে।

আশ্চর্য হয়ে কৃষ্ণেন্দু প্রশ্ন করে, তা হ'লে আপনার আসল নামটা কি? আর কেনই বা এমন গোপন ছদ্ম নামে আপনার পরিচয়? আমার কাজের যে কেউ অনুমোদন করলে, তবেই কাজের স্বীকৃতি এমন কোনও চুক্তিও নেই। কারণ আমার কাজ সফল হলে তবেই না আপনাদের দেওয়া?

ভদ্রলোক যেন কেমন প্রগলভ হয়ে গেছেন। বললেন,—আসল কথাটা কি জানেন? ব্যাপারটা আপনি বুঝতেই পারেন নি। অই লোভীগুলো মনে মনে ভেবে রেখেছে আমাকে টাকা দিয়েই বুঝি বশে আনা যাবে? ওদের সমস্ত কাণ্ডকারখানা এর আগে আমি বারে বারে ভেস্তে দিয়েছিলাম। আমার সেই পুরানো আসল নামটাই ওদের কাছে ভয়ের কারণ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। ওরা সেই নাম শুনলেই ভয় পায়।

ব্যাপারটা কৃষ্ণেন্দু ঠিক মত বুঝতে পারছে না। লোকটা আসলে কি? একবার এক ধরণের কথা শোনালে পরক্ষণেই তার বিপরীত ধরনের কথা বলতে থাকে। কৃষ্ণেন্দু জানে এমন ভাবে গুপ্তচরেরা লোকের মনোভাব জানাবার চেষ্টা করে। লোকটির কার্ডে যে পরিচয় তাইতে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ গোপনীয়তার মাঝে এমন ধরণের উক্তি আদৌ চলে না। রাষ্ট্রে যাকে এমন ভাবে বিশ্বাস করে তার অন্ততঃ বিশ্বাসের মর্যাদা রাখা উচিৎ। কৃষ্ণেন্দু ভেবে পেলে না এমন লোকের কথা রাষ্ট্রের বিপক্ষে এতো খোলাখুলি ভাবে কি বলা যায়? সুতরাং তার কোন কিছুই অমন লোকের সঙ্গে আলোচনা করা উচিৎ নয়।

অথচ ভদ্রতার খাতিরে সোজা কথাও বলা যায় না। তাই মৃদু হেসে কৃষ্ণেন্দু জানায়—দেখুন এই যাওয়ার পথে আমার মনটা বড় চঞ্চল থাকে। আপনার আলোচনা বিষয়বস্তু যেমনই হ'ক, এখন আর কোন রকম আলোচনা করা সম্ভব নয়। এমন কি এই দীর্ঘ যাত্রা পথের পরেও একটু স্থির হয়ে না বসলেও সম্ভব নয়। তা ছাড়া আমি যখন কাজ করি আমার কাজের চিন্তাটা আমার মনকে গভীর ভাবেই ঘিরে রাখে। আমার কাজের জন্যই সাধারণতঃ আমি একাগ্র থাকতে চাই—কোনও আলোচনায় মনকে বিক্ষিপ্ত করে রাখতে চাই না। কাজের একাগ্রতা না থাকলে আমাদের কাজ হয় না।

ভদ্রলোকের মুখের ভাবটা হঠাৎ বদল হয়ে গেল। একটা তীক্ষ্ণ আর সন্দেহভরা দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে বললেন, এখানে আমার সঙ্গে যে সব কথা আলোচনা হয়েছে, যেমনই হোক যেন অন্যের কানে না পৌছায়, কথাটা ভাল করে মনে রাখবেন। এর জন্য যেন আবার বিপদ ডেকে আনবেন না। কথাগুলো বলেই ভদ্রলোক মুখটা ঘুরিয়ে নিলেন।

কৃষ্ণেন্দু ভাবছে—একজন ভদ্রলোক এমনভাবে কথাইবা শুরু করলেন কেন, আবার শেষে অইধরনের কথা বলে কেন সাবধান করে দিলেন। কাজ তার পোষালে করবে, না পোষালে সোজা চলে আসবে, কাজের উপর কৃষ্ণেন্দুর কোনও বাধ্য বাধকতাই নেই।

প্লেনের ভিতরে একটা ঢাকা দেওয়া বোর্ড, তার প্যানেলে অনেক ঘড়ি, তলায় সারি সারি সুইচ্, সাংকেতিক অক্ষরে সারকিট ডায়গ্রাম আঁকা।

ভদ্রলোক বোর্ডখানা টেনে চেয়ারের সামনে এনে মেঝের সঙ্গে লক্ করে দিলেন। তারপরই শুরু হল তাঁর টিউন করা পিছনের দেওয়ালে একাধিক টিভি স্ক্রনের মত, তাদের একটায় আলো জ্বলে উঠলো, আর

রেখার দৌড় হতে থাকে।

কৃষ্ণেন্দু সেই দিক চেয়ে ভাবছে, এইবার কি ছবি দেখতে পাবে? কৃষ্ণেন্দুর মন ছিল এই আলোর রেখার দিকে। ভদ্রলোক কৃষ্ণেন্দুকে স্পর্শ করে সজাগ করে বললেন, আপনি ছবির দিকে নজর রাখুন, যে ছবি আসবে আমাকে বলবেন।

কোনও শব্দ বা ছবি না থাকলেও মাঝে মাঝে একটা ভট্‌-ভট্‌ আওয়াজ হচ্ছে। বেশ কিছুক্ষণ কোনও ছবির দেখা পাওয়া গেল না, বরং যে রেখাগুলো স্কনে ছুটে বেড়াচ্ছিল, তাদের এলোমেলো চঞ্চলতা যেন কৃষ্ণেন্দুর মাথায় টনটনানি ধরিয়ে দিচ্ছিল। অথচ ভদ্রলোকের কথায় কৃষ্ণেন্দুর স্বভাব-একাগ্রতা তার মনকে এই স্কনের অংশে নিবদ্ধ করে রেখেছে।

হঠাৎ রেখাগুলোর চঞ্চলতা অতিদ্রুত হয়েই দেখা দিল, যা কোনও মতেই আর তাদের দিকে নজর রাখা চলে না।

ভদ্রলোকের গম্ভীর গলার স্বরে কৃষ্ণেন্দুর চমক ভাঙ্গে।—এইবার মন দিয়ে দেখবেন, মহাকাশের পিছনে কি কাণ্ডকারখানা চলেছে।

সমস্ত স্কন এতো ঝিক-মিক করছে তারপরই হঠাৎ স্থির হয়ে গেল। এই হঠাৎ স্থির হয়ে যাওয়াটাও যেন চোখের উপর ক্রিয়া করে। চোখ দুটো রগড়ে কৃষ্ণেন্দু আবার স্কনের দিকে চেয়ে দেখে, —মহাকাশের অঙ্গনে অজস্র ছোট বড় নক্ষত্রের ভিড়, কোথাও বা মেঘের মত, আর সেই মেঘের ভিতরে বাইরে অজস্র ফুল ফুটে আছে।

কৃষ্ণেন্দুর দৃষ্টি স্কনের ছবির এক বিশেষ স্থানে আকৃষ্ট করে বললেন,—মেঘের মধ্যে যেখানে একটা কালো অঁাধার স্থান রয়েছে, ঠিক তারই উপর দিকে নক্ষত্রগুলোর চঞ্চলতা লক্ষ্য করে দেখুন।

যদিও খুব পরিষ্কার ভাবে সব কিছু দেখা যাচ্ছে না, তা সত্ত্বেও কৃষ্ণেন্দু চোখ দুটোকে খুবই সজাগ রেখে দেখছে। হঠাৎ তার ভিতর থেকে একটা বিস্ফোরণ ঘটে পাশের আলোক বিন্দুগুলোকে চঞ্চল করে তুললে। সেই বিস্ফোরণ থেকেই কতকগুলো আলোর ফুটকি অনির্দিষ্ট

ভাবে চারিদিকেই ছুটে গেল। তাদের মধ্য থেকেই একটা আলোক-পিণ্ড পুচ্ছ সমেত বার হয়ে এলো।

ভদ্রলোক প্রায় উত্তেজিত হয়ে বলে উঠলেন—দেখেছেন-দেখেছেন আবার একটা ধূমকেতুর জন্ম হল।

তার পরমুহূর্ত্তে আবার এক বিস্ফোরণ ঘটলো।

ভদ্রলোক প্রায় চিৎকার করে উঠলেন—সুপার নোভার বিস্ফোরণ ঘটলো? কিন্তু এমন হবার কথাতো নয়? ভদ্রলোক যতদূর সম্ভব নিখুঁত ভাবে টিউন করতে লাগলেন, আর পরের পর বিস্ফোরণ ঘটতে লাগলো একটি দুটি নয়, অনেক অনেকগুলি।

এইবার ভদ্রলোক যেন আঁৎকে উঠলেন, তাহলে বহির্বিশ্বে নক্ষত্র যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে? কি ভয়ঙ্কর, কি ভয়ঙ্কর।

নির্বাক হয়ে ছবির দিকে চেয়ে রইলেন।

॥ তিন ॥

ফ্রান্সে এক পাহাড় ঘেরা বিশেষ বিমান অবতরণ ক্ষেত্রে প্লেন নামার অনুমতি পেয়েছে। দুটো পাহাড়ের ফাঁক দিয়ে প্লেন রানওয়ের উপর নেমে সোজা দৌড়ে চললো—টার্মিন্যাল বিল্ডিং-এর দিকে সেখানে আরো অনেক প্লেন, আর হেলিকেপ্টার দাঁড়িয়ে আছে। এখানে কিছুক্ষণের জন্য বিশ্রাম নেওয়া হবে, প্লেনের জ্বালানী ভরা হবে, আর কেউ যদি ইচ্ছা করে কিছু খেয়ে নিতেও পারবে।

এতো মনোরম পরিবেশে যে একটা বিমান বন্দর থাকতে পারে ধারণা হয় না। কারণ প্লেন থেকে নামার সময়ে চারিদিকে যে মনোরম দৃশ্য নজরে পড়ে তাই দেখে চোখ ফেরান যায় না।

প্লেনের দরজা খুলে গেল, ভদ্রলোক কৃষ্ণেন্দুর দিকে ফিরে মুখে একটা আঙ্গুল চেপে চুপ করে থাকার নির্দেশ দিলেন।

সিঁড়ি দিয়ে নামার সময়ে চারিদিকের দৃশ্য নজরে পড়লো। চারিদিকেই পাহাড়, পাহাড়ের গায়ে ছবির মত সাজানো বাড়ী, মাঝে



যারা নভোযানকে বাগানের উপর বেগে নেমে আসতে দেখেছিল, ভয়ে তারা ছুটে পালিয়ে যায়। ( পৃষ্ঠা ২৯ )

মাঝে লম্বা লম্বা ব্যারাক, পাহাড়ের চূড়ার উপর উঁচু স্তম্ভে নানা ধরণের র‍্যাডার। ওরা নিচে নামতেই গাড়ী এসে লাউঞ্জে নিয়ে হাজির করলে। চারিদিকের আবহাওয়া আর ব্যবস্থা দেখে কৃষ্ণেন্দু বুঝতে পারলে, এ বিমানবন্দর সাধারণ যাত্রীদের জন্য নয়, বেশ বোঝা যাচ্ছে সামরিক বিমানবন্দর। সাধারণত এক রাষ্ট্রের সামরিক বিমানকে অন্য রাষ্ট্রের সামরিক বিমান ঘাঁটিতে নামতে দেওয়া হয় না। অথচ এখানে কর্তৃপক্ষ যেভাবে সম্বর্দ্ধনা করে নামালে, বোঝা গেল উভয় পক্ষের মধ্যে কোনও ব্যাপারে একটা লেনদেন আছে।

যাত্রীরা লাউঞ্জে পৌঁছাবার আগেই প্লেনের জ্বালানী ভর্তি করার জন্য অন্যত্র নিয়ে যাওয়া হল।

কৃষ্ণেন্দু আরও একটা কথা ভাবছে, ওদের লাউঞ্জের যে অংশটায় নিয়ে বসালে, প্রায় একটা প্রান্ত বলাই চলে। সেখানে কয়েকজন সামরিক অফিসারও ছিলেন, কিন্তু ওরা যাবার সময়ে দেখলে, অন্য একজন লোক বোধ হয় তাদের কোনও কথা জানাতে তারা নিঃশব্দে একটু তফাতে দূরে উঠে গিয়ে বসলো।

ফরাসী অফিসার ইঙ্গিত করা মাত্রই দু-গ্লাস আঙ্গুরের রস দিয়ে ওদের অভ্যর্থনা জানানো হল। তারপরেই পরিচয় বিনিময়ের পালা।

এতক্ষণে কৃষ্ণেন্দু জানতে পারলে, যদিও এই বিমানবন্দর সামরিক ব্যবস্থায় সুরক্ষিত করা, তাহলেও এটি মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্রের একটি বিরাট ক্ষেত্র।

কৃষ্ণেন্দুর ফরাসী ভাষা জানা না থাকায়, ওদের আলোচনায় অংশ গ্রহণ করতে পারছিল না, কিন্তু ভদ্রলোক মাঝে-মাঝে ইংরাজীতেই কৃষ্ণেন্দুকে বোঝাতে চেয়েছিলেন অথবা কিছু প্রশ্ন করে জানতে চাইছিলেন। কৃষ্ণেন্দু প্রথমে চুপ করেই ছিল, পরে কিন্তু সে জানতে পারলে উভয় দেশই যৌথ উদ্যোগ নিয়ে একই পথে গবেষণা চালাতে চায়। তারজন্য ওদের দেশের কিভাবে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে আর কিছুদিন পরেই উভয়পক্ষ, উভয়দেশে গিয়ে দেখবেন, এমন একটা

ব্যবস্থা হতে চলেছে।

ফরাসী ভদ্রলোকের এ ব্যাপারে খুবই আগ্রহ, এমনকি কবে নাগাদ এমন ব্যবস্থা হতে পারে তাও জানতে চাইলেন, কিন্তু কৃষ্ণেন্দুর সঙ্গী ভদ্রলোক সোজা বলে বসলেন, আপনার আমার সঙ্গে আলোচনা করলেই ঠিক কাজ হবে না। আপনি বরং উচ্চ পর্যায়ে একটা সরকারি ভাবে পত্র দিয়ে আগে জানিয়ে দেখুন, তারপরই উভয়ের দেখা-শোনার কথা হবে।

ফরাসী ভদ্রলোক ওদের দুজনকে ডেকে নিয়ে জানালার ধারে দাঁড়িয়ে দেখালেন, দূরে সর্ব্বোচ্চ পাহাড়ের শিখরে যেখানে একটা র‍্যাডার স্থাপন করা হয়েছে, এইস্থান থেকেই মহাকাশে নূতন গবেষণা চালানো হয়। সর্বাধুনিক প্রযুক্তির সমাবেশ আছে এই কেন্দ্রে। এই ব্যাপারে যে রাষ্ট্র আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করবেন তাঁদের সঙ্গে মত বিনিময়ে আমাদের কোনও আপত্তি নেই। কারণ আমরা এই ব্যাপারটা মানব জাতির সর্বাঙ্গীণ কল্যাণের জন্যই করতে ইচ্ছুক। এরপরে আমরা সারা পৃথিবীর লোককে জানাবো, যারা মানব জাতির কল্যাণের জন্য গবেষণা করতে ইচ্ছা করেন, আমরা তাঁদের সবরকম সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেব।

কৃষ্ণেন্দুর সঙ্গী ভদ্রলোক সমস্ত কথা শোনার পর বললেন আপনা-দের উদ্দেশ্য মহৎ; আমাদের ব্যাপার আপনাদের উপরমহল থেকে একটা চিঠিতে কথাগুলো জানিয়ে পাঠাবেন।

খাওয়ার পর্ব শেষ করে আবার যাত্রা করা, এইবার আর কোথাও থামা নয়, অ্যাটলান্টিক পার হয়ে নিজস্ব বিমানবন্দরে গিয়ে নামবো।

এখানে প্লেনে উঠতেই প্লেন ছাড়ার সংকেত জানালে, সিটে বসার সঙ্গে সঙ্গেই নির্দেশ হল, বেল্ট বাঁধবার প্রয়োজন ছিল না কিন্তু এখানে কেন যে প্রয়োজন হল, সেই কথা ভেবে কৃষ্ণেন্দু ভদ্রলোকের মুখের দিকে তাকালেন।

প্লেনটা সামনের দিকে কিছুটা ছুটে গেল বটে, তারপরই খাড়া

ভাবে উর্দ্ধমুখ হয়ে আকাশের দিকে বেশ কিছুটা উঁচুতে উঠে গেল, যেখান থেকে নিচের দিকে তেমন কিছু ভালভাবে নজর করা চলে না।

এইবার ভদ্রলোক মুখ খুললেন, আমরা এখন চল্লিশ হাজার ফুটেরও উপরে চলে এসেছি। কোনও প্লেন যে এমন খাড়াভাবে এতো উঁচুতে অতো অল্প সময়ের মধ্যে উঠতে পারে, ওরা দেখুক। ফরাসীদের এমনভাবে প্লেন উঠা দেখানই বোধ হয় ভদ্রলোকের উদ্দেশ্য ছিল।

প্লেন আবার সোজা হয়ে চলতে কৃষ্ণেন্দু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললে।

ভদ্রলোক আবারও বললেন,—আকাশে বা মহাকাশে এখন কোনও রাষ্ট্রই যে আমাদের সমকক্ষ নয়, এ কথাটা জানিয়ে দেবার সময় এসেছে। আর কিছুদিন বাদেই আমরা তারকা-যুদ্ধের প্রোগ্রাম শুরু করবো। স্বীকার করি ওদের র‍্যাডার ভাল, তাই বলে আমাদেরও কিছু কম নয়।

একটু থেমে আবার বলতে শুরু করলেন এই প্লেন ওখানে আনায় ওরা একটু ক্ষুণ্ণ হয়েছে র‍্যাডারের কাছে কিছু লুকানো তো সম্ভব নয়, আমরাও অবশ্য ওদের এখানের কি কি ব্যাবস্থা আছে সব কিছুই জানতে পেরেছি।

একসঙ্গে অনেকগুলো কথা বলে ভদ্রলোক যেন হাঁপিয়ে পড়লেন।

কৃষ্ণেন্দু চুপ করে বসে ভাবছিল, শেষে বললে, দেখুন এই যে আপনি বললেন আমাদের প্লেনে কি কি ব্যবস্থা আছে ওরা সবকিছুই জানতে পেরেছে। তাহলে আমাদের কিছুই আর গোপন থাকলো না, কিন্তু ধরুন, এমন একটা কিছু আবিষ্কার করা যায়, যখন ইচ্ছা মত আমাদের এই প্লেনের চারিধারে একটা ম্যাগ্‌নেটিক ফিল্ড হয়ে থাকবে, তখন কোন কিছুই আর সেই ম্যাগনেটিক ফিল্ড ভেদ করে গোপন কোন খবর নেওয়া আদৌ সম্ভব হবে না।

ভদ্রলোকের চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠলো, সত্যি বলছেন? এমন কিছু কি আবিষ্কার হওয়া সম্ভব?

—চেষ্টা করলে অবশ্য করা যে যায় না তা নয়। তবে যে কাজের জন্য আমার যাওয়া, সেই কাজ আগে সারতে চাই।

কৃষ্ণেন্দু কি জবাব দেয় শোনার জন্য ভদ্রলোক মুখের দিকে চেয়ে ছিলেন। তারপর বললেন, জানেন ডঃ ভৌমিক, ঠিক এই ধরণের একটা ঘটনা ঘটে মহাকাশে, একটা অতিক্ষুদ্র মহাকাশ যানে। আরও আশ্চর্য কথা কি জানেন? সেই মহাকাশ যানটি দেখতে হয়তো একখানা সাধারণ মটোর গাড়ীর আকারের। উপরটা স্বচ্ছ আবরণ, বাকি অংশ আগুনে লাল রংয়ের। তিনজন যাত্রীকে খুব স্পষ্টই দেখা গিয়েছিল। তাদের সঙ্গে সংযোগ করার চেষ্টা বারে বারে বিফল হয়ে যেন ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসে। আরও একটা আশ্চর্য ব্যাপার আমার সমস্ত বুদ্ধিকে গোলমাল করে দিল। কখনো অতি ধীর-গতিতে সামনে বা পাশে চলে, উপরে কিম্বা নিচের দিকে ওঠা নামা করে, আবার নিমেষে চোখের আড়াল হবার মত গতি পায়। আমি দীর্ঘ পঁয়ত্রিশ বছর ধরে মহাকাশ গবেষণার ব্যাপারে জড়িত আছি। কোথাও কখনো এমন কিছু আমার নজরে পড়েনি।

সারাটা পথ ভদ্রলোক নানা বিষয়ে বকেই চললেন। কখন মহা-কাশের কথা, কখন রাজনীতির কথা, কখন বিজ্ঞানের কথা। কিন্তু কৃষ্ণেন্দু যেন মুখ টিপে বসে সব শুনেই যাচ্ছে। কেউ যে এমন প্রগলভ হয়ে এতক্ষণ কথা বলে যেতে পারে, কৃষ্ণেন্দু ভেবে পেল না।

কৃষ্ণেন্দুকে এমন চুপ করে বসে থাকতে দেখে ভদ্রলোক এইবার প্রশ্ন করলেন—আচ্ছা আপনি তো কোন কথাই বলছেন না? এমন কি আমি যে নভোযানের কথা এইমাত্র বললাম, অন্য যে কেউ শুনলেই বলে দেবে ওটা স্রেফ বাজে কথা। প্রথমতঃ অত ছোট আকারের কোনও মহাকাশ যান হতেই পারে না। তবুও আপনাকে সব কথা খুলেও বলিনি। এই নভোযানের কোন ডানা নেই, পাখা নেই, কিম্বা জেটের মত কোনও ইঞ্জিনও নেই। চলার সময়ে কোনও ধোঁয়া বা আগুনও দেখা যায় না।

ভদ্রলোক দম নিতে যেন একটু থামলেন,—দেখুন আমি বিজ্ঞান চর্চা নিয়েই থাকি, কিন্তু এমন একটা নভোযান যা চলবার জন্য নিশ্চয় কোনও না কোনও শক্তির প্রয়োজন, কিন্তু শক্তিটা পায় কোথা থেকে? বহু লোকের কাছে ব্যাপারটা জানবার জন্য বলেছি, কিন্তু কেউ উত্তর দেওয়া দূরে থাক, আমাকে ব্যাপারটা অতিরঞ্জন অথবা অলৌকিক কল্পনা বলে ব্যঙ্গও করেছে। কিন্তু তাতে ত' মনের কৌতূহল মেটে না। আপনি কি এ ব্যাপারে কিছু আলোকপাত করতে পারেন? জানার আমার বড় ইচ্ছা।

এতক্ষণেই যেন কৃষ্ণেন্দু মুখ খুললো,—আপনি যে নভোযানের কথা বলছেন, সেটি কিন্তু আমাদের এই পৃথিবীর অথবা সৌরমণ্ডলের কোনও গ্রহ বা উপগ্রহের নয়, এমন কি কাছাকাছি অন্য কোনও গ্রহ-মণ্ডলের নয়। ওরা এসেছে এক সুদূর নক্ষত্রপুঞ্জ থেকে। ওদেরও উদ্দেশ্য, পৃথিবীর অধিবাসীদের নিরাপত্তার জন্য। এই পৃথিবীতে যেখানে যত আণবিক অস্ত্রের মজুত ভাণ্ডার আছে, সেইগুলোকে ধ্বংস করে ফেলা।

বিস্ময়ে ভদ্রলোক বলে উঠলেন—সে কি আপনি জানেন এমন কোনও নভোযানের অস্তিত্ব থাকতে পারে দেখলেও যা বিশ্বাস করা যায় না? আপনি তা বিশ্বাস করেন? মনে রাখবেন, তার জ্বালানী যে কি কেউ জানে না, কারণ কোনও ধোঁয়া বা আগুন কারো নজরে পড়েনি।

ভদ্রলোক একটু থেমে কৃষ্ণেন্দুর দিকে চেয়ে দেখতে চাইলেন। সে কথা শোনার পর তার ভাবের কোনও পরিবর্তন হয় কি না? তারপর বললেন,—সেটা আদৌ কোনও প্লেন বা কপ্টার নয়। তার কোনও চাকা নেই, রোটার নেই, প্রপ্ নেই, জেট নজেলও নেই, এমন কি দু'পাশে ডানাও নেই। সময়ে সময়ে শূন্যে এক যায়গায় দাঁড়িয়েও থাকতে পারে। খাড়া ভাবে ওঠে বা নামে। এর থেকে বিস্ময়কর জিনিষ আর কি হতে পারে বলুন তো?

সমস্ত কিছু বুঝিয়ে ভদ্রলোক কৃষ্ণেন্দুর মুখের দিকে চেয়ে রইল। কৃষ্ণেন্দু কি বলে শোনার অপেক্ষায়।

মৃদু হেসে কৃষ্ণেন্দু ভদ্রলোকের কথার সঙ্গে আরও একটু সংযোগ ক'রে বলে, আরও একটা খবর আপনার বোধ হয় জানা নেই ?

ভদ্রলোক আরও গভীর বিস্ময়ে কৃষ্ণেন্দুর মুখের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলেন,—আবার এর পরেও আপনি আরো নূতন কিছু শোনাতে চান ? বলুন, তাহলে শুনেই রাখি।

খুব ঠাণ্ডা গলায় কৃষ্ণেন্দু জানায়—আপনি যদি গোল্ডেনকে দেখেই থাকেন, তাহলে নিশ্চয় আকাশেই দেখেছেন। কিন্তু গোল্ডেন যে সমুদ্রের গভীর জলের মধ্যেও চলাচল করতে পারে এমন সংবাদ নিশ্চয় আপনার জানা নেই। জলের তলায় ওর সাবলীল গতি যে কোনও আধুনিক সাবমেরিণকেও হার মানায়।

বিস্ময়ে ফেটে পড়লেন ভদ্রলোক--কি বলছেন ? আমার সঙ্গে কি রসিকতা করছেন ? পৃথিবীর বড় বড় বিজ্ঞানী যাঁরা যুদ্ধাস্ত্র আর যুদ্ধের উপযোগী নানা ধরণের যান আবিষ্কার করার জন্য দিবা-রাত্র চিন্তা করছেন তাদের মাথাতেও এমন কিছু পরিকল্পনাও আসে না ? আপনি কি আমাকে গল্প শোনালেন ? আগনি যেমনই বলুন, বাস্তব কিছু প্রমাণ দিতে পারবেন ? কল্পকাহিনী রচনা করা কিম্বা চিন্তা করা এক জিনিষ, কিন্তু সেই ধরণের কিছু বাস্তবে আনা অন্য কথা।

মনে হলো ভদ্রলোক কৃষ্ণেন্দুর কথা বিশ্বাস ত' করলেনই না, বরং তাঁর ধারণা হল কৃষ্ণেন্দুই অবিশ্বাস করে প্রকারান্তরে ভদ্রলোককে পরিহাস করছে।

আবারও কৃষ্ণেন্দু ধীর ভাবে বলতে থাকে, আমি বেশ বুঝতে পারছি আপনাকে আমি যে কথা শোনালাম আপনি তার লেশ-মাত্রও বিশ্বাস করতে পারলেন না। গোল্ডেনকে এখানে আনিয়ে প্রমাণ দেবার কথা বাতুলতা, সুতরাং সে ভাবে প্রমাণ দেওয়া সম্ভব

নয়। অথচ ব্যাপারগুলো সত্য বলেই আমার জানা। এমন কি একটা ঘটনায় আমি প্রমাণ পেয়েছি ওরা সাগরের গভীরে অবলীলা-ক্রমে চলাচল করতে পারে। শুধুমাত্র যাতাযাত করাই নয়, আমাদের রাষ্টের বিরুদ্ধে অন্য কোনও এক প্রতিবেশী রাষ্ট্র ষড়যন্ত্র করে সমুদ্র দরিয়ায় একটা সন্ধানী ইলেকট্রনিক চরকে স্থাপন করার চেষ্টা করে। সূর্যের মুখ অাঁকা মাছ ধরা ট্রলার আমাদের নিষিদ্ধ সমুদ্র এলাকায় বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করে মাছ-ধরার ভনিতা করে। কিন্ত তার আসল কাজ ছিল সমুদ্র দরিয়ায় ইলেকট্রনিক গুপ্তচর যন্ত্রকে স্থাপনা করা। কৃষ্ণেন্দু থামলো।

ভদ্রলোক খুব মন দিয়েই কৃষ্ণেন্দুর কথাগুলো শুনে যাচ্ছিলেন এমন কথা বলা ভুল হবে। মনে হচ্ছিল বোধ হয় তিনি আরও কিছু চিন্তা করছিলেন। শেষ পর্যন্ত বলে উঠলেন—বলুন থামলেন কেন? তার পর?

কৃষ্ণেন্দু বেশ ঘৃণার সঙ্গে বলে ওঠে—কি আর হবে? গোল্ডেন সব কিছু ফাঁস করে দেয়। আরও দুঃখের কথা কি জানেন? অই গোয়েন্দা যন্ত্রটি আমাদের এক বন্ধু রাষ্ট্রকে দিয়ে অন্য রাষ্ট্র স্থাপন করিয়েছিল। কাজটা খুবই ঘৃণিত এমন কি বিশ্বাসঘাতকতা বলাও চলে। গোল্ডেনের পরামর্শ মতই সমস্ত ব্যাপারটা রাষ্ট্রনীতির জটিলতার জন্য চেপে যাওয়া হয়। কেবল মাত্র বিনা অনুমতিতে আমাদের সাগরদরিয়ায় মাছ ধরতে আসবার অপরাধে ট্রলার বাজে-য়াপ্ত করা হয়। আর নাবিকরা আন্তর্জাতিক আইনে সাজা পায়।

একটু থেমে কৃষ্ণেন্দু আবার বলতে থাকে,—কথা ছিল অই যন্ত্রাংশ আমাদের এক স্যাটেলাইটে নিয়ে মহাকাশে স্থাপন করার। তার আগেই সেটা অন্য রাষ্ট্রের গবেষণাগার থেকে রহস্যজনকভাবে কিছু দিনের জন্য অদৃশ্য হ'য়ে যায়।

কৃষ্ণেন্দু বলতে থাকে—অল্প কিছুদিন আগেই মাত্র প্রমাণ পাওয়া গেছে যে অই যন্ত্র আমাদের বন্ধু রাষ্ট্র স্থাপন করে নি। যারা

চুরি করে নিয়ে যায় তারাই এই কাজের জন্য দায়ী। প্রকৃতপক্ষে তারা চেয়েছিল আমাদের দুই রাষ্ট্রের মধ্যে একটা বন্ধুত্বের বিভেদ ঘটানো। অবশ্য এই ব্যাপারে গোল্ডেনের ভূমিকা স্মরণ করার মত।

কথাগুলো শুনে ভদ্রলোকের চোখ দুটো বড় বড় হ'য়ে উঠলো। প্রায় বাঁধ ভাঙ্গা হয়েই চিৎকার করে বললেন—এ্যকজ্যকট্‌লি সো। আমরাও মাত্র ক'দিন আগে সমস্ত ব্যাপারটা জানতে পেরেছি— আসলে জানি না কি ঘটেছে আর কোথায় ঘটেছে, এখন আর আপনার কথা অবিশ্বাস করার উপায় নেই। ঘটনাটা এমনই দুঃখজনক আর ভুল বোঝাবুঝির মধ্যে ঘটেছে, যারজন্য দুঃখ প্রকাশ করেও লাভ নেই। ব্যাপারটা খুবই গোপনীয়, কিন্তু আপনি জানলেন কেমন ভাবে ?

গম্ভীরভাবে কৃষ্ণেন্দু জানায় আমার দুর্ভাগ্য, যে আমি অই যন্ত্র পরীক্ষার সময়ে আমারই এক সতীর্থ বিজ্ঞানীর গবেষণাগারে উপস্থিত ছিলাম। ওর ত্রুটি সর্বপ্রথম আমাদের কাছেই ধরা পড়ে।

এক মনে ভদ্রলোক কৃষ্ণেন্দুর কথা শুনে শেষে বললেন, আমি একটা কথা ভেবে পাই না, লোকেরা কেন এমন করে? এমনই একটা সময়ের মধ্য দিয়ে আমরা চলেছি, এখন নিজের লাভ ছাড়া আর কিছুই বোঝে না। আপনাদের ভারতে আগে একান্নবর্ত্তী সংসার ছিল, যেখানে সকলেই সুখে আর শান্তিতে হাজার হাজার বছর কাটিয়েছেন, অথচ আজ আর সেই দিন নেই।

—মানুষ যদি আত্মকেন্দ্রিক হয়ে পড়ে তখনই সংসার ভাঙ্গা সুরু হয়। কৃষ্ণেন্দু বলতে থাকে—আসলে কি জানেন? মানুষ সকল সময়েই কিছু না কিছু পরিবর্তন চায়, তাই বোধহয় শান্তি থেকে অশান্তিতেই ঝাঁপ দিয়েছে। এই যে দেখছেন সারা দুনিয়াটায় উচ্ছৃঙ্খলতা—এটাও শান্তি থেকে অনীহা এসেছে বলেই।

রাতের খাবার এসে গেল। ভদ্রলোক বললেন—না আর বেশী আলোচনা নয়। এইবার খেয়ে বিশ্রাম নিন। প্লেন থেকে

নেমে যে কোথায় যেতে হবে, নামার পরই জানা যাবে। যাক একটা অনুরোধ করবো আমাদের যা কিছুই আলোচনা হোক না কেন, এটা আর কারো কাছেই প্রকাশ করবেন না। মৃদু হেসে ভদ্রলোক জানালেন, দেশটা বিজ্ঞানে উন্নতি করলে কি হয় কেবল সন্দেহ আর সন্দেহ। কেউ কাউকেই বিশ্বাস করে না। কথাটা সকল সময়ে মনে রেখে কাজ করবেন।

॥ চার ॥

ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিস সিন নদীর তীরে বিলাসবহুল বহুতল হোটেল লা পি সোঁ। একেবারে আধুনিক বলেই সারা বিশ্বের নাম ডাক ছড়িয়ে পড়েছে—বিশেষ করে কোনও বড় আন্তর্জাতিক সম্মেলন হলেই এই হোটেলের ছাদের বাগানেই হয় কারণ সকলেরই এক পছন্দ—নামখানা যে স্বর্গোদ্যান।

এক আন্তর্জাতিক সম্মেলন সবেমাত্র শেষ হয়েছে এক ঘণ্টার মধ্যে। আবার একটা আন্তর্জাতিক সম্মেলন হবে, লোকজন তাই আবার সাজিয়ে গোছ-গাছ করতে ব্যস্ত।

আকাশ থেকে একটা প্রায় গোলাকার নভোযান নেমে ঠিক বাগানের মাথার উপরে স্থির হয়ে দাঁড়াল। তার তলার একটা ফোকর দিয়ে বিনা প্যারাসুটে একজন নভোচারী বাগানে নামল।

যারা নভোযানকে বাগানের উপর বেগে নেমে আসতে দেখেছিল, ভয়ে তারা ছুটে পালিয়ে যায়। তাদের ধারণা হয়েছিল বোধ হয় কোনও অতি বিস্ফোরক কিছু আকাশ থেকে পড়ছে, কিন্তু সেটি আদৌ নিচে না নেমে যখন মাঝপথে থেমে গেল, তখন সবাই আশ্চর্য্য হয়ে সেই দিকে চেয়ে রইল।

লোকটি নেমে বেশ পরিষ্কার ফরাসী ভাষায় প্রশ্ন করলে, সারা বিশ্বের টেষ্ট পাইলটদের যে সম্মেলন হবার কথা, সেটা কি এখানে



দেখেছেন-দেখেছেন আবার একটা ধূমকেতুর জন্ম হ'ল। (পৃষ্ঠা ১৯)

হবে ? যদি হয় তাহলে কোন্ সময়ে হবে ?

যাকে প্রশ্ন করা হল সে লোকটি একটু সমীহ করেই জবাব দেয়, আপনার অনুমান ঠিকই তবে সম্মেলনের একটু দেরী আছে।

উত্তর পাবার পর লোকটি ঠিক নভোযানের নিচে এসে দাঁড়াল। যেমন ভাবে নিচে নেমেছিল, ঠিক সেই ভাবেই সোজা নভোযানে উঠে চলে গেল। আর নিমেষে নভোযান শূন্য পথে অদৃশ্য হয়ে গেল। এমন যে কিছু ঘটতে পারে ভাবাও যায় না।

যারা দেখলে তারা আরো অবাক হয়েই দেখলে এর যা কিছু তার সবটাই যেন কল্পনার বাইরে।

হোটেল কর্তৃপক্ষের তরফে দেখাশোনার জন্য যিনি ষ্টুয়ার্ড তিনি এসে দেখলেন, লোকেরা একটা কিছু বিশেষ বস্তু নিয়ে আলোচনায় ব্যস্ত।

—কি ব্যাপার বল তো ? প্রশ্ন করলেন।

ব্যাপার যে কি তা জানে ক'জন ? শুনে তিনিও তাজ্জব বনে গেছেন। অমন ভাবে যে কেউ শূন্যে ওঠা নামা করতে পারে এমন কথা দেখলেও বিশ্বাস করা কঠিন।

কে একজন একটা ছোট গোল সাদা চাক্‌তি কুড়িয়ে পেয়ে নিয়ে এলে। তাতে কেবল একটা লাল তীর চিহ্ন আঁকা।

ষ্টুয়ার্ড সেটি হাতে নিয়ে এদিক ওদিক ঘুরিয়ে দেখে বললেন,—মনে হচ্ছে এটা ওদের ভিজিটিং কার্ড। যাই হোক ওদের মিটিং সুরু হলে এটা টেবিলে দিও। তিনি অন্যান্য উপদেশ দিয়ে গেলেন।

যথা সময়ে সম্মেলনের কনভেনর অন্য সভ্যদের সঙ্গে নিয়ে সভাস্থলে এসে বসলেন। সারা বিশ্বের টেষ্ট পাইলটরা একত্রিত হয়েই আলোচনা করবে। নানা দেশের প্রযুক্তিবিদ আর বিজ্ঞানীরা যে নূতন নূতন ধরণের আর আকারের বিমান সৃষ্টি করছেন, তাতে টেষ্ট পাইলটদের নিরাপত্তার কথাটা কতটুকু চিন্তা করা হয় ? পরের পর যতগুলি দুর্ঘটনা ঘটে গেল তার ফলে প্রযুক্তিবিদ্‌রা নিজেদের

সমস্ত দোষ-ত্রুটি ঝেড়ে ফেলে দিচ্ছেন্ অই টেষ্ট পাইলটদের উপর। টেষ্ট পাইলটরা যে দুর্ঘটনার পর বেঁচে ফিরে এসে প্রতিবাদ জানাবে, এমন সুযোগ কোথায়? তাই আজ টেষ্ট পাইলটরা সমবেত হয়েই বিষয়গুলো আলোচনা করে মীমাংসা করতে চায়। দুর্ঘটনার পর টেষ্ট পাইলটদের মোটা টাকার ক্ষতিপূরণ করার বিধান আছে, কিন্তু তাইতেই কি প্রকৃত ক্ষতির পূরণ হওয়া সম্ভব?

সভায় আলোচনার বিষয় বস্তুগুলো ক্রমেই রূপ নিতে থাকে। প্রশ্ন আর উত্তরেই মাত্র সীমাবদ্ধ না থেকে মাঝে মাঝে দীর্ঘ আলোচনায় দাঁড়ায়। যে কোনও সভার উদ্দেশ্যই হল পরস্পরের মত বিনিময় করেই সমস্যার সমাধান করা। সম্পাদক হঠাৎ দেখলেন একটা সাদা চাকতি সামনের টেবিলে রাখা, তার মাঝে তীর চিহ্নটা এতই উজ্জ্বল যে তার দিকে চাইলেই মনে হয় সেটা চোখের উপর, চাকতিখানা হাতে তুলে নিয়েই তিনি প্রশ্ন করলেন--এটা এখানে কিভাবে এলো?

হোটেলের ষ্টুয়ার্ড ছুটে এসে বললে, কিছু জানতে চাইছেন? অবশ্য জানতে চাইলেই কি সঠিক উত্তর দেওয়া যাবে?

চাকতিটা হাতে তুলে সম্পাদক বললেন, এখানে বসে এটা দেখতে পেলাম, এটা কিভাবে এলো আর আনলে কে?

ষ্টুয়ার্ড এদিক ওদিক চেয়ে বললে,—একটা নভোযান এখানে শূন্যে এসে দাঁড়ায়। তার থেকে একজন নেমে এসে জানতে চায়, এখানে কি হবে? জেনে তারা চলে যাবার পরই একজন কর্মচারী ওটা কুড়িয়ে টেবিলে রেখে দেয়।

এই খবর জানার পরই সম্পাদক গম্ভীর হয়ে চাকতিটা হাতে তুলে নিয়ে সকলের দৃষ্টি সেই দিকে আকর্ষণ করে বললেন, আপনারা কি এই চিহ্ন আঁকা চাকতিটার বিষয় কিছু জানেন?

প্রথমে কোনও সাড়াই পাওয়া গেল না। পরে একজন বললে, আমি সঠিক বলতে পারবো না, তবে কিছু বলতে পারি। বিখ্যাত

টেষ্ট পাইলট ক্যাপ্টেন লরেন্স মুরের নাম নিশ্চয় শুনে থাকবেন। তিনি রহস্যজনকভাবে মারা গেছেন। সংবাদটি বহুল প্রচারিত হলেও আমার সন্দেহ হয় ঠিক মৃত্যু তার হয়নি, বরং রহস্যজনক ভাবেই তিনি নিরুদ্দিষ্ট হয়েছেন, এমন কথাই বলা যায়।

কথাটা সকলের কাছে আজ নূতন লাগলো, কিন্তু তিনি যে মারা যান নি, এমন প্রমাণ কে দেবে ?

কথাটা কেউ বলতেই বক্তা বললেন,—প্রমাণের কথাটা পরেই বলছি—টেষ্ট পাইলট হিসাবে তার চুক্তি থাকলেও যে প্লেন তাকে চালাতে দেওয়া হ'য়েছিল—তার রিপোর্ট সত্ত্বেও তেমন প্লেন আর তৈরী করা হল না কেন ? প্রশ্নটা আপনারা যে যার নিজের কাছে করলেই জবাব পেয়ে যাবেন। আরও একটা কথা আপনারা নিশ্চয় স্বীকার করবেন—যে, কোনও প্লেন আমাদের পরীক্ষা করে ওড়াবার আগে ডিজাইনার এবং মেকানিক মিলে যে রিজিড টেষ্ট সম্পর্কে আলোচনা চলে—সেই সভায় যারা উপস্থিত থাকবেন তাদের সকলকেই সই করতে হয় কিন্তু ক্যাপ্টেন লরেন্স মূরের পরীক্ষামূলক উড্ডয়নের আগের সভায় কারা উপস্থিত ছিলেন অথবা কি কি বিষয় আলোচনা হয়েছিল তার কোনও কাগজপত্র অথবা কোনও সংবাদ কেউ জানেন কি ? এমন কি আমাদের সমিতির সম্পাদকও তার কথা আজও কিছু বলতে পারবেন না।

বক্তা একটু থামলেন, তারপর বল্লেন,—আকাশে ওড়ার পূর্ব্ব মুহূর্তে আমাদের চুক্তির যে খসড়ায় সই করতে হয়—সেই চুক্তি পত্রের সন্ধান আজ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। এই রহস্যময় পরিস্থিতির পর তাঁর মৃত্যু হয়েছে এই কথা ছাড়া আর কিছুই বলা চলে না।

অন্য জন বলে উঠলেন, —কিন্তু তাই বলে যে তিনি বেঁচে আছেন এমন কথার প্রমাণ পেয়েছেন কি ?

—হ্যাঁ প্রমাণ পেয়েছি বৈকি, অর্থাৎ তার প্রচারিত মৃত্যুর তারিখের দু'মাস পরে—একদিন আমার সঙ্গে তার দেখা হয়।

আজ যে সংকেত চিহ্ন আপানারা সম্পাদকের কাছে দেখছেন সেই দিন তাঁর জামায় অই রকম সংকেত চিহ্ন দেখেছিলাম। আমি তাঁকে প্রশ্ন করতে তিনি উত্তর দিলেন—আপনার কাছে একটা কথা আমি জানিয়ে যেতে চাই—সেই কথাটা অন্য সকলকে জানিয়ে দেবেন—আমাদের প্রাণের যে একটা মূল্য আছে সে কথা ওরা মানতে চায় না—কেবল টাকার লোভ দেখিয়ে কাজ সারে। ওদের নির্দিষ্ট অর্থই কি আমাদের জীবনের প্রকৃত মূল্যমান? ওরা যে প্লেনে আমাকে ওড়ার পরীক্ষায় পাঠিয়ে ছিল—সেটা আদৌ প্লেন নয়—কেবল বিস্ফোরক ভরা একটি মারাত্মক অস্ত্র বিশেষ। একমাত্র গোল্ডেন বার্ড না থাকলে আমার কোনও অস্তিত্বই থাকতো না।

—তা হ'লে আপনি ফিরলেন কি ভাবে?

—একমাত্র গোল্ডেন বার্ড ওর গতিকে স্তব্ধ করতে পারে—তাই আমি প্রাণে বেঁচেছি। আমাকে মাধ্যাকর্ষণ সীমার বাইরেই পাঠিয়েছিল। গোল্ডেন সেই প্লেনকে নিষ্ক্রিয় করেই আমাকে উদ্ধার করে।

—তাহ'লে সেই প্লেন বিনা পাইলটে চলে গেল?

—বল্লাম তো ওটা পৃথিবীর সীমার মধ্যেই প্লেন তার বাইরে পাইলটের কোনও হাত নেই। সুতরাং তারপর আর পাইলটের প্রয়োজনও থাকার কথা নয়।

—আপনি কি এখানে এসে রিপোর্ট করেছেন?

—কার কাছে জানাবো? অর্থ লোভীদের? আমার যথেষ্ট শিক্ষা হ'য়েছে তাই এইবার প্রতিজ্ঞা করেছি ওদের শিক্ষা দেব। ওদের যত মানুষ মারা অস্ত্র আছে একের পর এক সেইগুলোকে ধ্বংস করতে থাকবো।

ক্যাপ্টেন লরেন্স মূর একজন ভদ্র টেষ্ট পাইলট। তার প্রতি যদি এমন ব্যবহার করা হয়। তার কথা শুনে এখন অন্যদের সাবধান হবার সময় এসেছে। তাহলে হুট বলতেই প্লেন পরীক্ষা

করতে ছুটতে হবে এমন কোনও কারণ নেই। সমস্ত নিরাপত্তার কথা চিন্তা করেই তবে কাজে হাত দেওয়া। আর নূতন প্লেন? সব বিষয় জেনে তবেই ককপিটে বসা তার আগে নয়।

সব কথা শুনে সম্পাদক বল্লেন, —তবে কি গোল্ডেন বার্ড আমাদের সাবধান বাণী শোনাতে এসেছিল?

হঠাৎ কারো নজরে পড়ে একটা অতি উজ্জ্বল বস্তু অতি তীব্র বেগে আকাশের এক প্রান্ত থেকে ছুটে আসছে। কেউ কেউ সেই দৃশ্য দেখে চিৎকার করে উঠলো —অই, অই, অই দেখুন আকাশে একটা অতি উজ্জ্বল কিছু বস্তু, অতি দ্রুত গতিতে এই দিকেই ছুটে আসছে—। ভয়ে সকলেরই মুখ প্রায় ফ্যাকাসে হ'য়ে উঠেছে। এমন দৃশ্য, সচরাচর কারো নজরে পড়ে না।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই দেখা গেল একটা অদ্ভুত অতি ছোট আকৃতির নভোযান যার মাথার উপরের দিকটা স্বচ্ছ আর নিচের দিকটা আগুনে লাল রংয়ের। সেটা শূন্যেই দাঁড়িয়ে রইল। পাশের দিকের স্বচ্ছ আবরণের একটা পাশ সরিয়ে একজন নভোচারী নেমে সম্পাদকের টেবিলের দিকে এগিয়ে আসছেন।

অন্য সভ্যরা তাকে দেখে সসম্মানে উঠে দাঁড়ালেন। সম্পাদক নিজের আসন ছেড়ে আগন্তুককে আহ্বান করলেন,—আপনাদের আগমনে আমরা নিশ্চয় উপকৃত হব।

আগন্তুক চেয়ারে না বসে দাঁড়িয়েই বললেন,—ক্যাপ্টেন লরেন্স মূরকে যারা মিথ্যা কথার আশ্বাস দিয়ে মহাকাশে পাঠিয়ে ছিলেন, তাদের শাস্তি হওয়া প্রয়োজন। কারণ আমরা না থাকলে ক্যাপ্টেনের অবস্থা দাঁড়াত লাইকার মত। একবার সকল সদস্যদের দিকে মুখ ফিরিয়ে দেখে নিলেন।

জবাব দিলেন সম্পাদক, —আপনি যাদের শাস্তি দেবার কথা বলছেন তাদের বিচার কে করবে আর কে শাস্তি দেবে? এরা সবাইত সেই উপর তলার লোক। নিজেদের প্রয়োজন হলে অন্যা-

য়কে এঁরা কাপড়ে মুড়ে ন্যায় বলেই চালান।

—আমি জানি পৃথিবীর আবহাওয়া স্তরের মধ্যেই এরোপ্লেন বা জেট প্লেনের পরীক্ষা করাটাই আপনাদের কাজ। কথাটা ঠিক তাই নয় কি? অথচ ক্যাপ্টেন লরেন্স মূরকে পরীক্ষার জন্য যা দেওয়া হয় সেটা আকৃতিতে অনেকটা এরোপ্লেনের মত হলেও অই যান একটা বিপর্যয়কারী জ্বালানীর দ্বারা অবিশ্বাস্য প্রচণ্ড গতিতে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ সীমানা অতিক্রম করে একটা বিশেষ নক্ষত্র অভিমুখে যাত্রা করছে। অই প্লেন যে কোনও দিনই সেই নক্ষত্রের ধারে কাছে পৌছাতে পারবেনা এমন কথা জানা সত্ত্বেও ক্যাপ্টেন মূরকে অবধারিত মৃত্যুর মুখে ঠেলে পাঠানো হয়। এমন কি প্লেন চালনার যে কৌশল ক্যাপ্টেন মূরকে জানানো হয় কার্যক্ষেত্রে নভোযান যাত্রার সঙ্গে সঙ্গেই তা বিকল করে দেওয়া হয়েছিল! যদি ক্যাপ্টেন মূর ব্যবস্থার কথা জানতে পেরে অই নভোযানকে আবার পৃথিবীর মাটিতে ফিরিয়ে নিয়ে আসেন আর সমস্ত বিষয়টি প্রকাশ করে দেন। তাই নভোযান পরিচালন ব্যবস্থাটা পুরোপুরি লোকচক্ষুর অন্তরাল থেকেই করা হয়েছিল। আগন্তুক থামলেন।

সকলেই চুপ করে রুদ্ধ নিশ্বাসে শুনে যাচ্ছেন তাহলে এমন বিপদের পুনরাবৃত্তি তাদের বেলাও হতে পারে। অতএব এর কি প্রতিকার ব্যবস্থা হতে পারে সেই চিন্তাই সকলের মাথায়।

আগন্তুক আবার বলতে লাগলেন, —আমরা বড্ড সময়মত ক্যাপ্টেন মূরকে রক্ষা করতে পেরেছিলাম বলেই তিনি প্রাণে বেঁচেছেন, অই লোভীর দল যদি জানতে পারে ক্যাপ্টেন মূর নিরাপদে ফিরেছেন তাহলে তাকে মেরে ফেলেই নিজেদের অপকর্মগুলো ঢাকা দেবার চেষ্টা করবে। এর পরেও ওরা আবার একজনকে ধরে দেশ-প্রেমের পিল খাইয়ে মহাকাশে পাঠাবে। তাই আপনাদের সতর্ক করে দেবার জন্যই আমার এই হুঁসিয়ারী। আপনারা সজ্ঘবদ্ধ হন। ওরা নূতন ধুয়া তুলেছে নক্ষত্র যুদ্ধের, কিন্তু যুদ্ধ সম্পর্কে

ওদের ধারণা কতটুকু? যুদ্ধ যে কি বীভৎস তার কোনও ধারণা নেই। ওরা লোককে দেখাতে চায়—আদৌ যদি যুদ্ধ হয় তবে সেটা হবে পৃথিবীর আবহাওয়ার স্তরের বাইরে। পৃথিবীর লোকেদের কোনও ক্ষতি হবে না। কিন্তু পৃথিবীর বাইরের যে সব গ্রহ আছে তারা যে এই বিষয়ে কত সচেতন এদের আদৌ সে জ্ঞান নেই।

একটু থেমে আবার বলেন, —এই পৃথিবীর এধার ওধারে কত আণবিক অস্ত্র ভাণ্ডার আছে আপনারা জানেন না। এমন কি এর মধ্যে এমন স্পর্শকাতর যন্ত্রও আছে যার হাজার কিলোমিটার দূরে যদি কোন বিস্ফোরণ ঘটে তার সঙ্গে এরও বিস্ফোরণ ঘটবে। নিজেরা বাঁচার জন্য এই ঘাঁটিগুলো সর্বদাই নিজেদের দেশ থেকে দূরে দূরে রাখা হয়। এদের নৃশংস কার্যকলাপের কোনও কথা আপনারা জানেন না, আমরা জানি। যে সব প্লেনে এই আণবিক অস্ত্র ঘাঁটিতে পাঠানো হয়, কাজ শেষ করে প্লেন যখন ফিরে আসে মাঝপথে সেগুলো ধ্বংস করা হয় যাতে সেই বিমান চালকের মুখ দিয়ে ঘাঁটির কথা প্রকাশ না হয়। যাক্ এখন আপনারা এইসব কথাগুলো স্মরণ রেখে ভবিষ্যতের জন্য সাবধান হয়েই কাজ করবেন।

আগন্তুক বাঁ হাতখানা আড়াআড়িভাবে বুকে রেখে ডান হাত সোজা রেখে অভিবাদন জানিয়ে চ'লে গেলেন।

সভার কোনও সভ্যের মুখে কোনও কথা নেই একেবারে নিস্তব্ধ। একজন সভ্য অন্য সকলের দৃষ্টি গোল্ডেনের দিকে নিবদ্ধ করিয়ে বল্লেন, দেখুন কেউ যে খাড়াভাবে এই পৃথিবীর মাটি থেকে উঠতে পারে এমন কথা আমাদের জানা নেই ওরা নিশ্চয় এই পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তিকে অক্লেশে অবহেলা করতে পারে। যা আমরা দেখলেও বিশ্বাস করতে পারিনা।

সকলেই সেই দৃশ্য দেখলেন। অতএব বিশ্বাস না করে কোনও উপায় নেই।

সম্পাদক জানালেন, —এই যে নভোযান আপনারা দেখলেন এর নাম গোল্ডেন বার্ড। ওরা যে কোন্ নীহারিকাপুঞ্জ থেকে আসে আজও জানা সম্ভব হয়নি। দেখতে অতটুকু নভোযান হলেই বা কি? প্রয়োজনে আলোকের গতিকেও কয়েক হাজার গুণ পিছনে ফেলে ছুটতে পারে আবার অতি ধীর গতিতেও চলার কোনও অসুবিধা নেই কিম্বা মহাসাগরের গভীরেও অক্লেশে যাতায়াত করতে পারে।

একজন প্রশ্ন করলেন, সবই বুঝলাম—তাহলে এদের আসল কাজ কি? আমাদের কোনও ক্ষতি করবে না-তো?

—আজ পর্যন্ত কোনও ক্ষতি করেছে এমন খবর পাওয়া যায় নি। তবে আমাদের এই পৃথিবীকে লোভীদের হাত থেকে বাঁচাবার চেষ্টা করতেই দেখছি। একটু আগেই তো শুনলেন ক্যাপ্টেন মূরকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়ে ফিরিয়েছে।

এরপর টেষ্ট পাইলটদের সম্মেলন শুরু হল। তার সঙ্গে যুক্ত হল নূতন প্রস্তাব টেষ্ট পাইলটের হাতে প্লেন দেবার আগে সমস্ত কথা জানাতে হবে। অন্তত টেষ্ট পাইলট নিরাপদ বোধ করলেই কাজ গ্রহণ করবে কোনও বাধ্যবাধকতা থাকবে না। এছাড়া টেষ্ট পাইলট এসোসিয়েশনের কাছে ক্যাপ্টেন মূরের সঙ্গে যে চুক্তি হয়েছিল তার অবিকল নকল পাঠাতে হবে। তাঁর নিরুদ্দেশ সংবাদ প্রচার করার আগে তার অনুসন্ধানের কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল? এসোসিয়েসান এই সব বিরয়গুলো খতিয়ে দেখে তবে টেষ্ট পাইলটদের বিমান পরীক্ষার কাজে যাবার অনুমতি দিতে পারে। মানুষের জীবনটা ঠিক এতটা হেলা ফেলা নয়।

অধিবেশনটা গোপনে চলছিল বলেই কোনও সাংবাদিক আসতে পারেন নি তাঁরা নিচেই অপেক্ষা করছিলেন। সম্পাদকের কাছে খবর এলো নিচের বিশ্রাম কক্ষে শতাধিক সাংবাদিক এই অধিবেশন সম্পর্কে সংবাদের আশায় অধীর ভাবে অপেক্ষা করছেন।

সম্পাদক যদি দয়া করে জানিয়ে দেন কতক্ষণ পরে তিনি সাংবাদিকদের সঙ্গে মিলিত হতে পারবেন তাহলে সেই মতই অপেক্ষা করবেন।

সম্পাদকের অবশ্য দেরী হয়নি। সাংবাদিকদের আপ্যায়িত করার জন্য পানীয় পাঠিয়ে তিনি অল্পক্ষণের মধ্যেই সাংবাদিকদের সঙ্গে মিলিত হলেন।

সম্পাদক মিঃ কলিন ব্রুক নিচে সাংবাদিকদের কাছে আসতেই সকলে তাকে ঘিরে বসলেন শোনার অপেক্ষায়, সাংবাদিকদের একজন মুখপাত্র হয়ে বললেন, —আমরা আপনার কাছ থেকে কিছু নূতন সংবাদ পাব এই আশা নিয়েই অপেক্ষা করছি।

হেসে মিঃ ব্রুক বল্লেন, —কাজটা আপনাদের তাই-ই, কিন্তু সংবাদ যখন জটিল তখন সংবাদ সংগ্রহ করা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।

সাংবাদিকরা অবশ্যই এমন কথা শোনার আশা করেন নি তাই সাগ্রহে মিঃ ব্রুকের মুখের দিকে চেয়ে অপেক্ষা করতে থাকেন কি বলেন শোনার অপেক্ষায়।

—আমার বলার কথা খুবই সামান্য, বললেন মিঃ ব্রুক। —আপনারা টেষ্ট পাইলট ক্যাপ্টেন লরেন্স মূরের ঘটনা নিশ্চয় জানেন। কিন্তু সেই ঘটনাই কি সত্যি ?

মুখপাত্র জানালেন, ঘটনা বলতে যা বোঝায় তেমন কিছুই জানা যায়নি। তবে আমাদের কাছে যে সংবাদ দেওয়া হয়েছিল তাইতে বলা হয় টেষ্ট পাইলট ক্যাপ্টেন লরেন্স মূরকে একটি বিশেষ ধরণের বিমানের পরীক্ষামূলক উড্ডয়নে পাঠানো হয় কিন্তু সেই বিমানের দুর্ভাগ্যজনক বিস্ফোরণে ক্যাপ্টেন মূরের মৃত্যু হয়। তারপর আর কোনও সংবাদ পাওয়া যায়নি।

—বাস্ অই পর্যন্তই ? একটু শ্লেষের সঙ্গেই সম্পাদক বল্লেন, —যদি আবার তিনি সশরীরে উপস্থিত হন তাতেও আশ্চর্য হবার কিছু নেই। আমি আশা করি আপনারা সেই সময় পর্যন্ত

সংবাদের জন্য অপেক্ষা করবেন।

এই বলেই সাংবাদিকদের বিদায় দিলেন।

॥ পাঁচ ॥

গতবারে বাড়ী ফেরার সময়ে কৃষ্ণেন্দু তার কর্মক্ষেত্রের গবেষণাগারের কিছু অদল বদল করার অভিপ্রায় জানিয়ে কতৃপক্ষের কাছে লিখে দিয়ে আসে। তার ফলে অদল বদল ঠিক হলেও একজন ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনীয়ারকে কিছু কাজের তদারকে নিযুক্ত দেখলে।

এই গবেষণাগারে ইলেকট্রনিকের কোনও ব্যাপারই নেই, তা সত্বেও কি কাজ হচ্ছে সেটা জানার ইচ্ছা জাগে কৃষ্ণেন্দুর। কিন্তু একাজে কোনও আগ্রহের ভাব না দেখিয়ে অন্যত্র চলে যায়। কিন্তু পরদিন সকলের অজ্ঞাতে এসে হাজির হয়। একজন মেকানিককে এসে সরাসরি প্রশ্ন করে আপনার নক্সাখানা একবার দেখান। আমার মনে হচ্ছে কাজটা একটু ঘুরিয়ে করলে ভাল হতো।

মেকানিক অন্য কোনও চিন্তা না করেই নক্সাখানা খুলে টেবিলের উপর পেতে কৃষ্ণেন্দুকে দেখাতে থাকে। শেষে বলেই বসলো এগুলো সবই গোপনে করতে হবে বলেই এইভাবে রাখা হয়েছে।

বাস্ আর দেখার প্রয়োজন নেই কৃষ্ণেন্দুর। এরা তাহলে কৃষ্ণেন্দুকেও বিশ্বাস করে না বা করবে না। অফিসে বসে চিন্তা করতে থাকে—তাহলে এদের সঙ্গে কিভাবে চলতে হবে। যে ভদ্রলোক তাকে প্লেনে সঙ্গে করে নিয়ে এলো। তিনি তো বলেই দিলেন, —আমরা এমন কিছু করতে চাই যা সারা পৃথিবীতে অন্য কারো গোপনীয় বলে কিছু থাকবে না। তিনি ত এই রাষ্ট্রের সব কিছু গোপন করে রাখার ভাব নিয়েছেন।

একখানা কার্ড এলো মার্শাল গিবস্ দেখা করতে চান। এমন নামে কৃষ্ণেন্দু যে কারো সঙ্গে পরিচিত কিছুতেই স্মরণ করতে পারছে না, তবুও ভদ্রতার খাতিরে দেখা করতে হবে ওজন মাপা কথায় দিতে হবে।

কাচের দরজা ঠেলে করমর্দনের জন্য হাত বাড়িয়ে যিনি ঘরে এলেন মুহূর্তখানেক আগেই যেন কৃষ্ণেন্দু তার কথা চিন্তা করছিল।

করমর্দন করে সুপ্রভাত জানিয়ে কৃষ্ণেন্দু তাকে বসতে বলেই বল্লে, —বলুন, চা-না কফি?

কোনও ভনিতা না করেই বল্লেন, কফিটাই আমি সব থেকে বেশী পছন্দ করি তবে সেটা কালো কফি।

কৃষ্ণেন্দু টেবিলের ডিক্টাফোনে কালো কফির কথা জানিয়ে মার্শালকে বল্লে, —আমি এখানে এসে একটা কথাই বারে বারে চিন্তা করেছি, আপনার সঙ্গে আলোচনা হয়েছিল আমাদের জিনিষ-গুলো গোপন করে রাখার প্রয়োজন। বিশেষভাবে কতগুলো কাজ আছে। এই গোপন করার বিভাগটা তো আপনার এক্তিয়ার ভুক্ত।

—হ্যাঁ ঠিক তাই, বিশেষ করে আপনার বিভাগের ব্যাপার-গুলো। কারণ আপনি জ্বালানীর জন্য যে গবেষণা করছেন তা সফল হলেই নক্ষত্র যাত্রার আর কোনও সমস্যা হবে না। আমা-দের বিশেষ প্রয়োজন অন্ততঃ কাছাকাছি যে ছায়াপথ পাওয়া যাবে সেখানের অবস্থাটা সরেজামিনে দেখে আসা দরকার।

কৃষ্ণেন্দু সলজ্জভাবে জানায়—আপনাদের যা ইচ্ছা, আমার ইচ্ছাও ঠিক তাই। কিন্তু ইলেকট্রনিকের যে উন্নতি হচ্ছে তার ফলে আমাদের কাজের ফলাফল যে অন্য কেউ জানতে পারবে না এমন কথা কি জোর করে বলা যায়?

মার্শাল কথাগুলো বেশ মনোযোগ দিয়ে শুনলেন। তারপর বল্লেন, কথাটা আপনার খাঁটি সত্য। কিন্তু এমন চিন্তা আপনার

মনে এলো কিভাবে? আপনার চিন্তাটা আমাকে ভাবিয়ে তুলেছে।

আসল কথাটা গোপন করে কৃষ্ণেন্দু জবাব দিলে এখানে আসবার আগে প্লেনে যখন আপনার সঙ্গে আলাপ হয়, কথাটা তখনই আমার মনকে নাড়া দিতে থাকে। আজ আপনারা অপরের গোপন সংবাদ পাবার ব্যবস্থা করছেন। ঠিক এমনভাবেই যদি অপরে আমাদের গোপন খবর সংগ্রহের ব্যবস্থা করে, সেই ব্যবস্থা রোধ করার কি উপায় থাকবে? এছাড়া আরও একটা কথা আছে এমন ভাবে অন্য কেউ সংবাদ গ্রহণ করছে কি-না সেটাও তো জানা দরকার।

ঘরে কফি দিয়ে গেল। ভদ্রলোক ভ্রু কুঁচকে একদৃষ্টে কৃষ্ণেন্দুর দিকে চেয়ে কথা শুনছিলেন। কফি দিয়ে লোক চলে যাবার পর মার্শাল বল্লেন, —ডঃ ভৌমিক আপনাকে একটা কথা জানিয়ে রাখি ষ্টার ওয়ার প্রোগ্রামে মোট সাত জনের নাম আছে। প্রোগ্রামের সব কিছু জানার অধিকার মাত্র এই সাত জনের। অর্থাৎ পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা করেই কাজ করা দরকার। আপনি নিশ্চয় জানেন যে এই সাত জনের মধ্যে আপনি একজন। সে ক্ষেত্রে বাকি ছ'জনের কাজ কি? তাও জানার অধিকার আপনার আছে।

মার্শাল একটু থামলেন, তারপর আবার সুরু করলেন… যে কোনও কাজ যেমন সুবিধার জন্য চারজন মত করলেই পাস হ'তে পারে। আবার একা যদি আপনার মনে হয় চার জনের পাস করা ব্যাপারে কোনও গলদ আছে, তখন আপনি নূতন ফরমূলা দিলে কাজ বন্ধ করে দিতে পারেন। তবে আপনার সেই ফরমূলা সঠিক হওয়া চাই কিংবা অপরের কাজের গলদ দেখিয়ে দেওয়া চাই।

কথাগুলো এক মনে কৃষ্ণেন্দু শুনে যাচ্ছে। শেষে জানালে— দেখুন, এতো কিছু যে কথা আছে আমাকে এর বিন্দু বিসর্গও জানানো হয়নি বা জানি না।

আশ্চর্য হ'য়ে মার্শাল বলে ওঠেন, সেকি? এমন কথা ত' হবার নয়। আপনার কাছে কোনও গোপন সার্কুলার পাঠানো হয়নি? সেই সার্কুলারে আইনের সব কথাই স্পষ্ট করে লেখা আছে। অন্ততঃ এই সাতজন যাতে এক মন নিয়ে কাজ করতে পারে। এমন না হ'লে কি কাজে অগ্রসর হওয়া যায় নাকি? কারণ কোনও কাজ নিয়ে এগুতে হ'লেই পরস্পর পরস্পরের কাজের সঙ্গে জড়িত আছেন। একথা সেনেট জানে আর সেই মতই অনুমোদন দিয়েছে।

একটু থেমে মার্শাল আবার বল্লেন, সাত জনের মধ্যে যে চুক্তি আছে তার একটা কপি আপনার কাছে পাঠানো উচিৎ ছিল। ঠিক আছে, আমি এখনই আপনাকে খবর দিতে পারবো সমস্ত অবস্থাটা কি ভাবে আছে। যাক্ আপনার ফোনটা একবার ব্যবহার করতে পারবো?

—নিশ্চয় পারেন। কৃষ্ণেন্দু টেলিফোনটা এগিয়ে দেয়।

ফোনে সংযোগ করে মার্শাল বল্লেন, —হ্যালো ডাইরেক্টার আমি মার্শাল বলছি, একটা কথা জানতে চাই। আমাদের সাতজনের গোপন চুক্তির কাগজ পত্র কি এখন আপনার কাছে আছে? আমি একটা কথা জানতে চাই ডক্টর ভৌমিকের চুক্তির কাগজ কি দেওয়া হয়েছিল?

অপর প্রান্ত থেকে ডাইরেক্টার জবাব দিলেন —ধরুন মার্শাল, এক মিনিট অপেক্ষা করুন আমি সব বলে দিচ্ছি।

এক মিনিট না হোক, অল্পক্ষণ পরেই যে সংবাদ মার্শালের কাছে এসে পৌছাল তাই শুনে একেবারে হতাশ হয়ে বল্লেন, কি বলছেন আপনি? ডঃ ভৌমিকের সঙ্গে আদৌ কোনও চুক্তি হয় নি? তিনি কোনও চুক্তি পত্রে সই করেন নি? কারণ?

—কারণ উনি ছিলেন না, তাই কোনও চুক্তি সই করানো যায়নি। কবে ফিরবেন তার কোনও ঠিক নেই। ফিরলেই চুক্তি

সই করাবার জন্য পাঠানো হবে।

এইবার হেসে ফেললেন মার্শাল—তাই বলুন। আমি ত' খুবই হতাশ হ'য়ে পড়েছিলাম। যাক্ খবরটা আপনাকে শুনিয়ে রাখি ঃ—ডঃ ভৌমিক এসেছেন, এখানে কাজেও যোগ দিয়েছেন, তবে এখনও কাজ আরম্ভ করতেও পারেন নি। আমি এখন তার অফিসেই বসে আছি। আপনি যদি চুক্তি পত্র আর গোপন চুক্তির খসড়ার একটা কপি এখানে পাঠিয়ে দেন আমি সই করিয়েও নিতে পারি।

ফোন ছেড়ে মার্শাল কৃষ্ণেন্দুর দিকে ফিরে বল্লেন, আপনি আর জানবেন কোথা থেকে? চুক্তি পত্রই আপনার কাছে আসে নি, কেউ কোনও কাগজ পত্রও পাঠায় নি। আসলে আপনি ত' এখানে ছিলেন না, সেই কারণেই সই হয়নি। আর কিছুক্ষণ পরেই হয়তো কাগজ পত্র এসে পড়বে আর আপনি সই করবেন। মার্শাল ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিলেন।

কৃষ্ণেন্দু একটু আশ্চর্য হয়ে বল্লে, —আমি'ত ঠিক জানিনা ব্যাপারটা কি? চুক্তিটা কিসের? এবং সেই চুক্তি আমার সই করার উপযুক্ত কিনা? কাগজপত্রগুলো না পড়ে সই করা যায় না।

—চিন্তা করবেন না। মোটামুটি জিনিষটা আগেই বলে দিলাম। এটা নক্ষত্র যুদ্ধের ব্যাপার অন্য কিছু নয়। খুব সহজ করেই মার্শাল কৃষ্ণেন্দুকে বোঝাতে চাইলেন।

—যদি নক্ষত্র যুদ্ধই মূল উদ্দেশ্য হয় তাহলে অন্য কোনও রাষ্ট্র বা দেশের সঙ্গে কোনও বিরোধ হবার কারণ থাকা উচিং নয়। কিন্তু তাই যদি হয় তাহ'লে এতো গোপনীয়তার কারণ কি? প্রশ্নটা তুলে ধরলে কৃষ্ণেন্দু।

—ব্যাপারটা গোপন করেই রাখতে হয়। বিশেষ করে আপনার জ্বালানী নিয়ে অই ধরণের গবেষণা আর কোথাও হয় না। প্রয়োজন বুঝে আমরা এই জ্বালানীকে বাজারে বিক্রী করতেও

পারবো।

একটু প্রতিবাদের সুরেই কৃষ্ণেন্দু বলে, —দেখুন আমার আবিস্কার করা জ্বালানী কেবল মাত্র মহাকাশ যাত্রার কাজেই ব্যবহার যোগ্য ধরণের। তাহ'লে এই জ্বালানী বাইরের বাজারে বিক্রীর কোন প্রশ্নই ওঠে না।

নরমভাবে মার্শাল বোঝাতে চেষ্টা করেন, আপনি ব্যাপারটাকে আগে থেকে অইভাবে গ্রহণ করছেন কেন? আমার দৃঢ় বিশ্বাস আপনার এই জ্বালানী আবিস্কার হ'লে নকল করার ক্ষমতা কারো নেই। এমন আধারে ভরা হবে যেখান থেকে মাত্র খরচ করাই চলবে, পুনর্বার ভরা যাবেনা। সুতরাং শূন্য আধার প্রকৃত পক্ষে অকর্মণ্য হয়েই থাকবে। তা ছাড়া ভেবে দেখুন না, এই জ্বালানী অন্য কোন কাজে লাগানো যাবে? আমার মনে হয় আমরাই একমাত্র মহাকাশ যাত্রায় এর সুষ্ঠু ব্যবহার করতে পারবো। অন্য-দের পক্ষে এই জ্বালানীতে একমাত্র বিদ্যুৎ উৎপাদনের কাজেই-এর ব্যবহার সম্ভব হতে পারে।

মার্শাল যেমনই বলুন না কেন কথাগুলো কৃষ্ণেন্দুর ঠিক মনে লাগে না। তবুও শান্ত কণ্ঠে জবাব দেয়, —আধারে কথাটা আমার চিন্তার বিষয় নয়, আমার চিন্তার বিষয় আধারের ভিতরে রাখা জ্বালানীর। আপনারা যেমন আধারের ব্যবস্থা করুন না কেন জ্বালানীকে কাজের জন্য নিশ্চয় বাইরে আনার প্রয়োজন। তখন বুদ্ধি করেই বিশ্লিষ্ট করার পদ্ধতি আবিস্কার করবে। আপনারা যেমনই চিন্তা করুন না সেই আঁটুনি আর থাকছেনা। তা ছাড়া আপনার ঘরের বাইরে কে আর আপনার নিষেধ মানতে যাবে বলুন।

হতাশ হয়েই মার্শাল বললেন, তাহলে আপনি বলছেন এই জ্বালানী বাইরের বাজারে ছাড়া উচিৎ হবে না। তাই না?

এইবার জোরের সঙ্গেই কৃষ্ণেন্দু বলে কখনই বাজারে ছাড়া উচিৎ

নয়। আরও দেখছি আপনারা ছোট-খাট ব্যাপারগুলোয় মাথা ঘামিয়ে নক্ষত্র যুদ্ধকে বাতিল করতে চলেছেন। আর তাই যদি করার ইচ্ছা হয় আমাকে বাদ দিয়ে আপনারা যা করার ইচ্ছা করতে পারেন। আমি আর কোনও চুক্তির মধ্যেই নেই। এমন কি আপনাদের রাষ্ট্রের মহাকাশ যাত্রার কাজ ছাড়া অন্য কোন ভাবেই ব্যবহার করা হবে না, তখনই মাত্র কাজ সুরু করতে পারবো। নচেৎ নয়।

মার্শাল ভাবছেন গোপনীয়তার প্রয়োজন। কিন্তু আসল লোকের কাছে ত' গোপন করা চলবে না। সেই কারণেই ব্যাপারটা আলোচনা করতে চেয়েছিলেন। একবার ভাবলেন কৃষ্ণেন্দু যখন অমত করছে তখন নিশ্চয় এর একটা সঙ্গত কারণ আছে বলেই মনে হয়।

মার্শালকে চুপ করে ভাবতে দেখে কৃষ্ণেন্দু জানালে, আমার কাজ করার আরও একটা অন্তরায় আছে। আমার উপর গোয়েন্দাগিরী করার ব্যবস্থা থাকলে আমি কোনও কাজই করতে পারবো না।

শেষের কথাগুলো কৃষ্ণেন্দুর মুখে শুনে মার্শাল যেন লাফিয়ে উঠলেন—বল্লেন কি ?! আপনার উপরেও গোয়েন্দাগিরী ? তাহলে আমাদের পিছনেও থাকতে পারে। নাঃ এই ব্যাপার কোনও মতেই বরদাস্ত করা যেতে পারে না।

--তাহলে এখনই সেই কাজ আগে বন্ধ করুন। কাজ শেষ হ'তে আর কত দেরীই বা লাগবে ? গোয়েন্দার কাজ—সে কেবল আমার কাজের ক্ষতি করবে। শুধু কি তাই ? হয়তো সমস্ত ফরমূলাই পাচার হয়ে যাবে। তখন আমরা বোকার মত এর ওর মুখের দিকে চেয়ে বসে থাকবো।

মার্শাল টেলিফোনে ডিরেক্টারকে ডেকে বল্লেন, পদাধিকারে আপনি সর্বোচ্চ পদে আছেন ঠিক কথা, কিন্তু তাই বলে আ প

অন্যায় কাজ করবেন কেন ?

হঠাৎ এই ধরণের একটা কথা শুনে ডিরেক্টার থতমত খেয়ে বল্লেন, কি অন্যায় কাজ বলুন তো ? আমি ঠিক বুঝতে পারছি না কি অন্যায় হয়েছে ?

সরাসরি আঘাত হানলেন মার্শাল, ডক্টর ভৌমিকের পিছনে গোয়েন্দাগিরী করতে গেলে নক্ষত্র যুদ্ধের সমস্ত ফরমূলা বাতিলের দায়িত্ব আপনার উপরে বর্তাবে।

মার্শালের এক ধাক্কায় যেন ভূপতিত হলেন ডিরেক্টার। শেষে স্বীকার করেই বসলেন, কাজটায় আমার ঠিক মত ছিল না। রাষ্ট্রের নিরাপত্তার জন্যই নাকি ওরা এমন কাজ করেছে।

—যারা নক্ষত্র যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়ে এগিয়ে চলেছে তাদের কাজে বাধা সৃষ্টি করায় রাষ্ট্রের নিরাপত্তায় বিঘ্ন ঘটে না। আশা করি তিন ঘণ্টার মধ্যে ওকাজের অবসান ঘটানো চাই। আপনি লিখিত ভাবে আমাদের কাছে জানাবেন এমন কাজ এই গ্রূপের পিছনে আর কোনও দিন হবে না। এমন কি আমাদের লোকের পিছনেও লাগবেন না।

কৃষ্ণেন্দু উঠে দাঁড়ায় —চলুন, ব্যাপারটা আপনাকে দেখিয়ে দেই। এই কাজ যে কেবল গবেষণার ক্ষতি করে তাই নয় আমাদের পক্ষেও অবমাননাকর।

তাহলে আমাকে এখানে আনলেন কেন ?

এমন একটা গোলমেলে অবস্থার মধ্যে মার্শাল যে জড়িয়ে পড়বেন তার ধারণা ছিল না ! যারা অন্যায় কাজে লিপ্ত হয় তারাই অন্য লোকেদের সকল সময়েই সন্দেহের চোখে দেখে। এমন অবস্থায় কেউ-ই এই অবমাননাকর ব্যবস্থা মানতে চাইবে না। কৃষ্ণেন্দুর দিকে চেয়ে মার্শাল বল্লেন, — কি বলছেন ?

—ব্যাপারটা আপনাকে দেখিয়ে দেব ?

মার্শাল কৃষ্ণেন্দুর কথায় বুঝেছেন ব্যাপারটা কতখানি তাকে

আঘাত করেছে। —চলুন দেখেই আসি।

যেতে যেতে মার্শাল একটু কৌতূহলী হ'য়ে প্রশ্ন করলেন, এই ধরণের কাজগুলো ওরা অপরের অজান্তেই করে থাকে। বিশেষ করে যখন আপনার বিরুদ্ধে তখন আপনি জানতে পারলেন কেমন করে? প্রশ্ন করে মার্শাল কৃষ্ণেন্দুর মুখের দিকে চাইলেন।

জবাব দেয় কৃষ্ণেন্দু, —আমার কাজের সুবিধার জন্য আমি গবেষণাগারের যে যে পরিবর্ত্তন চেয়েছিলাম সেই কাজ দেখতে গিয়েই অন্য কাজ ধরা পড়ে। কারণ অতি সহজ, অই ধরণের কোন কিছু আমার গবেষণায় প্রয়োজন নেই। আমার উপর খবরদারি করে খবরগুলো আপনারা রাখতে চাইবেন। আর সেই কাজ আপনারা পারবেন না বলে অন্য লোক নিযুক্ত করতে হবে। যে কাজ অন্যের দ্বারা করতে হবে তার আবার গোপনীয়তা থাকে নাকি? আমি ওদের ওয়ার্কিং প্ল্যানও দেখেছি—

—সত্য কথাই নিজেদের বিরুদ্ধে বাইরের লোক দিয়ে যদি গোয়েন্দাগিরি করতে হয়, তাহলে কাজটা করবে কে? না এমন কাজ চলতে পারে না।

লোক কাজে আসতেই মার্শাল ধমক দিয়ে কাজ খোলাতে লাগলেন, কে আপনাকে এমন কাজ করতে বলছে?

লোকটি অগত্যা কাজ খুলতে সুরু করে দিলে। কৃষ্ণেন্দু তার কাজের দিকে চেয়ে তীক্ষ্ণভাবে নজর রাখতে থাকে।

মার্শাল সবকিছু খুঁটিয়ে দেখে তবেই লোকটিকে ছেড়ে দিলেন। কৃষ্ণেন্দুর তারিফ করে বল্লেন, —খুব সময়মত নজর করেছিলেন। তা না হলে এখানের সব খবর পাচার হয়ে যেত। চলুন অফিস ঘরের কাগজগুলো এলে পড়ে তবে সই করবেন।

ঘরে বসাবার কিছু পরেই একজন কেতাদুরস্ত অফিসার এসে বল্লেন, —আমি ডঃ কৃষ্ণেন্দু ভৌমিকের সঙ্গে কথা বলতে চাই, কিছু চুক্তি পত্র আছে।

কৃষ্ণেন্দু তাকে বসতে বলে জানতে চাইলে, —বলুন। কি বলার আছে আপনার? আমি ডঃ কৃষ্ণেন্দু ভৌমিক।

মার্শালের দিকে চেয়ে ভদ্রলোক জানালেন, একটু গোপনীয় ব্যাপার, কিছু মনে করবেন না।

মার্শাল হেসে বল্লেন, —আপনি যদি ডিরেক্টারের কাছ থেকে এসে থাকেন তাহলে আমাকেই সই করে জানাতে হবে ইনিই ডঃ ভৌমিক। আমার নাম মার্শাল গিবস্।

বিনীত ভাবে লোকটি জানালে, কিছু মনে করবেন না। এই বিভাগে আমি নূতন কাজে এসেছি। আমাকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে এই কাগজগুলো অত্যন্ত গোপনীয় এবং জরুরী।

ফোলিও ব্যাগ থেকে একটা মোটা খাম বার করে কৃষ্ণেন্দুর হাতে দিয়ে বল্লেন, আমি এখানে অপেক্ষা করবো অথবা বাইরে গিয়ে বসবো, যেমন বলবেন।

হেসে মার্শাল জানালেন, —বাইরে গিয়ে কি হবে? সব কাগজ পত্রই তো আপনার হেপাজতে থাকবে। যাক্, ডঃ ভৌমিক, আপনি বেশ ভাল করে আগে চুক্তিটা পড়ে নিন। যদি আপনার কিছু জানবার থাকে আমায় জিজ্ঞাসা করবেন বুঝিয়ে দেব, যদি কোথাও অমত থাকে তাও বলবেন।

কৃষ্ণেন্দু পড়তে থাকে।

॥ ছয় ॥

সংবাদপত্রগুলো যেন সারা বিশ্বময় উত্তেজনা ছড়িয়ে বেড়াচ্ছে। নক্ষত্র যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়েই দেশে দেশে বারুদের স্তূপ জমা হচ্ছে। যে কারণে সব দেশের লোকেরাই রাষ্ট্রের শিকার হয়ে দাঁড়াচ্ছে। প্রতিযোগিতা চলছে মারাত্মক অস্ত্র বানাবার। কে কত তাড়াতাড়ি

এই পৃথিবীর জনপদ আর লোক সংখ্যা নির্মুল করতে পারবে।

কিন্তু সকলকে অবাক করে এক লেখক একটি প্রবন্ধ লিখে জানালেন, আসলে নক্ষত্র যুদ্ধের কথাটাই মস্ত বড় ভুয়া রটনা। প্রথম কথা, নক্ষত্র যুদ্ধ বলতে কি বোঝাতে চাইছেন দয়া করে একটু ব্যাখ্যা করে শোনাবেন? নক্ষত্র যুদ্ধ মানে নিশ্চয় এই কথা নয় যে এই পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্রের সমর বিশারদরা নক্ষত্রে গিয়ে লড়াই করে আসবেন। কিন্তু লড়াইটা নক্ষত্রে কার সঙ্গে করবেন? মানে শত্রু রাষ্ট্রকে কি নক্ষত্রে ডেকে নিয়ে যাওয়া হবে? যদি সেই ধরণের কিছু হয় তবে আর পৃথিবীর লোকেদের আপত্তি কোথায়? ভাবনারই বা কি আছে? হক না লড়াই যত খুশী ; গোলা বারুদ দিয়ে সমর বিশারদরা মগজের আর বিজ্ঞানের খেল দেখান। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে ঠিক এমন একটা এ্যাম্ফে থিয়েটার কাছাকাছি কোথায়? যুদ্ধ করতে তাঁরা অই দূর তারকায় পৌছাতে পারবেন তো? লড়াই অবশ্য তার পরের কথা। তাহলে মানুষের মনে ভয়ের একটা বীভৎস ছবি এঁকে দেবার জন্য সংবাদ পত্রের এতো হুড়োহুড়ি লাগছে কেন?

এমন বিতর্কিত প্রবন্ধ এর আগে সংবাদ পত্রে আর আসেনি। প্রবন্ধটি গতানুগতিক ভাবে রচিত হলেও ঠিক গতানুগতিক নয় ; এমন প্রবন্ধ কদাচিৎ আসে বা প্রকাশ হয়—তার ফল দাঁড়াল প্রতি-দিনই পাঠকদের রাশি রাশি পত্র।

নক্ষত্র যুদ্ধের ভয়াবহতা সম্পর্কে সময় মত সাবধান করার জন্য লেখককে অজস্র পত্রদাতা ধন্যবাদ জানিয়েছেন। তা হলে এইসব পত্রের উত্তর কে দেবে?

সম্পাদক অবশ্য ধন্যবাদ জানিয়েই লিখেছেন, নক্ষত্র যুদ্ধ বা ষ্টার ওয়ার সম্পর্কে তার কিছুই জানা নেই। আদৌ নক্ষত্র যুদ্ধ হবে কিনা সে কথা কে বলবে? সংবাদ পত্রের কাজই হল সংবাদ সংগ্রহ করে লোকের সামনে তুলে ধরা। নক্ষত্র যুদ্ধ কোথায় হবে

অথবা কারা এই নক্ষত্র যুদ্ধে অংশ নেবেন সে কথা কে বলবে? কিন্তু আসল ভয়ের কথা হচ্ছে সেই দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের সময় জার্মানী যেমন অপারেশন টাইফুন নাম দিয়ে রাশিয়া আক্রমণ করলে—তেমন কিছু নয়তো? বড় বড় রাষ্ট্রগুলো নিরাপত্তার নামে কেবলই পৃথিবীধ্বংসী মারাত্মক অস্ত্র তৈরী করে মজুত করেই চলেছে। আর মাঝে মাঝে ছোট তাঁবেদার রাজ্যগুলোকে তালিম দিয়ে সেই অস্ত্রের পরীক্ষা চালাচ্ছে আর এক দেশের উপর। বড় বড় রাষ্ট্রের কাজই হচ্ছে শত্রু যদি না থাকে তাহলে শত্রু সৃষ্টি কর। আমাদের অস্ত্র কিনে লড়াই কর, তোমার রাজ্য বাড়বে, শোষণের সুবিধা হবে। সব অস্ত্রগুলোকে মজুত করে রাখার নিশ্চয় একটা সময় সীমা আছে সেগুলো অকেজো হবার আগেই বিক্রী করে ডবল দাম উসুল হয়ে আসুক। তাই তো বড় বড় রাষ্ট্রগুলো দয়া-ধর্মের নামে দেশে দেশে বিদ্বেষের বিষ ছড়িয়ে আসে। একটু ফাটল ধরাতে পারলেই রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম আর অস্ত্র বিক্রী। মারা পড়বে যারা, সে তো অন্য দেশের লোক।

মহাকাশের অঙ্গনে যে সব সংবাদ সংগ্রহকারী স্যাটেলাইট স্থাপন করা হয়েছে, সেগুলোর গোয়েন্দা ভূমিকাও কম নয়। একটু তলিয়ে দেখলেই বুঝতে পারবেন অপরের নকল উপগ্রহ মহাকাশে স্থাপন করার জন্য ওদেরই বা এতো আগ্রহ কিসের? আমাদের সব থেকে বড় অসুবিধা আমরা এতো কিছু জেনেও সাধারণের কাছে প্রচার করতে পারিনা। আপনার এই বিতর্কিত প্রবন্ধ হয়তো আমাদের না পারা কাজ বরতে পারে। এ সম্পর্কে আমরা আলোচনার পথ রাখছি।

সংবাদপত্রের একখানা সংখ্যা হাতে নিয়ে মার্শাল কৃষ্ণেন্দুর কাছে হাজির হয়ে বল্লেন,—দেখেছেন? কাগজে কি লেখা প্রকাশ হয়েছে? প্রশ্নগুলো কিন্তু বড় চমৎকার। আমার অন্তত ভাল লেগেছে। কিন্তু প্রশ্নটা যেই করুক বড় বুদ্ধি করেই করেছে।

হাত বাড়িয়ে কাগজটা কৃষ্ণেন্দু সংবাদটা পড়ে বল্লে, দেখুন কোন পাঠক কি জবাব দেয় সেইগুলোই পড়বার।

—কেন? এই প্রশ্নগুলো?

—সেই কথাই তো বলছি ওগুলো ঘুমন্ত মানুষকে খোঁচা মেরে জাগিয়ে তুলছে। তবে এতে কার যে ঘুম ভাঙ্গবে কে জানে? তবে এই রচনায় একটা প্রতিক্রিয়া আছে সেটা স্বীকার করতেই হবে।

—ঠিক কাজের মুখটায় এই ধরণের সংবাদ ছাপা অন্যায়। বল্লেন মার্শাল। —লেখাটা আর কিছুদিন পরেই না হয় ছাপা হত। মানুষের মনগুলো এইভাবে আলোড়িত হত না।

এই কথার পর কৃষ্ণেন্দু এমন ভাবে মার্শালের মুখের দিকে চেয়ে রইল যেন সে কেবল মার্শালের মুখটুকুই দেখছে।

মার্শাল নিজেকে সামলে তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, এ মতটা অবশ্য আমার ব্যক্তিগত। কারণটা সহজেই অনুমান করতে পারবেন আমরা এই ধরণের চিঠিতে বড় চঞ্চল হয়ে পড়ি। আপনি এ ব্যাপারে কি মতামত পোষণ করেন তা অবশ্য বলতে পারি না।

এইবার কৃষ্ণেন্দু হেসে ফেললে, আপনার মনটা যে এত হালকা আমার জানা ছিল না। এদেশের লোক তো স্বাধীনভাবেই মতামত প্রকাশ করতে পারে। কেবল মতটা সরাসরি রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে না হয়। তা ছাড়া কাজ করারও স্বাধীনতা আছে, তা হলে? এই চিঠিতে আপনি এতো চঞ্চল হ'য়ে পড়লেন কেন বুঝলাম না?

একটু ঢোক গিলেই যেন মার্শাল উত্তর দিলেন কথাটা। আর কিছু নয়, কেবল কাজ সুরুর মুখেই যদি এমন বাক্ যুদ্ধ সুরু হয় তবেত দেখছি নক্ষত্র যুদ্ধ অনেক পিছিয়ে যাবে।

কৃষ্ণেন্দু একটু ঘুরে বসে, প্রায় মার্শালের মুখোমুখি হলো, —তাহলে আপনাকে আমার এই প্রশ্নটা করা দরকার। আচ্ছা এই নক্ষত্র যুদ্ধ বলিতে আপনি নিজে কি চিন্তা করেন, বলুন তো?

এমন যে একটা প্রশ্ন কৃষ্ণেন্দু মার্শালকে করে বসবে মার্শাল আদৌ চিন্তা করতে পারেন নি। তাই একটু থতমত খেয়ে বল্লেন —নক্ষত্র যুদ্ধ মানে নক্ষত্র যুদ্ধ।

হেসে ফেললে কৃষ্ণেন্দু—উত্তরটা একেবারে বাচ্চা ছেলেদের মতই দিলেন। আসল ব্যাখ্যাটা কি সেই কথাগুলো শোনাবেন তো?

এদিক ওদিক চেয়ে নিচু গলায় মার্শাল জানালেন, ব্যাখ্যাটা যেমনই হোক খুব গোপনীয়। আপনাকে অবশ্য বলা চলে। তবে যা শুনবেন তা আর মুখ দিয়ে পরে উচ্চারণ করবেন না। মন্ত্রগুপ্তির কথাগুলো স্মরণে রাখবেন।

নিচু গলায় মার্শাল বলতে আরম্ভ করলেন যিনি প্রবন্ধ লিখেছেন তাকে আমার অন্তর থেকেই একটা ধন্যবাদ দেওয়া সকলের আগেই দরকার। তিনি যে অতি বুদ্ধির সঙ্গে প্রশ্ন তুলে ধরেছেন সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। তার প্রশ্নবাণটা যথা লক্ষ্যেই বিদ্ধ করেছেন।

কৃষ্ণেন্দু এক মনেই মার্শালের কথা শুনে যাচ্ছে কেবল একটা কথাই তার মনে হচ্ছে হঠাৎই মার্শাল এমন আত্মসমর্পনের অবস্থায় পৌঁছালেন কেন? তাহলে ওদের আসল দুর্বলতাটা ঠিক কোথায়?

বেশ নরম ভাবেই মার্শাল বলতে থাকেন—আচ্ছা ডঃ ভৌমিক আপনিই একমাত্র লোক আমাদের উত্তরের গোড়ার কথাটাই বলতে পারেন; কবে নাগাদ আপনার জ্বালানী ভর করে আমরা অন্ততঃ কাছাকাছি কোনও নক্ষত্রলোকে পৌঁছাতে পারবো?

হেসে জবাব দিলে কৃষ্ণেন্দু—সঠিক পথে অঙ্ক করতে পারলেই না শেষটা মিলে যাবে। গবেষণার কাজটাও সেই ধরণের। আমরা এখন ত কেবলই হাতড়ে বেড়াচ্ছি। ধরুন না কেন ব্যাঙ্কের ভল্টে যে চাবি থাকে সেই লক তার ঘাটে ঘাটে ঠিক মতন না বসলে কোন রকমেই দরজা খুলবে না। আমাদের গবেষণাও ঠিক সেই ধরণের প্রতিটি পদক্ষেপ ঠিক না হলে সবটাই বৃথা। এর জন্যে কোনও

রকম আফশোস পর্যন্ত করাও চলে না। এ কাজের একমাত্র মূলধন হলো অসীম ধৈর্য। যতক্ষণ না কাজে সাফল্য আসবে তার একমাত্র উত্তর হচ্ছে না। আর যে মুহূর্তে সাফল্য এসে গেল তখনই হল হ্যাঁ। কিন্তু আপনি আমায় তো সঠিক উত্তর দিলেন না।

—উত্তর আপনাকে দেব ঠিক করেই রেখেছি। দেখি না লোকের নক্ষত্র যুদ্ধ সম্পর্কে কি মনোভাব দাঁড়ায়।

—জবাবটা আপনার কাছে চাইছি অন্যেরা কি বললে সে খবর সংবাদ পত্রেই পাওয়া যাবে। আপনার মনের কথা জানতে পারলে আমি নিশ্চিত হব।

শেষে মার্শাল বলেই ফেললেন, জানেন আসল নক্ষত্র যুদ্ধ যে কত ভয়ঙ্কর এখানে বসে কি আর অনুমান করতে পারবেন? মহাকাশে যে সব বিরাট বিরাট নক্ষত্রপুঞ্জ আছে তাদের কথা আমরা কতটুকুই বা জানতে পেরেছি, প্রকৃতপক্ষে এতো দিন আমরা কিছুই জানতাম না। এই তো মাত্র কিছু দিন আগেই আমরা মহাবিশ্বের সুদূর গহণে একটু আধটু উঁকি মারতে পারছি। কদিন আগের কথাই বলি, বর্তমান কালের শ্রেষ্ঠ নভোবিজ্ঞানী অধ্যাপক জেরত্তি ভবিষ্যৎ বাণী করেছিলেন মহাকাশের গভীর অঙ্গনে নক্ষত্র যুদ্ধ সুরু হয়ে গিয়েছে। এই ধরণের বলাটা অবশ্য হিসাবের খাতায়। হিসাবের খাতায় কেন বলছি, নভোবিজ্ঞানীরা অঙ্ক কষেই গ্রহ উপগ্রহ আবিষ্কার করে থাকেন। যে হিসাবে সৌর মণ্ডলের নেপচুন আর দশম গ্রহ আবিষ্কার হয়েছে। পরে অবশ্য ইলেকট্রনিক টেলিস্কোপে ধরা গেল এক নীহারিকার অংশে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটছে।

আপনাকে নিয়ে আসবার দিনই একবার মাত্র ক্ষণিকের জন্য ফোকাসে পেয়েছিলাম তারপর আর দেখা যায়নি। সম্প্রতি অধ্যাপক জেরত্তির কথাটা আমার মনকে নাড়া দিচ্ছে। তাই আমার দৃঢ় বিশ্বাস আসল নক্ষত্র যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। সেই শুরু মানে কি জানেন? এক একটা নক্ষত্র ধ্বংস হয়ে মহাকাশে ছড়িয়ে প

জন্ম হবে হাজার হাজার ধূমকেতুর আর উল্কার। তারা এই বিরাট বিশ্বের চারিদিকে প্রচণ্ড গতিতে ছুটবে যার সঙ্গে সংঘর্ষ হবে তাকেও ধ্বংস করবে। আচ্ছা একটু অপেক্ষা করুন আমি খবরটা যদি পেতে পারি।

ফোন করে জানালেন মার্শাল, খবরটা নিয়ে যেন ডক্টর ভৌমিকের বাড়ীতে মার্শাল অপেক্ষা করছেন তার কাছেই দেওয়া হয়।

কৃষ্ণেন্দু ভাবছিল নক্ষত্র যুদ্ধের কথা। তাহলে নক্ষত্র যুদ্ধের কথাটা একেবারে বাজে কথা নয়। কিন্তু সেই মহাকাশের নক্ষত্র যুদ্ধের সঙ্গে এই পৃথিবীর সম্পর্ক কিসের? নক্ষত্রের দূরত্ব এখনও পৃথিবীর লোকের কাছে স্বপ্নেরও অতীত। তাহলে নক্ষত্র যুদ্ধের সঙ্গে কোনও সঙ্গতি থাকার কথাই নয়। তাহলে নক্ষত্র যুদ্ধের নামে অন্য কিছু নয়তো? কৃষ্ণেন্দু ভাবতে থাকে। এমন তো হতে পারে পৃথিবীর বাইরে থেকে শত্রু দেশের উপর অতি বিস্ফোরক কিছু ফেলে সেই দেশের সর্বনাশ সাধনের চেষ্টা। তাহলে ঘটনাটা কি সেই ধরণের কিছু এসে দাঁড়াচ্ছে?

চিন্তা আর চিন্তায় কৃষ্ণেন্দুর মন আচ্ছন্ন হয়ে থাকে। আজ-কালের যে সব দূর পাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র হচ্ছে তেমন কিছুও তো হওয়া সম্ভব? কিন্তু মানুষ মানুষের উপর এমন অবিচার করবে কেন? তবে এটা তো নক্ষত্র যুদ্ধ নয়। কৃষ্ণেন্দু ভাবে।

কৃষ্ণেন্দুকে চিন্তা করতে দেখে মার্শাল প্রশ্ন করলেন,—কি ভাবছেন বলুনতো?

কি জবাব দেবে কৃষ্ণেন্দু? শেষ পর্যন্ত বলেই বসে আপনাদের দূর পাল্লার ক্ষেপণাস্ত্রগুলো কি আর ব্যবহার করা যাবে না?

আশ্চর্য হয়েই মার্শাল বললেন, এ খবর আপনি পেলেন কিভাবে? খবরটা খুবই গোপনীয়, কারণ কি জানেন?

কৃষ্ণেন্দু মার্শালের মুখের দিকে জানবার জন্য চেয়ে আছে। তাহলে কি বলবেন মার্শাল?

—আজকাল এমন স্পর্শকাতর ইলেকট্রনিক যন্ত্র আবিষ্কার হয়েছে যে কোনও দূরত্ব থেকে আণবিক ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহার করুক না কেন মধ্য পথেই তাকে ধ্বংস করার ব্যবস্থা করা আছে, তবে সেটা সম্ভব মাত্র এই পৃথিবী বেষ্টনকারী ভ্যান এ্যালেন বলয়ের মধ্যবর্তী স্থানে। তার বাইরে আর কার্যকর নয়, সেই কারণেই যেন বড় বড় রাষ্ট্রগুলো চাইছে অই ভ্যান এ্যালেন বলয়ের বাইরে থেকে যুদ্ধ চালাতে আর তারই নাম দিতে চায় নক্ষত্র যুদ্ধ। প্রকৃত নক্ষত্র যুদ্ধ করার ক্ষমতা কার আছে?

মার্শালের কথায় অনেক কিছুই পরিষ্কার হয়ে গেল, চারিদিকেই মানুষ কেবল মিথ্যা আর শঠতার আশ্রয়ে থেকে নিজেদের লোভকে চরিতার্থ করতে চায়। এরা কৃষ্ণেন্দুকে যে কথা বলে এনেছে নক্ষত্রে পৌঁছাবার মত শক্তিশালী জ্বালানীর আবিষ্কার করে দিতে, কিন্তু তার বদলে যদি অই জ্বালানীর সাহায্যে মানব সংহার চলে? কৃষ্ণেন্দুর মনটা খারাপ হয়ে গেল। মনে পড়লো বিজ্ঞানী আলফ্রেড নোবলের কথা। ভদ্রলোক আবিষ্কার করলেন বিখ্যাত ডিনামাইট, যা দিয়ে লোকের হাজারো রকম উপকারে আসবে। কোথায় বিরাট পাহাড়, মানুষের যাতায়াতের পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে আছে—অই ডিনামাইট ব্যবহার করে সেই পাহাড় ফাটিয়ে অথবা সুড়ঙ্গ কেটে মানুষ যাওয়া, আসার পথ করে কত সময় বাঁচাবে। খনির ভেতর থেকে কত ধাতু উত্তোলন করা সহজ হবে, কিন্তু তার বদলে অই লোভীগুলোর হাতে পড়ে কত মানুষ আর জনপদকে ধ্বংস করেছে।

আলফ্রেড নোবল একজন মহান লোক ছিলেন। তাঁর জীবনের সমস্ত সঞ্চিত অর্থ মানব কল্যাণে যাঁরা সৎকাজ করবেন বছরে বছরে তাদের পুরস্কৃত করা হবে। এখন সেই আলফ্রেড নোবলের পুরস্কার মানব সভ্যতাকে যেন বিদ্রুপ করে। সাহিত্য, সংস্কৃতি, শান্তি, স্বাস্থ্য ও বিজ্ঞান সবই আছে অথচ সারা পৃথিবীময় লোভের

বীজাণুগুলো কিলবিল করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মৃত্যুর পরেও যদি আলফ্রেড নোবল দেখতে পেতেন তাঁর আবিষ্কার করা ডিনামাইটের কি অপব্যবহার হচ্ছে তাহলে হয়তো পথে পথে কেঁদে কেঁদেই ঘুরে বেড়াতেন। মানবাত্মার যে কি অপমান তিনি সইতে পারতেন না।

টেলিফোনের ঘণ্টা বেজে উঠতেই কৃষ্ণেন্দুর সব চিন্তা চুরমার হয়ে গেল। রিসিভার তুলে মার্শাল বললেন, মার্শাল স্পিকিং হিয়ার।

অপর প্রান্তের কি কথা অবশ্যই শোনা যাচ্ছিল না। মার্শাল কেবলই হুঁ হুঁ করে জবাব দিয়ে চলেছেন। আতঙ্কেই হক অথবা অন্য কোনও দুশ্চিন্তায় হক মুখখানা বেশ মলিন দেখাচ্ছে। কিছুক্ষণ পরে ফোন ছেড়ে চেয়ারে নিজেকে এলিয়ে দিলেন। তারপর ধীরে ধীরে বলতে সুরু করলেন।

কৃষ্ণেন্দু মার্শালকে কোনও প্রশ্ন না করে চুপ করে বসেছিল, আস্তে আস্তে মার্শাল কথা বলছেন, যেন বেশ ক্লান্ত।—জানেন ডক্টর ভৌমিক! আমরা এই পৃথিবীর লোক যতই বিজ্ঞানে উন্নতি করি আর নানা আস্ফালন করি এই প্রকৃতির কাছে কত অসহায় তা আর বলার নয়। এই পৃথিবীর বড় মাঝারি রাষ্ট্রগুলো তো দেখছি নক্ষত্র যুদ্ধ নক্ষত্র যুদ্ধ করে ক্ষেপে উঠেছে। এইবার একটু উঁকি মেরেই দেখুক না আসল নক্ষত্র যুদ্ধের বহরটা কেমন? আমরা আগে জানতুম একমাত্র সূর্য দেহে যখন বিস্ফোরণ ঘটে কেবল তখনই চৌম্বক ঝড়ের দাপট বাড়ে। এখন সেই সব ফরমূলা ভেস্তে গেছে। মানুষের যত কিছু লাফ ঝাঁপ পৃথিবীর গণ্ডীর ভেতর অই সব নিরীহ লোকের সামনে। ওরা যে মাত্র দয়ার উপর নির্ভর করে বসে আছে। অথচ এই পৃথিবীর আলো, বাতাস, মাটি, জল এ সব তো কারো একার পৈত্রিক সম্পত্তি নয়? আর পৈত্রিক হলেই বা কি? নিশ্চয় তার পূর্বপুরুষ অপরকে বঞ্চিত করেই নিয়েছে।

মার্শাল থামলেন, এক কথার আলোচনা করতে গিয়ে অন্য দিকে

ছুটছেন মনের দুঃখে। তাই একটু থেমে বললেন, লক্ষ কোটি আলোক বর্ষের দূর থেকে নক্ষত্রপুঞ্জের মধ্যে বিস্ফোরণ—সে যে কত ভয়ঙ্কর সমস্তই কি অনুমান করা যায়? আসলে কি ঘটছে সেখানে জানেন?

আগ্রহ নিয়েই কৃষ্ণেন্দু মার্শালের দিকে চেয়ে থাকে। সে তো গবেষণাগারের চার দেওয়ালের মধ্যে নিজেকে বেঁধে রাখে। ঘরের বাইরে কি ঘটবে তার খবরই সে রাখতে পারে না আর পৃথিবীর বাইরে লক্ষ কোটি আলোক বর্ষের দূর। তবুও কৃষ্ণেন্দু বলে নোভা বা সুপার নোভার বিস্ফোরণ ঘটে শুনেছি তবে আর নক্ষত্র যুদ্ধ বলছেন কেন?

—আপনি কথাটা হয়তো তেমনভাবে চিন্তা করতে পারেন, বলতে থাকেন মার্শাল, কিন্তু একটা নীহারিকা পুঞ্জেই ঠিক বিস্ফোরণটা ঘটছে না। বিস্ফোরণ ঘটলে গ্রহের ভিতর থেকেই ঘটবে। আমরা যতটুকু জানতে পারছি যে নীহারিকার এক বিশেষ গ্রহ থেকেই এটা ঘটানো হচ্ছে। কথাটা নভোবিজ্ঞানীরা আলোক বিশ্লেষণ করেই জানিয়েছেন। এই বিরাট বিশ্ব সংসারে একমাত্র বিদ্যুৎকে নিয়েই যত খেলা চলেছে। তার ফলে অই বিদ্যুৎ ঝড়ের ধাক্কাও আমাদের সইতে হবে। এরপরে সারা মহাকাশে কোটি কোটি উল্কা আর হাজার হাজার যাযাবর ধূমকেতুর সৃষ্টি হয়ে আমাদের দুশ্চিন্তা বাড়াবে, কখন কোন গ্রহের সঙ্গে সংঘর্ষ বাঁধিয়ে বসে। গ্রহ নক্ষত্রের নির্দ্দিষ্ট চলার পথ আছে তারা নিয়ম মতই চলাফেরা করে, কিন্তু এই সব ভবঘুরে উল্কা আর ধূমকেতু এদের কোনও নির্দ্দিষ্ট পথ নেই, যাতে অন্যেরা নিরাপদে চলবে। এই তো নক্ষত্র যুদ্ধের ভয়াবহ ফল।

মার্শাল থামলেন, কিন্তু চিন্তা ত' থামতে চায় না। এরপর কি হবে? পৃথিবীর বাইরে থেকে শত্রুর উপর আণবিক অস্ত্র প্রয়োগ করলে কি কেবলমাত্র শত্রু রাষ্ট্রই ক্ষতিগ্রস্থ হবে? আকাশ বাতাস, জল কোনটা বাঁচবে?

॥ সাত ॥

নক্ষত্র যুদ্ধের পরিকল্পনা রাষ্ট্রের যেমনই হক আসলে নক্ষত্র যুদ্ধ যে কত ভয়ঙ্কর কয়েক দিনের মধ্যেই তা জানা গেল। একটা আধুনিকতম নভোযানকে বৃহস্পতি গ্রহের উপগ্রহগুলোর খবরা-খবর নেবার জন্যই পাঠানো হয়েছিল। মহাকাশের অঙ্গনে সেই নভোযানের যে কি দুরবস্থা হয়েছে সেই কাহিনী মার্শাল কৃষ্ণেন্দুকে জানিয়ে গেলেন।

—নভোযানের সঙ্গে দুটো স্কাউটিং রকেট ছিল; তাদের উপর কাজের ভার ছিল বৃহস্পতির উপগ্রহগুলোতে নভোচারীদের অবতরণের উপযুক্ত স্থান আর আবহাওয়ার খোঁজ নেওয়া। তার একটা আছড়ে পড়ে বৈদ্যুতিক ঝড়ের ধাক্কায় আর অপরটি নোঙর ছেঁড়া নৌকার মত নিরুদ্দেশ যাত্রা করে।

প্রশ্ন করলে কৃষ্ণেন্দু—আছড়ে পড়লো কি রকম? এই বৈদ্যুতিক ঝড় তো আর বাতাসের ঝড়ের মত নয়।

—ঠিকই ধরেছেন, বাতাসের ঝড় হলে রেহাই ছিল কিছু স্কাউটিং রকেটগুলো বিদ্যুৎ ভরে চলে। এই প্রচণ্ড বিদ্যুৎ ঝড়ে তার সমস্ত সারকিট পুড়ে যায়। তা সত্ত্বেও ধীরভাবে অবতরণ করার চেষ্টা করে। উপগ্রহ ছোট হলে তার মাধ্যাকর্ষণের টানে আছড়ে পড়ে চুরমার হয়ে যায়।

—আপনার কৈফিয়ৎগুলো শুনতে ভাল লাগছে। কিন্তু যাঁরা বিদ্যুৎ ঝড়কে লক্ষ্য করেছেন তারা কি কেউ সেই বিদ্যুতের পরিমাপ করেছিলেন? প্রশ্ন করে কৃষ্ণেন্দু।

এমন যে প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হবে মার্শালের ধারণা ছিল না, তবু সাধ্যমত উত্তর দেবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু এই প্রশ্নেই যেন থুবড়ে পড়লেন। বাজ বিদ্যুৎ ঝরছিল প্রচণ্ড যার ফলে স্কাউটিং রকেটের সমস্ত সারকিট জুড়ে যায়।

—নিশ্চয় পুড়ে গিয়েছিল এবং রকেট অচল হয়েছিল সে কথা বুঝেছি কিন্তু বিদ্যুতের পরিমাপটার কথা জানতে চাইছি—কেউ পরিমাপ করেছিল কিনা ? পরিমাপটা জানা একান্ত প্রয়োজন।

এইবারেই মার্শাল যেন একেবারে ভেঙ্গে পড়লেন, —না সে কথা জানি না। আদৌ কেউ পরিমাপ করেছিল কিনা অথবা পরিমাপের কথা কেউ চিন্তা করেছিল কিনা? কিন্তু অই সংবাদ কি আপনার জানার একান্ত প্রয়োজন ?

—প্রয়োজন ত বটেই। বলতে থাকে কৃষ্ণেন্দু। তবে পরিমাপ করতে কেউ পেরেছেন কিনা আমার সন্দেহ সেই খানেই। খবর নিলেই হয়তো জানতে পারবেন যে পরিমাপের যন্ত্রটাই হয়তো বিকল হয়ে পড়েছে।

কৃষ্ণেন্দুর কথাগুলো খুব সহজভাবে বলা হলেও মার্শাল বলে উঠলেন —তারা এতদিন ধরেই গবেষণা চালিয়ে আসছে, ভুল ত্রুটির কথা কেউই তো বলেন নি। অথচ কোনও কিছুর কথা না জেনেই আপনি বলে দিলেন ওদের পরিমাপক যন্ত্র খারাপ হ'য়ে গেছে ? ঠিক এই ধরণের কথাগুলো শুনতে খারাপ লাগে। মার্শাল একটু উষ্ণস্বরেই কথাগুলো শোনালেন।

—আপনি রাগ করেছেন কেন ? এর সব কিছুই তো আলোচনার ব্যাপার। খারাপ হবে না সে কথাত খুবই ভালো। কিন্তু যন্ত্র খারাপ হতেও পারে ? ব্যাপারটা আপনারও যেমন জানা নেই আমারও তেমন জানা নেই। আমি মাত্র জানার আগ্রহ নিয়েই প্রশ্ন করেছি। ব্যাপারটা ওদের কাছ থেকে জেনেই ত' বলতে পারেন। ওটা জানলে আমার হিসাবের সুবিধা হবে। আপনাদের নভোযানের ব্যাপারে এইগুলো জানার বিশেষ প্রয়োজন আর জরুরী কারণ পরবর্ত্তী নভোযান যদি এমন অবস্থায় পড়ে তখন তার রক্ষার ব্যবস্থা চাই তো? তাছাড়া ওটা জ্বালানীর ওপর প্রভাব ফেলবে কিনা সেটাও জানা দরকার। কারণ কি জানেন ? কিছু

জ্বালানী আছে যাতে বিদ্যুৎ ভর মানব জাতিকে ধ্বংস করার পরিকল্পনা। আবার অন্য দিকে চোখ দিয়ে কুম্ভীরাশ্রু গড়াচ্ছে মানবতার দুঃখে। খাদ্য আর প্রাণ নিয়ে ছুটছে দুর্গত লোকদের প্রলুব্ধ করতে। এদের এই সব দ্বিমুখী মনোভাবকে আদৌ আমার ভাল লাগে না। মার্শাল যেন অন্তরের কিছু জমে থাকা ক্ষোভ প্রকাশ করে একটু হালকা হ'তে চাইলেন।

—দেখুন ওটা বিশেষ বিজ্ঞানের প্রশ্ন, আমি ঠিক মত জবাব দিতে পারবো না। আপনাদের গবেষণাগারগুলো পরস্পরের থেকে দূরে আছে, এগুলোর সংযোগ থাকলে আলোচনার অনেক সুবিধা হ'ত। কিন্তু উপর মহলের ধারণাটা অন্য বলেই সংযোগ রাখতে দেয় না। মার্শাল মনে মনে একটা কিছু ভেবেই যেন এমন কথা বললেন, কিন্তু স্পষ্ট করে কোন কিছুই উচ্চারণ করতে পারলেন না।

মার্শালের কথায় হেসে ফেললে কৃষ্ণেন্দু—আমি বুঝতে পেরেছি। আপনি খোলাখুলি ভাবে না বললেও ওদের কাজে আর ব্যবহারে ব্যাপারটা স্পষ্ট হ'য়েই উঠেছে। জ্বালানী কিম্বা গ্রহ জয়ের উদ্দেশ্যটা ঠিক ওদের ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়,—সবটাই জনসাধারণের জন্য। তাহলে এতো লুকোচুরী করার কি দরকার বলুন তো? এই নক্ষত্র যুদ্ধের চমক দেখিয়ে অদূর ভবিষ্যতে যা ঘটতে চলেছে সেটা অবিলম্বে রোধ করা দরকার। আচ্ছা মার্শাল বলুন তা? কতগুলো নিরীহ মানুষকে হত্যা করার কি দরকার?

মার্শাল সবই বুঝছেন কিন্তু কেমন যেন অসহায় হ'য়ে বললেন,—আমাদের কিছু করার কিম্বা বাধা দেবার মত কোনও ক্ষমতাই নেই। আইনের নাগপাশে যে আমরা বাঁধা রয়েছি। মানবতার নামেই বলুন আর যে ভাবেই বলুন—ওরা যে সংজ্ঞা দেবে তাই মেনে চলতে হবে। অন্যের বিচার বুদ্ধির দাম ওরা কানা কড়িও দেবে না। একদিকে এমন ভাবে সব যায়গায় কথা বলবেন না। আপনিত'

জানেন এ দেশের হোমরা চোমরারা নিজেদের আসন রাখতে গুপ্তচর ছড়িয়ে রেখেছে। যাতে তাদের বিরুদ্ধে একটি কথাও উচ্চারিত না হয়। আপনাদের আইন খুব সোজা তাই, সেই আইনকে পাশ কাটিয়ে যাবারও লোকের অভাব নেই।

—একটু অপেক্ষা করুন ডঃ ভৌমিক ; আমি আপনার জন্য খবরটা জেনেই বলে দিচ্ছি।

মার্শাল ফোনে নম্বর চাইলেন। তারপর কৃষ্ণেন্দুর দিকে চেয়ে বললেন, আপনি এমন এক একটা কথা বলেন—যখন মাঝে মাঝে অবাক হ'য়ে ভাবতে হয়।

মৃদু হেসে কৃষ্ণেন্দু বলে—আবার কি হলো ?

—এই যে বললেন পরিমাপক যন্ত্র বিকল হ'য়ে যেতে পারে ? আমার মনে হচ্ছে শেষপর্য্যন্ত আপনার কথাটাই হয়তো ঠিক হয়ে দাঁড়াবে। দেখি ওরা কি খবর দেয়।

টেলিফোন কানে লাগিয়ে অন্য দিকে চেয়ে যেন কি ভাবতে থাকেন। হঠাৎ হ্যালো বলেই সোজা হ'য়ে বসলেন। তার পরই আশ্চর্য্য হয়ে বলে উঠলেন, কি বললেন ? পরিমাপ করা সম্ভব হয় নি ? আরো একটা প্রশ্ন করবো ? কেন পরিমাপ করা সম্ভব হয়নি যদি দয়া করে সেই কারণটি একটু জানিয়ে দেন। তার পরই বিস্ময়ে প্রায় চিৎকার করে উঠলেন—এ্যাঁ কি বললেন ? অমন দামী যন্ত্রটা মাত্র পোড়া নয়—ভিতরটা একেবারে গ'লে গিয়েছে ? আমি কেন খোঁজ নিচ্ছি ? ডঃ ভৌমিক আমাকে খবরটা জানাতে বলেছিলেন—আবার এমন কথাও জানিয়েছেন—হয়তো যন্ত্র বিকল হয়ে গেছে।

ফোন নামিয়ে মার্শাল কৃষ্ণেন্দুর দিকে হাত বাড়িয়ে বললেন,—এমন একটা নির্দ্দিষ্ট অনুমান যে কেউ করতে পারে আমার তেমন কোনও ধারণাই নেই।

করমর্দন করে দাঁড়িয়ে কৃষ্ণেন্দু জানালে—যে ঘটনাকে একেবারে

অত্যাধুনিক ঘটনা বলে মনে করছেন—ওটা কিন্তু আদৌ কোনও আধুনিক ঘটনা নয়। এইটুকু ভাল করে জেনে রাখুন।

কৃষ্ণেন্দুর দিকে সন্দিগ্ধ ভারে চেয়ে মার্শাল বললেন,—তার মানে? কি বলতে চাইছেন ডঃ ভৌমিক? ঘটনার খবর তো এই মাত্রই পেলাম। তবে আর আধুনিক নয় কেন? আমি আশ্চর্য্য হয়ে যাচ্ছি—আপনার কথা শুনে।

মৃদু হেসে কৃষ্ণেন্দু বললে,—তাহলে কষ্ট করে আপনাকে আরও একটা খবর জানতে হবে। যে নীহারিকা পুঞ্জ থেকে বিদ্যুৎ ঝড়ের সূত্রপাত হয়েছে সেই নীহারিকা পুঞ্জের দূরত্ব আমাদের পৃথিবী থেকে কত আলোক বর্ষের?

কি ভেবে মার্শাল আবার ফোন করলেন, আপনাদের আবার একবার বিরক্ত করবো—দয়া করে আর একটা সংবাদ দেবেন? সে নীহারিকা পুঞ্জ থেকে এই বিদ্যুৎ ঝড়ের সূত্রপাত আমাদের এই পৃথিবী থেকে তার দূরত্ব কত?—ঠিক আছে আমি নিশ্চয় অপেক্ষা করবো—তাড়াহুড়া করার তেমন কোন প্রয়োজন নেই।

মার্শাল চোখ বন্ধ করে দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে চুপ করেই বসে রইলেন।

কৃষ্ণেন্দু মনে মনে হাসছে—বলুক না কি বলবে ওরা। মহাকাশে যে কত মজার রহস্য আছে কথাটা ত' মার্শালের জানা উচিৎ।

—কি বললেন? বিস্ময়ে মার্শাল প্রায় চিৎকার করে পুনরাবৃত্তি করতে সুরু করলেন—সাতাত্তর কোটি পঞ্চান্ন লক্ষ আলোক বর্ষের দূরত্বে আছে? মার্শাল ফোন ছেড়ে কৃষ্ণেন্দুর দিকে চাইলেন।

খুব শান্ত কণ্ঠে কৃষ্ণেন্দু জানালে—আপনি যে সময়ে ঘটনা দেখেছিলেন—আসল ঘটনাটা তাহলে সাতাত্তর কোটি পঞ্চান্ন লক্ষ বছর আগেই ঘটেছিল। চিত্রটা আপনার কাছে পৌছাতে অই সময়টা লেগেছে। তা হ'লেই বুঝুন—যে নক্ষত্র যুদ্ধ আজকের ব্যাপার নয়। সেই দীর্ঘ দিন আগে থেকেই নক্ষত্র যুদ্ধ সুরু হয়ে

গেছে।

মার্শাল একটু অন্যমনা হয়ে বললে,—হ্যাঁ ব্যাপারটা ঠিক তাই বটে। কিন্তু আমি এখনও ধারণা করতে পারি না যে ঘটনা অত দিন আগের। ওরা যে কথা শোনালে—সে ত' আজ কালের ব্যাপার নয়। আমি ভাবছি ওরা যদি অত দিন আগেই সভ্যতার আলোক দেখে থাকে - তখন কি এই সৌর মণ্ডলের জন্ম হয়েছিল?

নৈসর্গিক ব্যাপারগুলো প্রায় সব অই ধরণের। কারো বয়সের কথাটা আর কম নয়। আচ্ছা মার্শাল! আপনার কি মহাকাশের এই ব্যপারগুলোয় তেমন আগ্রহ জাগে না? আমার না জানলেও চলে, কিন্তু কিযে এর একটা আকর্ষণ আছে কিছুই বুঝতে পারি না। এখনকার ব্যাপারটা অবশ্য মহাকাশ যাত্রার একটা প্রচণ্ড গতির সূচনা বলেই আমার মনে ধারণা হয়েছে। একমাত্র সেই কারণেই এতো কথা আমার জানার প্রয়োজন বোধ হচ্ছে।

কৃষ্ণেন্দু একটার পর একটা কথা বলে যেন মার্শালকে ব্যস্ত রাখতে চাইছিল। ওর মনে যে কি হয় কিছু বুঝতে পারে না। কেন সে মার্শালকে দেরী করাতে চাইছিল নিজেই জানে না। একটা অদ্ভুত ধারণা তার মনে হ'য়েছে এই দেরীর জন্য।

মার্শাল যেন চঞ্চল হ'য়ে উঠলেন,—আচ্ছা আমি কি কারণে আপনার কাছে এলাম বলুন তো? আমার সব কিছু আজ যেন ঘুলিয়ে যাচ্ছে। এমন গোলমাল ত' সহসা আমার হয় না?

মার্শালের কথায় হেসে ফেললে কৃষ্ণেন্দু—আপনি ছেলে মানুষের মত কথা বলছেন অথচ এককালে আপনি কত দাপটের সঙ্গে এয়ার মার্শালের পদ যোগ্যতার সঙ্গেই পরিচালনা করেছিলেন। একখানা প্লেন যে ধরণের মারাত্মক অস্ত্র বহন করতে পারে তাতে কত লোক মারা পড়তো? আর একেবারে আধুনিক মারণঅস্ত্র যা তৈরী হতে চলেছে তাতে মারা পড়বে আগের মৃত্যু সংখ্যার পঞ্চাশ হাজার গুণ। অর্থাৎ এমন কয়েকটাকে বেছে বেছে ফেলতে পারলেই পৃথিবীর

লোক সংখ্যা একেবারে নির্মূল করা যেতে পারবে! কিন্তু প্রকৃতির খেলাটা এমনই যে কিছুতেই নির্মূল হতে দেবে না। কিছু লোককে বাঁচিয়ে রাখবেই ঘটনার সাক্ষ্য দেবার জন্য। তা না হলে কে জানবে এই পৃথিবী ধ্বংসের ভয়াবহ অবস্থাটা কেমন?

টেলিফোন বেজে উঠলো। রিসিভার না তুলেই কৃষ্ণেন্দু মার্শালকে বললে,—আমার মনে হচ্ছে মার্শাল এটা আপনার ফোন এবং খুবই জরুরী।

—হ্যালো? রিসিভার তুলেই মার্শাল বললেন, তার পরই বিস্ময়ে বলে উঠলেন—কি বলছেন? মহাকাশে অন্য গ্রহের নভোযান!—আপনারা আটকাতে পারলেন না? আমি! আমায় বলছেন? এখন আমি আর অই দপ্তরে নেই। অই দপ্তরে যারা আছেন তাদের বলুন। এখন আমার দায়িত্ব থাকতে পারে না ওটা পদাধিকারে। তা হ'লে ষ্টেট্ ডিপার্টমেণ্টকে জানান তারা ব্যবস্থা করবে। আটকাবার প্রয়োজন হ'লে একটা স্কোয়াড্রন পাঠিয়ে ঘিরে ফেলুন। কি বললেন? প্লেনের মত আদৌ নয়? তবে কি ধরণের? ঘিরে ফেলা যাবে না? কেন? ওঃ এতো প্রচণ্ড গতিবেগ? গায় আলো পড়লে আদৌ তাকানো যায় না। প্লেনের মত আকৃতি নয়, কোন পাখা নেই ডানা নেই। হ্যাঁ-হ্যাঁ, বুঝেছি। না ওটা প্লেন নয়। ওর দিকে চেয়ে থাকা অসম্ভব। তিন জন নভোচারী আছে। ঠিকই বলছেন, ওর নাম গোল্ডেন বার্ড। না-না ওরা এই পৃথিবীর কোনও ক্ষতি করবে না। আচ্ছা-আচ্ছা আপনি ডক্টর ভৌমিকের সঙ্গে গোল্ডেন ব্যপারে কথা বলতে পারেন। উনি আপনাদের বুঝিয়ে দেবেন।

কৃষ্ণেন্দুর হাতে রিসিভার দিয়ে মার্শাল বললেন, আপনি ওদের একটু বুঝিয়ে বলে দিন তো, কি করতে হবে।

রিসিভার ধরেই কৃষ্ণেন্দু জানালে,—কাউকে খবর দেবার কিম্বা স্কোয়াড্রন পাঠাবার কোনও প্রয়োজন নেই। কারণ ওকে আটকাবার

ক্ষমতা সারা পৃথিবীর সমস্ত স্কোয়াড্রন দিয়ে ঘিরে ধরলেও সম্ভব হবে না। ওরা কোনও ক্ষতি করতে আসে নি বা করবে না বরং উপকার করবে। ওদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে চান? ওরা না করলে আপনি পারবেন না। প্রয়োজন হ'লেই ওরা যোগাযোগ করবে। কি? আণবিক অস্ত্র ভাণ্ডার ধ্বংস করে দিয়েছে? সে তো ভাল কাজই করেছে। ভেবে দেখুন না—অই অস্ত্রগুলো এই পৃথিবীর কোথাও যদি ফেলা হ'তো তাহলে কতলোক আর কতগুলো জনপদ ধ্বংস হ'তো? হ্যাঁ হ্যাঁ যেমন ভাবেই ধরুন যারা মারা পড়তো তারা ত' এই পৃথিবীরই লোক। আপনি আজ সত্য সত্যই একটা আনন্দ সংবাদ শোনালেন যে লাখে লাখে লোক বেঁচে গেল। বাঁচলো না? বাঁচলো প্রাণ, বাঁচলো সভ্যতা-সংস্কৃতি, বাঁচলো সহর। আরো শুনুন যেখানে পড়বে অই অস্ত্র মাত্র তত টুকুর ক্ষতি করে না, সারা পৃথিবীর বায়ুস্তরকে বিযাক্ত করে সারা পৃথিবীকেই ধীরে ধীরে ধ্বংসের পথে নিয়ে যেত। কি বলছেন? মজার ঘটনা? বেশতো এখানে চলেই আসুন শুনবো।

টেলিফোনের সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।

শেষের কথাগুলো যখন আলোচনা হচ্ছিল—এক মনে মার্শাল চুপ করে শুনে যাচ্ছিলেন। অস্ত্র ভাণ্ডারগুলো ধ্বংশের খবরেই যেন বেশ বিচলিত হয়ে উঠলেন। যদি এখন অন্য কোন রাষ্ট্র আমাদের আক্রমণ করে বসে, তাহলে কি অবস্থা হবে বলুন তো? বেশ ভয় ভয় চোখে মার্শাল কৃষ্ণেন্দুর দিকে চাইলেন।

আজ মার্শালের ক্ষণে ক্ষণে এমন মতি পরিবর্তন দেখে কৃষ্ণেন্দু বেশ কৌতুক অনুভব করছিল। তবুও চাপা গলায় বললেন,—না না অমন চিন্তার কোনও কারণ নেই। গোল্ডেন যদি সত্যই এসে গিয়ে থাকে তাহলে আর চিন্তার কি আছে? ওরাই যে কোনও আক্রমণ অক্লেশে ঠেকাতে পারবে।

দরজা ঠেলে নভোচারীর পোষাকে তিন জন ঘরে এলো।

—সুপ্রভাত, সুপ্রভাত, সুপ্রভাত। আসুন, আমার যে বড্ড প্রয়োজন আপনাদের। দয়া করে একটু বসুন, কিছু আলোচনা করার আছে।

অই অদ্ভুত পোষাকে তিন জনের হঠাৎ ঘরে আবির্ভাব হওয়াতে মার্শাল বেশ চমকে উঠছেন। মনে মনেই প্রশ্ন করলেন—এরা কারা?

নভোচারীরা আসন গ্রহণ করতেই কৃষ্ণেন্দু বললেন, আসুন মার্শালের সঙ্গে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি। ইনি মার্শাল গিব্‌স—আমাদের শান্তি মিশনের একজন, আর এঁরা আমাদের এই পৃথিবীর অধিবাসীদের পরম বন্ধু আর গোল্ডেন বার্ডের নভোচারীরা। দয়া করে একটু অপেক্ষা করুন, আরো একজন এখনই আসবেন। তিনি এলেই আমরা আলোচনা সুরু করবো।

॥ আট ॥

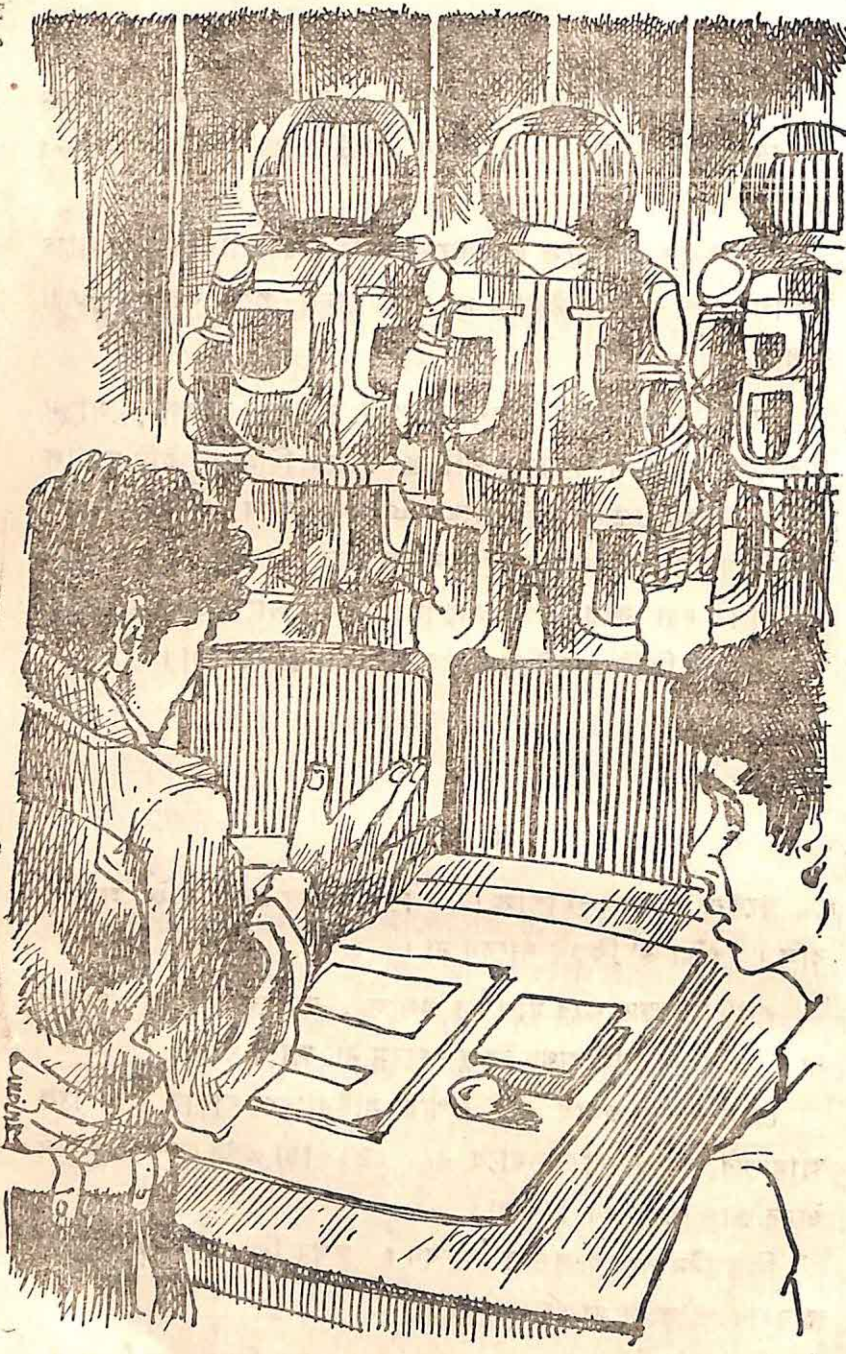
কৃষ্ণেন্দু বললে,—মার্শাল! আপনার জন্য একটু কফি আনতে বলি। ওঁরা ত' কিছুই খাবেন না।

একটু ইতঃস্তত করে মার্শাল বললেন, তাহলে খারাপ দেখাবে না? ওঁরা অতিথি অথচ কিছু খাবেন না, আমি খাব?

হেসে কৃষ্ণেন্দু জবাব দেয় সুপার সাইবারের খাবার তো ঠিক আমাদের কাছে পাওয়া যাবে না। তা ছাড়া এখন বেশ কিছু দিন ওদের তাও প্রয়োজন হবে না।

কিছু দিন পরে হলেও ত' খাবেন? তখন কি খাবেন? একটা জানবার কৌতূহল মার্শালের প্রশ্নে।

কৃষ্ণেন্দু কৌতুক বোধ করছে। হেসে জবাব দিলে—যে বিদ্যুতের ভোল্টেজ পরিমাপ করতে মহাকাশ বিজ্ঞানের বিজ্ঞান কাউন্সিলের



( —সুপ্রভাত, সুপ্রভাত, সুপ্রভাত, ।  আসুন, আসুন আমার যে বড্ড প্রয়োজন আপনাদের। ) পৃষ্ঠা—৬৭

পরিমাপক যন্ত্র পুড়ে গেল, ওদের পক্ষে তেমন ভোল্টেজই ব্যবহার করতে হয়।

বিস্ময় প্রকাশ করলেন-মার্শাল,—অই অত ভোল্টেজ ?

—ওদের কাছে জিজ্ঞাসা করলেই জানতে পারবেন। কৃষ্ণেন্দু সাইবারদের দেখালে।

একটু ইতঃস্তত করে মার্শাল সাইবারদের প্রশ্ন করলেন কথাটা কি ঠিক ?

মুখপাত্র হ'য়ে একজন উত্তর দিলে—এ্যক্‌জ্যকট্‌লি সো।

বিজ্ঞান কাউন্সিলের লোকেরা ঘরে ঢুকে অভিবাদন জানিয়ে সামনে আসতেই নজরে পড়লো সাইবারদের। সবাই যেন বেশ থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন।

কৃষ্ণেন্দু সকলকে আবাহন করে বসতে বলে—বিজ্ঞান কাউন্সিলের মেম্বার মিঃ মার্টিনকে কাছে ডেকে বললেন, এইখানে বসুন, আপনাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি।

চুপে চুপে কৃষ্ণেন্দুকে মিঃ মার্টিন প্রশ্ন করলেন, এঁরা কারা! কোথাকার—কাদের মহাকাশচারী ?

—বসুন, পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি।

তিনজন নভোচারী দাঁড়িয়ে উঠলেন দেখে আর সকলেই উঠে দাঁড়ালেন। মিঃ মার্টিন ওদের দিকে খুবই নিবিষ্ট ভাবে চেয়ে দেখে বুঝলেন ওরা কেউই মানুষ নয়। তাহলে, তাহলে ডঃ ভৌমিক কার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে চাইলেন ?

—বসুন মিঃ মার্টিন। ওঁদের বসবার একটু অসুবিধা হচ্ছে বলেই বসতে পারলেন না। সাইবারদের দিকে চেয়ে কৃষ্ণেন্দু বললেন, ইনি মিঃ মার্টিন—বিদ্যুৎ ঝড়ের প্রবাহের পরিমাপ করার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু ভোল্টেজের পরিমাপটা অত্যধিক হওয়ায় যন্ত্র পুড়ে যায়। আচ্ছা মিঃ সাইবার! বিদ্যুৎ ঝড়ের আসল ভোল্টেজ কত ছিল ? আর এখানেই বা কত এসে পৌছাল ?

সোজা দাঁড়িয়ে প্রথম সাইবার জবাব দিলে,—এই গ্রহের আবহাওয়ার স্তর ভেদ করার ফলে ভোল্টেজ অনেক খানি কমে যায়। এখানে যে ভোল্টেজ এসে পৌঁছায় তার পরিমাপ তিন লক্ষ সাতান্ন হাজার ভোল্ট। আসলে ওর পরিমাপ ছিল আশি লক্ষ ভোল্টেজেরও বেশী।

সাইবারের কথা শুনে মিঃ মার্টিন যেন লাফিয়ে উঠলেন। সর্বনাশ! বলেন কি? তিন লক্ষ সাতান্ন হাজার? তাহলে যন্ত্রের আর অপরাধ কোথায়; তার সঙ্গে আমিও যে শেষ হয়ে যাইনি এটুকুই যথেষ্ট।

—আপনারা তো স্টার ওয়ার বলতে কি বোঝায় একটু চিন্তা করুন। পৃথিবীকে ঘিরে আবহাওয়ার স্তর আমাদের সর্বদাই রক্ষা করে আসছে। মূল ধাক্কা আবহাওয়ার স্তরে আটকে এখানে তার সামান্য যতটুকু এলো সেটাই সামলানো গেল না। এরপর আর কি করার আছে?

মাথা চুলকে মিঃ মার্টিন বললেন,—এর পর? আমার জানা নেই আর কি থাকতে পারে? লোভী বিজ্ঞানীদের অর্থ দিয়ে বশীভূত করে ওরা ভাবছে কত শক্তি হাতে আছে। কিন্তু এই তো সামান্য একটা ধাক্কা।

—তা হলে বুঝুন এর পর আর লোভীগুলোর হাত শক্ত করার কথা চিন্তা করবেন কি? এইতো স্টার ওয়ারের ধোঁকা দেবার জন্যে প্রচার চলছে চারিদিকে। নতুন নভোযানের জ্বালানী করে দিতে আমার আপত্তি নেই কোনও, অনিচ্ছাও নেই। কিন্তু কি হবে সেই জ্বালানী দিয়ে? অই লোভীগুলোর লালসার দাপটে পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ নিরীহ লোকের অকাল মৃত্যু ঘটবে। যেখানে বোমা ফেলা হবে সেখানের লোক না হয় তৎক্ষণাৎ মারা পড়বে। কিন্তু আবহাওয়া স্তরের মধ্যে যে পৃথিবীটা বাঁধা রয়েছে এর বিষগুলো তার মধ্যেই পাক খাবে আর সারা পৃথিবীকে তচ্‌নচ্‌ করবে। এই

আণবিক বোমাগুলো পড়লে পৃথিবীর কেউ রক্ষা পেত ভেবেছেন? থেমে আবার সুরু করে কৃষ্ণেন্দু।

এই মুষ্টিমেয় লোভীগুলোর লোভ আর লালসা চরিতার্থ করতে পৃথিবীকে তচ্নচ্ করবে—এ আমরা চাইনা মিঃ মার্টিন। চিরকালই তো দেখে এলেন, নকল মানবতার নামে লোকের মন ভোলাতে ত্রাণ পাঠানো ; তারা তো তখন বোঝে না অই ত্রাণের সঙ্গেই থাকে মৃত্যুর সংকেত। প্রকৃতির রুদ্র রোষের হাত থেকে বাঁচবার কি পথ পেয়েছেন বলুন তো? প্রকৃতি অবশ্য বিপর্য্যয়ের পরেই বাঁচার পথ নির্দেশ দেয়। সারা পৃথিবীর সঞ্চিত সম্পদগুলো অই লোভীরা টেনে বার করে যুদ্ধের জন্য অপব্যয় করে। এগুলো থাকলে এই পৃথিবীর মানুষগুলোই তো ভোগ করতে পারতো। ওরা অন্য দিকে বলে পৃথিবীর জনসংখ্যা বাড়ছে বলেই এই ধ্বংস। কিন্তু কে ধ্বংস করে? বন্যা ধ্বংস আনে, কিন্তু তার সঙ্গে নূতন পলিমাটি জমিকে উর্ব্বরা করে দেয়।

এই যে ভূমিকম্প কিম্বা অগ্ন্যুৎপাতের পর যারা প্রাণ নিয়ে ছোটে সে ত' স্বার্থের খাতিরে। প্রতিটি বিপর্যয়ের পর অনুসন্ধান করা হয় কি পাওয়া যাবে। আমাদের দেশীয় একটা প্রবচন আছে একবার এক আলুর গুদামে আগুন লাগলে বহু আলু পুড়ে যায়। যারা সেই আলুপোড়া সংগ্রহ করতে এসেছিল, তার আলু সংগ্রহ করে জানতে চাইলে--আলুপোড়া খুব ভাল খেতে। তাহলে আবার কবে আলুর গুদাম পুড়বে?

প্রকৃতি মানুষের ক্ষতি করলে পূরণ করে, কিন্তু লোভীরা করে কি?

কৃষ্ণেন্দুর কথাগুলো সাইবাররাও স্বীকার করে মত দিলে হি ইয়স্ রাইট।

মিঃ মার্টিন চুপি চুপি জানতে চাইলে, ওরা কারা? কোথা থেকে এসেছে? আর এখানে আসবার কারণ কি?

স্বাভাবিক ভাবেই কৃষ্ণেন্দু বললে, আপনার যা কিছু জানার আছে সরাসরি প্রশ্ন করলেই জবাব পাবেন। ওরা এসেছেন এক অকল্পনীয় দূরত্বের নীহারিকা থেকে। আমাদের এই গ্রহকে বড় ভাল লেগেছে ওদের। এই যে সব লোভীরা পৃথিবীর জনসংখ্যার উপর লোভের প্রভুত্ব করছে তাদের জন্যই তো আর সকলের এত দুঃখ। ওরা আমাদের দুঃখের অবসান ঘটাতেই এসেছেন। আপনার যে কোনও প্রশ্ন স্বচ্ছন্দে ওদের কাছে করতে পারেন।

এদিক ওদিক চেয়ে মিঃ মার্টিন সাইবারদের দিকে ঘুরে বসলেন। তারপর প্রশ্ন করলেন,—আমার প্রশ্নগুলো নেহাৎ কৌতূহলের। তবুও নিশ্চয় কিছু না কিছু জানার আছে। আমার প্রথম প্রশ্ন—আপনারা কারা ?

সাইবার উত্তর দিতে সুরু করলে—ধরে নিতে পারেন আপনাদের বন্ধু। তবে আমরা কোনও অন্যায়কে সমর্থন করি না। এমন কি আপনারাও যদি অন্যায় করেন আমরা তারও সমর্থন করবো না। আপনার দ্বিতীয় প্রশ্ন আমরা আগেই জেনেছি তাই তার জবাব দিচ্ছি ;—আপনি যে নক্ষত্র পুঞ্জের দূরত্ব পরিমাপ করে ডঃ ভৌমিককে জানিয়ে ছিলেন আমরা তার থেকে আরও বহু দূরের নক্ষত্র পুঞ্জ থেকে আসছি। তার দূরত্বের কথা আপনার কাছে বলা বৃথা, কারণ আপনাদের পরিমাপ মত দূরত্বের কথা আমরা জানাতে পারবো না। এইটুকুই জেনে রাখুন—বহু দূর।

একটু থেমে আবার বলতে থাকেন,—সাধারণ ভাবে আপনারা যে ছায়া পথ দেখতে পান, আমাদের ছায়া পথের বিস্তৃতি কম করেও কুড়ি গুণ। স্বাভাবিক ভাবেই সেই ছায়াপথে নীহারিকার সংখ্যা কয়েক লক্ষ কোটি। সুতরাং তার আয়তন নিশ্চয় আপনাদের কল্পনার বাইরে।

কথার মাঝখানে মিঃ মার্টিন বিস্ময়ে বলে উঠলেন,—এই মহাকাশ এতো বড়ো ? নিশ্চয় এ মহাকাশ অখণ্ড ?

—অখণ্ড ত' বটেই আপনাদের কথায়, অনন্তও বলা যেতে পারে। এই মহাকাশের কোনও প্রান্তেই আমরা খোঁজ করে পাই নি। আপনার শেষের প্রশ্ন হ'ল কেন আমরা এই গ্রহে এসেছি? ঠিক তাই তো?

—একটা কথাই আপনারা জেনে রাখবেন,—আমরা কোনও রকম গ্রহ জয়ের বাসনা নিয়ে কোথাও যেতে চাই না। তার কারণ আমরা যে ছায়াপথের বাসিন্দা সেখানেই কয়েক লক্ষ কোটি গ্রহ-নক্ষত্র আছে। এমন কি ছায়া পথের বিস্তৃতি যে কত তা নিয়ে মাথা ঘামার ফুরসৎও আমাদের নেই। সেখানে লক্ষ লক্ষ নীহারিকা পুঞ্জ নিশ্চয় যেখানে গ্রহ জয় করা এখানের থেকে অনেক সহজ, কিন্তু আমাদের গ্রহ জয়ের আদৌ কোনও বাসনা নেই বলেই দিলাম। তাহ'লে এই গ্রহে আসবার একটা কারণ নিশ্চয় আছে।

সবুজ বনাঞ্চলে ঘেরা নীল সমুদ্রের জলরাশি আর বরফে ঢাকা পাহাড় এই সব দৃশ্য আমাদের মোহিত করেছে। এখানের লোকেরা সরল তাই কিছু চালাক লোক কৌশলে তাদের উপর নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছে। তাদের সেই প্রভুত্ব বজায় রাখার হীন প্রচেষ্টা আমাদের চঞ্চল করেছে। তাদের শাসনের নামে শোষণ করার জন্য অন্যায় কাজে তারা নিজেদের যেমন লিপ্ত করেছে ঠিক তেমন ভাবেই দল বাড়াতে অন্যদের অন্যায়গুলো প্রশ্রয় দিয়ে আসছে। এরপর থেকে আর সেইসব অন্যায় কাজ করা চলবে না।

মিঃ মার্টিন কিছু বলার জন্য উস্‌খুস্ করছিলেন। তাই মিঃ মার্টিনের দিকে ফিরে সাইবার বললেন,—মনে হচ্ছে আপনার কিছু বলবার আছে? তাহলে বলেই ফেলুন। আমরা সকল সময়েই জানবেন নিরপেক্ষ মত পোষণ করে থাকি। আপনার কথায় যদি কিছু ভাল মত থাকে আমরা তাও গ্রহণ করবো। একমাত্র কোনও অন্যায়কে আমরা বরদাস্ত করি না।

বলার জন্য মিঃ মার্টিন উঠতে যাচ্ছিলেন। তাকে বসিয়ে

সাইবার বললেন, এখানে দাঁড়িয়ে বলার মত কিছু নেই—যা বলার বসে বসেই বলবেন। এটা তো ঘরোয়া আলোচনা তাছাড়া আমাদের কোন সেন্টিমেন্ট নেই।

—আপনারা বললেন অতি দূরান্তের নক্ষত্রে থাকেন,—বলতে শুরু করলেন মিঃ মার্টিন,—আমাদের এই গ্রহ আপনাদের নীহারিকা থেকে নিশ্চয় অনেক দূরে। তাহ'লে এই খানে কে অন্যায় করছে আর কে ভাল কাজ করছে তেমন সঠিক সংবাদ আপনাদের কাছে কি ভাবে পৌঁছায়? অথবা এই বোধ হয় কি ভাবে?

ভাবলেশহীন অভিব্যক্তিতেই সাইবার জবাব দেয়,—আপনার প্রশ্নটা খুবই সুন্দর এবং এমন প্রশ্ন যে কেউ করতে পারে তার অতি চমৎকার উত্তর দেবার আছে। এই পৃথিবীতে আপনারা যে কাজই করুন না কেন এই পৃথিবীর বেষ্টনীর মধ্যে আবহাওয়ার সঙ্গে এমন জিনিষ আছে যা সব কিছুকেই রেকর্ড করে রেখে দেয়। এখন এখানে আমরা যে আলোচনা করছি সেগুলো পর্যন্ত রেকর্ড হ'য়ে থাকবে। সুতরাং ও ব্যাপারটা তেমন কিছু চিন্তার নয়। ভাল আর মন্দর সঙ্গ আলাদা ভাবে হবার নয়, যা ভাল তা সর্বত্রই ভাল। আপনারা যদি মনে ভাবেন আমার কথার মধ্যে অতিরঞ্জন কিছু আছে তাতে অবশ্য আমার পক্ষে প্রতিবাদ করার মত কিছু নেই। তবুও একটা মহৎ কাজ করতে আপনারা আমাকে সাহায্য করবেন তেমন কথাই চিন্তা করতে হয়। কিন্তু আপনারা যদি আমাকে বিশ্বাস করতে না পারেন তাহ'লে মন দিয়েও আপনারা আমাকে সাহায্য করতে পারবেন না। তাই আপনাদের মনে একটু বিশ্বাস উৎপাদন করা বিশেষ প্রয়োজন। একটু থেমে সাইবার আবার বলতে থাকে,—আপনার জীবনের এমন একটা দিনের ঘটনা যা আপনার মনকে পরিবর্তিত করেছে, তেমন ঘটনার কথা নিশ্চয় আপনার স্মরণে আছে। আর সেই ঘটনাকে যদি আজ এখনই আপনার সামনে উপস্থাপিত করা যায় তাহলেই আপনি বুঝবেন, আমি যে কথাগুলো

জানালাম তার এক বর্ণও মিথ্যা নয়।

সমস্ত ঘর এমন নিস্তব্ধ যে একটা আলপিন পড়লে তার শব্দও সকলের কানে পৌঁছাবে।

অন্য সাইবার একটি ছোট বাক্স এনে টেবিলে বসিয়ে দিলে। তার গা থেকে তিন চারটি এ্যানটেনা তুলে দিলে। এরপর একজন সাইবার জানালে—অই সামনের দেওয়ালে ছবি দেখতে পাবেন। ছবির ঘটনা কাল ভোরের দিকে বলেই একটু কুয়াশা ভরা, তাই একটু মন দিয়ে ছবিটার উপরে নজর রাখবেন। একটু পরেই অবশ্য ঠিক হয়ে যাবে।

ছবি সুরু হল,—মিঃ মার্টিনের ছেলে বেলার এক ঘটনা। ঠাকুরদার সঙ্গে মামার বাড়ীতে গেছেন। সামান্য একটা ঘটনাকে কেন্দ্র করেই ঝগড়া বাঁধে, যার একমাত্র সাক্ষ্য বালক মার্টিন।

দুই চাকরের ঝগড়া হ'লেও যে চাকর মার্টিনকে দেখা-শোনা করতে সে মার্টিনকে খুবই ভাল বাসতো, কিন্তু ঝগড়ার সালিসির সময়ে মার্টিনকে তার হয়ে মিথ্যা কথা বলার জন্য বারে বারে অনুরোধ করতে থাকে।

মার্টিনের প্রথমটা তার চাকরকে বাঁচাবার জন্য তার হয়েই মিথ্যা কথা বলবে ঠিক করেছিল, কিন্তু বারে বারে তাকে মিথ্যা বলতে অনুরোধ করায় মার্টিন যেন কেমন বেঁকে বসলো। মার্টিন তার হয়ে মিথ্যা কথা বলবে না জেনে শেষে মার্টিনকে ভয় দেখাতে থাকে। ফলে মার্টিন রাজী হলো কিন্তু যথা সময়ে আর মিথ্যা কথা কিছুতেই বলতে পারলে না বরং তার চাকর যে মিথ্যা না বললে তার ক্ষতি করে দেবে এমন কথাও প্রকাশ করে দিলে।

একেই চাকরের গুরুতর অপরাধ তার উপরে মার্টিনকে মিথ্যা বলার প্ররোচনা না বললে প্রাণেরও ভয় দেখানো। সব মিলিয়ে চাকরের অপরাধের জন্য চাকরী চলে যায়। চাকরের জন্য মার্টিনের দুঃখ হয়েছিল, দুদিন কেঁদেছিলেন কিন্তু তার পর থেকে আর কোন

দিনই মিথ্যা কথা বলতে পারেন নি।

রুদ্ধ নিঃশ্বাসে সকলেই দেখলেন। মিঃ মার্টিন অভিভূত হ'য়ে সাইবারের একটি হাত চেপে ধরে বললেন,—আমি জানি না কে আমাকে সেই দিন মিথ্যা কথা বলতে বাধা দিয়েছিল। পরিবর্ত্তন আমার সেই দিন থেকেই। যাক্ আর আমার মনে আপনাদের সম্পর্কে কোনও অবিশ্বাস নেই বা থাকবে না। আমি অন্ততঃ সকল সময়েই সহযোগিতা করবো এইটুকু জেনে রাখবেন।

ছবি শেষ হতে সাইবার জানালে, আমরা যেমন ভাবেই কাজ করি না কেন একা একা কোন কাজই ঠিক মত হয় না সেই কারণে কাজ করার একটা শৃঙ্খল গড়ে তুলতে চাই। এই কাজের জন্য আরো অনেক লোক আছেন যাঁরা এর মধ্যেই কাজ সুরু করে দিয়েছেন। গত বিশ্ব যুদ্ধের কথাটাই স্মরণ করে দেখুক না মানুষ আর মানুষ ছিল না—পিশাচে পরিণত হয়েছিল। এক রাষ্ট্রের হয়ে মানুষকে নিঃশেষ করার কত ঘটনা পরেই না প্রকাশ পেয়েছে। যারা যুদ্ধের ফলে অযথা বঞ্চিত আর ক্ষতিগ্রস্থ হ'য়েছিল তাদের অন্তরে নিশ্চয় ক্ষোভ সঞ্চিত ছিল। কিন্তু মুষ্টিমেয় লোভীদের দল সমস্ত পৃথিবীকে তচ্‌নচ্‌ করে অধিবাসীদের চরম দুর্দশার মধ্যে ফেলে দিলে। সেই ধ্বংস স্তূপ থেকে একটি সত্যের বীজ জেগে উঠলো আর তার থেকেই সূত্রপাত হ'ল এই নব জাগরণের গান। সাইবার একটু থামলো তারপর সকলের মুখের দিকে দেখে বুঝলে তাদের আগ্রহের চিহ্ন চোখে-মুখে ফুটে উঠেছে।

সাইবার জানালে,—তিনি ছিলেন ডঃ বেণ্টলী আর তার খেলার সাথী ব্লু। ডঃ বেণ্টলী খুব অল্প বয়সে মারা যান। তার আগেই তাঁর কাজের ভার আর খেলার সাথীকে দিয়ে গেলেন—সত্যসাধনার অক্লান্ত কর্মী কুমার সাহেবের হাতে।

আপনাদের এই পৃথিবীর হিসাব মতই কুমার সাহেব বেশ ধনীর সন্তান ছিলেন। কিন্তু কর্ম-সাধন সূত্রে তিনি ছিলেন মহাযোগী

সাধুর মতই। ঠিক তেমন নিষ্ঠা ভরে মানব হিতের জন্যই জীবনটাকে আবিষ্কারের সাধনায় কাটালেন।

মানব হিতের একনিষ্ঠ সাধক ছিলেন বলেই কোনও লোভ তাকে স্পর্শ করতে পারে নি। তাকে অজস্র অর্থের লোভ দেখিয়েছেন তাবৎ পৃথিবীর রাষ্ট্রের লোভীরা কিন্তু তিনি আর্দ্র কোমল ভাষায় অথচ ঘৃণা ভরে সব কিছু প্রত্যাখ্যান করেছেন।

সাইবার একটু থামলেন,—এখন থেকে জীবনকে নূতন ধারায় গড়ে তুলতে হবে। বিজ্ঞানীদের কিছু অংশ ইতিমধ্যে আত্ম চেতনায় জেগে উঠেছেন। তাঁরা বুঝেছেন অই লোভীদের লাভের মাত্রা বাড়াতেই যেন তাদের শিকার হয়েছেন। এমন শিকার হ'তে আর তারা রাজী নন। তারা যে কেবল পরের কাছেই সমালোচনার পাত্র তাই নন—এমন কি স্ত্রী-পুত্রদেরও সমালোচনার পাত্র হ'য়ে দাঁড়িয়েছেন। সেই অন্তঃসলিলা ধিক্কার আজ তাঁদের মনের উপর আছড়ে পড়ছে।

মানুষ যেমন চায় তার স্ত্রী-পুত্র পরিবার ভাল হ'ক, লোকেরা ভাল বলুক ঠিক তেমনটি অপর পক্ষও আশা করে। এখন যেমন সুরু হয়েছে কোনও বিজ্ঞানী যদি মারণ অস্ত্র আবিষ্কার করেন রাষ্ট্র তাকে পুরস্কৃত করে কিন্তু তাঁর পুত্র কন্যারা কি পায়? লোকেরা তাদের দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে বলে,—ওদের বাবা নরঘাতী অস্ত্র আবিষ্কার করে জল্লাদ হয়েছে। ওরা নরঘাতক আমরা ওদের সঙ্গে খেলা করবো না।

এর পরে কি সেই বাবা মার মনে কোনও আলোড়ন জাগে না? তাঁরা ভাল লেখাপড়া শিখেই ত' বড় বিজ্ঞানী হয়েছেন।

আপনাদের কাছে আমারও অনুরোধ এই পৃথিবীকে বাঁচাতে হলে সকলের আগেই প্রয়োজন সৎ সহযোগিতা। অপর দিকে লোভীগুলোর সঙ্গে অসহযোগ করলেই তাদের হাতের শক্তি খসে পড়বে। মানুষকে যদি মানুষের প্রতি ভালবাসায় সচেতন করে তোলেন তবেই এই পৃথিবীতে আবার শান্তি ফিরে আসবে।

লোভীরা তো নক্ষত্র যুদ্ধের ধাপ্পা দিয়েই কাজ সারতে চান। তাদের যদি প্রকৃত শক্তি থাকে ত' নক্ষত্রের পথে এগিয়ে যান না। শুধু জেনে রাখুন ওটা অবাস্তব।

সাইবাররা অন্য কাজে চলে গেলেন।

॥ নয় ॥

একটা অদ্ভুত নিরবতায় ঘর স্তব্ধ হয়ে আছে। মিঃ মার্টিন বসে কি যেন ভেবেই চলেছেন। যে দেওয়ালে ছবি দেখানো হ'ল মার্শাল সেই একই ভাবে দেওয়ালের দিকে চেয়ে আছেন।

কথা বলে প্রথম স্তব্ধতা ভঙ্গ করলে কৃষ্ণেন্দু,—বলুন এর পর থেকে আমরা কিভাবে কাজ সুরু করবো ?

—তা হলে নক্ষত্র যুদ্ধের পুরো কথাটাই মিথ্যা ? বললেন মিঃ মার্টিন ? তবে তার কথা এইখানেই থামলো না।—আমি ভাবছি আমাদের এই গ্রহের কাছাকাছি তেমন কোনও নক্ষত্রই বা কোথায় ? যা প্রক্সিমা সেণ্টারি আছে তার দূরত্বই চার আলোক বর্ষের। আমাদের মনুষ্যবাহী রকেট এখনও মঙ্গল গ্রহেই পৌছাতে পারলো না। তাহলে ওরা কি মহাশূন্যে নক্ষত্র সৃষ্টি করে লড়াই করবে ? কিন্তু লড়াইটা হবে কার সঙ্গে ? আমি কেবল দেখতে পাচ্ছি একমাত্র এই পৃথিবীর লোক ধ্বংস করা ছাড়া ওরা আর কিছুই করতে পারবে না। এক মাত্র বিজ্ঞানীগুলোর জন্যই যতটুকু ক্ষমতা।

এতক্ষণ চুপ করে থাকার পর মার্শাল এইবার মুখ খুললেন,—হুঁঃ। নক্ষত্রই নেই তার আবার নক্ষত্র যুদ্ধ ? যার মাথা নেই তার মাথা ব্যথা। কিন্তু অই যে আমাদের দিয়ে গোপন চুক্তি করিয়ে রেখেছে। কোন কথাই বাইরে প্রকাশ করা চলবে না। অর্থাৎ যা কিছু অন্যায়

চোখের উপরে দেখলেও চুপ করে মুখ বুজে থাকতে হবে। যেমনই বলবে অমনি রাষ্ট্রদ্রোহের অপরাধ। কেবল ভণ্ডের মতই ন্যায় নীতি দেখিয়ে দাবিয়ে রাখবে। এমন অন্যায় আর কতদিন চলতে পারে? এই তো সংবাদ পত্র খুললেই দেখতে পাবেন একটা ছোট নিরীহ রাষ্ট্র শান্তিতে বসবাস করছিল তার পিছনে আর একটা ছোট রাষ্ট্রকে অস্ত্র দিয়ে লোভ দেখিয়ে লেলিয়ে দিলে। নিজেরা বাইরে ঘিরে বসে রইল যাতে আর কেউ ওদের মাঝে যেতে না পারে। আসল কথা হচ্ছে নূতন নূতন অস্ত্র ওদের দিয়ে পরীক্ষা করিয়ে নেওয়া। তা হলে বুঝে দেখুন না আমরা কাদের জন্য কাজ করবো? আপনারা কি লোভীগুলোর হাত শক্ত করতে আর রাজী আছেন?

কৃষ্ণেন্দু বললে, এক দল আণবিক বোমা বানাতেই অন্যেরা আণবিক বোমা বানান সুরু করে দিল—কে কাকে ঠেকাবে বলুন। এইসব কাজ যা হয় তার সবই লোক চক্ষুর অন্তরালে ঘটে। যারা কাজ করে তারাও বিধি নিষেধের বেড়াজালে ঘেরা। সাধারণ লোককে জানায় দেশের নিরাপত্তা। কিন্তু ভাবুন তো এদেশের লোক কি আলাদা? আণবিক বোমা অনেকেই বানিয়ে রেখেছে যখন যুদ্ধ সুরু হবে তখন কার এই পৃথিবীতে নিরাপত্তা থাকবে বলুন তো? একটা বদ্ধ ঘরে গ্যাস খুলে দিলে যা হয় এরপর পৃথিবীর আণবিক যুদ্ধে সেই ভয়াবহ দশাই ঘটবে। তাই বলা মাত্র দেশের নিরাপত্তার কথাটুকু না ভাবি এই তাবৎ পৃথিবীর নিরাপত্তার কথাটা ভাববার সময় এসেছে। দু'দল সৈন্য সামনাসামনি দাঁড়িয়ে আছে বলুন তো কে কার শত্রু? অথচ তুমি যদি অপর পক্ষকে গুলি না কর, অপর পক্ষই তোমাকে গুলি করবে। দুদলের যারাই মারা পড়ুক তারা অন্য চিন্তায় এসেছে। প্রাণ দিলে কাদের জন্য? অই যারা উপর তলায় বসে হুকুম করছে। মানুষকে মানুষ যে খুন করবে একথা তো ভাবাই যায় না। অথচ লোভিরা খুন করতে পারলেই যেন উল্লসিত হয়ে পড়ে।

দেশের সীমারেখা ঘিরেই অই লোভীগুলোর যা কিছু শাসন আর শোষণ তাই সীমান্তের ঝগড়া জিইয়ে না রাখলে তাদের আসন থাকবে না। আপনি সীমা রেখার এপার ওপার হলেই যত অপরাধ, অথচ তারা অনায়াসে যাওয়া-আসা করছে নানা দেশ থেকে উপহারের নামে ঘুষ নিয়ে আসছে।

কেউ বোধ হয় কিছু বলতে চাইছিল কিন্তু মার্শাল যেন অন্য জগতের লোক। শেষে বললেন, না ওদের কোনও দোষ নেই। কেবল ওদের পরিকল্পিত শত্রুদেশে যদি আপনার কোনও হিতৈষী জনও থাকে তবুও তিনি শত্রু হিসাবে গণ্য হবেন। · কি অদ্ভুত কথা শুনুন।

মিঃ মার্টিন চুপ করেই শুনছিলেন এইবার যেন মনটা আবার ছট্‌ফট্‌ করে উঠলো। কি ভেবে বললেন—দেখুন আলোচনার ধারাটা অন্য পথে চলে যাচ্ছে যেন রাষ্ট্রে? পরিপন্থী এমন আলোচনার দরকার নেই।

মিঃ মার্টিনের কথা শুনে মার্শাল থমকে গেলেন কিন্তু কৃষ্ণেন্দু হো হো করে হেসে উঠলো ঠিক বলছেন মিঃ মার্টিন, তবে কথাগুলো বলতে একটু দেরী হয়ে গেল।

—কেন? মিঃ মার্টিন বলে উঠলেন।

মিঃ মার্টিনের কথায় কৃষ্ণেন্দু আরও জোরে হেসে উঠলো,—এই গোল্ডেনের সাইবাররা যখন এসে বলছিল কথাগুলো তাদের শোনানো আপনার কর্তব্য ছিল। ওরা অন্ততঃ জেনে যেত যে আপনি রাষ্ট্রের পক্ষে একজন অতি নিষ্ঠাবান অনুগত ব্যক্তি। একটু থেমে আবার বললে,—এই সব লোভীদের প্রতি অনুগত থাকাটাও একটা অপরাধ।

—আপনি আমাকেও অই লোভীদের দলে ফেললেন? বেশ আহত হ'য়ে মিঃ মার্টিন বললেন।

হাসলে কৃষ্ণেন্দু,—আপনি অমন আনুগত্যের ভাব দেখালেন

তার সঙ্গে আমাদেরও সাবধান করে দিলেন, কিন্তু আমার তো অমন আনুগত্যের চুক্তি নেই মিঃ মার্টিন? ওরা আমার কাজের চুক্তি করেছে তবুও সেই চুক্তিতে বিরাট ফাঁক আছে। ওদের যে ফরমূলার জিনিষ দেব তা অবশ্যই অন্যকে দেওয়া চলবে না। তবুও সেটা চির কালের জন্য নয়। কাজের জন্য সময়েরও কোনও গ্যারান্টি নেই। ওরা পরিষ্কার ভাবেই স্বীকার করে নিয়েছে—আবিষ্কারের কাজে সময়ের গ্যারান্টি দেওয়া চলে না। আমি এখানে যে কাজ করবো সেটা যে কেবল ওদের জন্যই হবে এমন কোনও কথাও নেই। আমার কাজের স্বাধীনতা সকল সময়েই থাকবে। তাহ'লে বলুন মিঃ মার্টিন আমার তরফে কোথায় চুক্তি ভঙ্গ করা হ'য়েছে?

মিঃ মার্টিন অবাক হয়ে বললেন, এমন চুক্তি তো ওরা সহজে করে না? আপনার সঙ্গে এমন চুক্তি কিভাবে হ'ল তাই ভাবছি।

—ভাববার মত কিছুই নেই—সোজা কথায় আমি বলে দিয়েছিলাম—আমি পারবো না। আমার কাছে অনেক দিন ঘোরা ঘুরির পরই বলেছিলাম—এই সব কাজ কোনও যুক্তির বাঁধনে করা সম্ভব নয়। ওরা যতগুলো চুক্তির সর্ত্ত আমাকে দিলে আমি তার সবগুলোই বাতিল করে দিলাম। শেষ পর্যন্ত অই চুক্তি এসে দাঁড়াল। ওটাকে ছেলে খেলাও বলতে পারেন।

মাথা চুলকে মিঃ মার্টিন বললেন,—তা ঠিক, তাহলে আপনাকে আর কিছুই বলা চলে না, কিম্বা কেউ কিছু বলবেও না।

মার্শাল এতক্ষণ কোনও কথাই বলেন নি, চুপ করে কেবল দেখছেন আর কথা শুনেছেন। এইবার যেন বললেন,—আমি বুঝতে পারছি কেন অই সাইবার বা ডঃ ভৌমিকের কাছে এসেছিলেন?

মিঃ মার্টিন ভ্রূ কুঁচকে মার্শাল গিবসের দিকে ফিরে চাইলেন,—আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে পারি কি?

—নিশ্চয় পারেন। সম্ভবতঃ আপনার প্রশ্ন গোল্ডেন বার্ড সম্পর্কে? তাই তো? বললেন মার্শাল।

—না ঠিক গোল্ডেন বার্ড সম্পর্কে নয়। অই যে বললেন বুঝতে পেরেছেন। সেই আসল রহস্যটা আমার বড় জানবার ইচ্ছা।

মার্শাল বলতে থাকেন,—সত্যি কথা বলতে কি গোল্ডেন বার্ডকে আমি একবার মাত্রই উড়ে যেতে চোখে দেখেছি। তাও ক্ষণিকের জন্য। ওর তীব্র গতি আর উড়ে চলার দৃপ্ত ভঙ্গিমা আমাকে মুগ্ধ করেছিল। যা কিছু শূন্যে উড়ে যায় তাদের গতিবিধির উপরে আমার দৃষ্টি বড় তীক্ষ্ণ। বুঝতেই পারছেন আমার কাজ ছিল আকাশে ওড়ার। মার্শাল গোল্ডেনের উপর যে তাঁর অসীম শ্রদ্ধা বর্ণনায় তাই প্রকাশ করলেন।

মিঃ মার্টিন বললেন,—একটু আগেই গোল্ডেনের সাইবারদের কাছেই শুনলেন ডঃ বেণ্টলীর নাম। আমি তাঁর নাম শুনেছিলাম আমার শিক্ষা গুরুর কাছে। মাত্র ডঃ বেণ্টলীর নামই নয়, অই স্বনামধন্য কুমার সাহেবের নামও। তিনি যে আদর্শ নিয়ে কাজ করতেন—তারই উত্তর পুরুষ হিসাবে ডঃ ভৌমিক কাজ সুরু করেন। কথাটা অবশ্য ডঃ ভৌমিকের মুখ থেকে অতি সাধারণ ভাবে শুনেছিলাম। তখন অবশ্য বুঝতে পারি নি। কিম্বা খেয়াল করতে পারি নি—ডঃ ভৌমিকও সেই সংস্থার সঙ্গে যুক্ত। ধীরে ধীরে ওদের মিশন এগিয়ে চলেছিল। একটু থেমে মিঃ মার্টিন আবার বললেন,—ডঃ ভৌমিকের কাছে কুমার সাহেবের কথা শোনার পর আমি তাঁর কাজের কিছু কিছু খবর পাই। একটা অদ্ভুত চিন্তা ধারা নিয়ে তিনি কাজ সুরু করে গেছেন। বর্তমান কালে মানুষের এই যে দুর্মতি তাকে কোন নরকের অতলে নিয়ে চলেছে।—এগুলো রোধ করার জন্য তিনি অদ্ভুত উপায় আবিষ্কার করলেন। মানুষ নিষ্ঠা ও সততা হারিয়েছে তাই কোনও কাজই সে সুন্দর ভাবে সুষ্ঠু ভাবে করতে পারে না। সেই সব ক্ষেত্রে তিনি সাইবার সৃষ্টি করে কাজ সুরু করলেন। সাইবারদের সুন্দর সুষ্ঠু কাজের ধারা শ্রমিক মহলে—একটা চাঞ্চল্য সৃষ্টি করলে। নেতারা রব তুললে তোমরা সাইবার-

দের হাটাও না হ'লে তোমরা খেটে মারা পড়বে। তার মধ্যে সাইবাররা বোঝালে ভাল কাজের জন্যই তোমাদের সুনাম। আমরা কাজ বন্ধ করলে অথবা চলে গেলে তোমরা যদি ভাল কাজ না কর এই কারখানাই বন্ধ হয়ে যাবে। কাজ ভাল না জানার জন্য তোমাদের অন্য কোথাও কাজ পাবে না। সবাই দেখাবে তোমাদের কাজ না জানার জন্য কারখানা বন্ধ হ'য়ে গেছে। অতএব তোমরা সেখানেই কাজে যাবে। সেই কারখানা বন্ধ হয়ে যাবে—যার ফল দাঁড়াবে মাত্র উপবাসে থাকা! তখন তোমাদের নেতাদের দেখাও পাবে না। কথাটা তারা বুঝে কাজ ভাল করতে সুরু করে। এ ছাড়া তাঁর আর একটি মনের ইচ্ছা ছিল প্রকৃত মানুষ গড়ার শিক্ষালয় স্থাপন করা।

—মানুষ গড়ার শিক্ষালয়? কথাটা আবার উচ্চারণ করেন মার্শাল—শিক্ষালয়ের উদ্দেশ্যই তো মানুষ গড়ার। তবে! কি বৈশিষ্ট্য নিয়ে সেখানে শিক্ষা দেওয়া হ'তো? না কেবল পরিকল্পনাই হ'য়েছিল?

—পরের খবর যে কি তা আমি অবশ্য বলতে টলতে পারবো না, ডঃ ভৌমিক বলতে পারেন।

ডঃ ভৌমিক মাথা নিচু করে বসেছিলেন। যুক্ত করে সেই মহাপুরুষের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানিয়ে কৃষ্ণেন্দু বললেন,—আমার জীবনের অশেষ সৌভাগ্য যে আমি সেই বিদ্যালয়ের এক জন ছাত্র।

মিঃ মার্টিন আর মার্শাল গিব্‌স্ কথা শুনে আগ্রহ ভরে কৃষ্ণেন্দুর মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন,—আজ তা হলে আমাদের জ্ঞানের একটা অজানা দিগন্ত খুলে যাবে। তাহলে বলুন—শুনি।

আমাদের বিদ্যালয়ের আসল উদ্দেশ্যই ছিল মানুষের মনের দৃঢ়তা বাড়ান—যা আসবে মাত্র সত্য, সততা আর নিষ্ঠা থেকে। তাই অই তিনটির ভিত্তিতেই আমাদের শিক্ষা সুরু। যাঁরা আমাদের শিক্ষা দিতেন কি অসীম ধৈর্য্য আর আগ্রহ ছিল তাঁদের শিক্ষা দেবার

সেই কথা চিন্তা করলে আমাদের মাথা আপনা থেকেই শ্রদ্ধায় নত হ'য়ে আসে। পরে অবশ্য জেনেছিলাম সেই সব শিক্ষক শিক্ষিকার নির্বাচন সাইবারনেটিকরা করেছিল। আজকের দিনেও ঠিক তেমন কথা সহসা চিন্তা করাই যায় না। শিক্ষক, শিক্ষিকা অথবা ছাত্র ছাত্রীদের নির্বাচনের ব্যাপার ছিল অত্যন্ত অদ্ভুত আর অনন্য-সাধারণ। কারণ একটা সরু পথ দিয়ে এগিয়ে যাবার সময়েই যা কিছু পরীক্ষা তার সবটাই আপনা হ'তে করা হয়ে যেত। শিক্ষক, শিক্ষিকাদের এই পথের শেষে একটি করে পরীক্ষার প্রশ্নপত্র দেওয়া হত, আর সেই প্রশ্ন পত্রের উত্তর দিলেই নির্বাচন শেষ।

ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা ছিল গল্পের আর খেলার মাধ্যমে, যা ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের প্রকৃত হৃদয়গ্রাহী। তা ছাড়া আরও একটা জিনিষ ছিল ছেলে মেয়ের শিক্ষা শেষ না হলে কেউই বিদ্যালয় ছেড়ে যেতে পারতো না। অবশ্য বিদ্যালয়ের পরিবেশ এমনই ছিল যে কোনও ছাত্র ছাত্রীই বিদ্যালয় ছেড়ে কোথাও যেতে চাইতো না। সেই আনন্দময় পরিবেশ যেখানে সহপাঠীদের ভালবাসা আর শিক্ষক শিক্ষিকাদের স্নেহ আজও ভুলতে পারি না। সেই বিদ্যালয় ছেড়ে বাড়ী এসেও সাতদিন কেঁদে কেঁদেই দিন কেটেছে।

পরবর্তী কালে যে মহাবিদ্যালয়ে পড়াশোনা করতে এলাম তার আবহাওয়া ছিল অন্য রকম, কিন্তু আমাদের ব্যবহারে আর শিক্ষকদের চেষ্টায় তার পরিবর্তন ঘটিয়ে প্রকৃত শিক্ষা লাভ করা গেছে। মহাবিদ্যালয়ে আমাদের সর্বপ্রথম কাজ হ'ল যে সব ছাত্ররা রাজনীতির নামে পড়াশানায় ব্যাঘাত ঘটাতো তাদের মন পরিবর্তন করা। আমরা এখানে শিক্ষা গ্রহণ করতে এসেছি এখানে আমাদের একমাত্র চিন্তা ভাবনা শিক্ষার জন্য। তাই আমরা প্রকৃত শিক্ষা পেয়েছি।

অনেক আগ্রহ নিয়ে মার্শাল প্রশ্ন করলেন,—এর সব কিছুই কি কুমার সাহেবের পরিকল্পনা মত ? তিনি ত' বহু দিন আগেই মারা গেছেন, তাহলে এই সব কে দেখা শোনা করেছে ?

—আপনারা সাইবারদের আর একটা নাম শুনেছেন—যাকে ডঃ বেণ্টলী কুমার সাহেবের হাতে অর্পণ করেছিলেন—সেই ব্লু-বয়। যদিও জার্মান বিজ্ঞানী ফন এরিক ডঃ বেণ্টলীর ছেলেবেলার সঙ্গী হিসাবে তৈরী করেছিলেন। ডঃ বেণ্টলী এই নামটি কিন্তু আসল নাম নয়। বিজ্ঞানী ফন এরিকের নাম হয়তো সকলে জানেন না; তিনি বাধ্য হয়ে হিটলারের ইহুদি নিধন যজ্ঞের সামিল হ'য়েছিলেন। বেণ্টলী ইহুদি কেবল ফন এরিকের বড় প্রিয় ছিল বলেই হিটলারের কাছে তার প্রাণ ভিক্ষা নিয়েছিলেন।

ব্লু-বয় যখন কুমার সাহেবের কাছে আসে, তিনিই ব্লু-বয়ের মস্তিষ্কে ব্যালেন্স ব্রেনের সংযোজন করেন। তার ফলে পরবর্তীকালে কুমার সাহেবের পরিকল্পিত সকল কাজই অতি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করে। এই ব্লু-বয়ের বিশেষ ব্রেন সিষ্টেম ছাড়াও ভিন্ন ভিন্ন কাজের উপযোগী করে বহু সাইবারনেটিক সৃষ্টি করেছিলেন। তারা মানুষের মেধা, স্মৃতি, কার্য্য, ক্ষমতা ও দক্ষতার পরিমাপ করতে পারতো। এ ছাড়া তিনি কার্য্যকারি রোবটের যে সব ফরমূলা রেখে গিয়েছিলেন, সেই ধরনের বহু রোবট সৃষ্টি করে বহু কারখানায় পাঠানো হয়েছিল তার ফলে তার অলস কর্মীদের কাজের প্রতীক হয়ে দাঁড়ায় ও কর্ম ক্ষমতা ফিরে পায়।

ডঃ ভৌমিক একটু থামলেন। তারপর দু'জনের দিকে চেয়ে বললেন, আপনাদের নিশ্চয় এতো কিছু খবর জানা ছিল না। একটা নিঃশব্দ বিপ্লব কিভাবে মানুষের মনকে পরিবর্তিত করে সত্য সভ্যতার পথে নিয়ে চলছে। এ বিপ্লবের কোনও প্রতিবাদ করারও উপায় নেই বা রোধ করার শক্তিও কারো নেই। এই বিপ্লবের মন্ত্র হচ্ছে সত্য-নিষ্ঠা আর সততা যার ভিত্তি হচ্ছে মানব জীবনে সব থেকে দৃঢ়।

মার্শাল যেন কুমার সাহেবের উপর অদ্ভুত শ্রদ্ধায় নত হয়ে পড়লেন —সত্যি বলছি এমন যে মহাপুরুষ ছিলেন আমাদের জানাই ছিল

না। তাঁর সম্পর্কে একটা অস্পষ্ট ধারণা মাত্র ছিল। গোল্ডেন বার্ড সম্পর্কে কেবল একটা কথাই জানতাম—ওটা দুর্বার গতিতে মহাকাশে ঘুরে বেড়ায়। আমার ধারণা ছিল ওরাও নক্ষত্র যুদ্ধের প্রস্তুতির জন্যই যে মহাকাশ চষে বেড়াচ্ছে। তবে এ যাবৎ পৃথিবীর কোনও ক্ষতি করেছে বলে শোনা যায় নি। আমরা কুমার সাহেবের কথা জানার মধ্যে এইটুকুই জানতাম পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের প্রতিভা। ধর ডঃ বেণ্টলী ছিলেন তাঁর অকৃত্রিম বন্ধু সেই কারণেই ব্লু-বয়কে কুমার সাহেবের হাতে তুলে দিয়েছিলেন। কথাগুলো এখন আমার স্মরণ হচ্ছে। আচ্ছা ডঃ ভৌমিক আপনার কাছে আর একটা প্রশ্ন করতে পারি? গোল্ডেনের সঙ্গে আপনাদের সম্পর্ক কিসের? আর গোল্ডেনের যাতায়াত কি কুমার সাহেবের সময় থেকেই ছিল?

ব্লু-বয়ের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়ের কথাটা বলি—বললে কৃষ্ণেন্দু স্কুলে পড়ার সময়ে ব্লু-বয়ের কথা শুনতাম—আমরা একদিন অ্যান্টিকে ধরে বসলাম, একদিন ব্লু-বয়কে আমরা দেখবো। একটা অদম্য কৌতূহলে ছেলেমেয়েরা দেখতে চেয়েছে বুঝেই একদিন খেলার সময়ে বাগানে নীল জামা পরা আমাদের মত একটি ছেলেকে দেখলাম। মুখের রং ফ্যাকাশে—যেন রক্তহীন মাথার চুল অবিন্যস্ত কটা রং। অ্যান্টিকে আমিই প্রশ্ন করে জানলাম ওর নাম ব্লু। মাঠে সকলের সঙ্গেই সে খেলা করছে, কখনো ডিগবাজি খেয়ে, কখনো এক পায়ে দৌড়ে আবার কখনো মাটিতে মাথা আর উপর দিকে পা তুলে বন্‌বন্ করে পাক খাচ্ছে। সমস্ত ছেলে মেয়েদের সেদিন ব্লু এতো আনন্দ দিয়েছিল তা আজও ভুলতে পারি না। ব্লুর সঙ্গে সেদিন পরিচয় হ'য়ে মনের মধ্যে একটা আনন্দের বন্যা জেগেছিল আর আজ মনে ভাবি আমি ধন্য হয়েছি।

একটু থেমে কৃষ্ণেন্দু বললে, আর একটা মজার কথা বলি শুনুন, সেইদিন আমরা খাবার টেবিলে ব্লুকে চেয়ে ছিলাম একসঙ্গে আমরা খেতে বসবো। তাকে আমাদের মধ্যে না পেয়ে অনেকেই আমরা

কেঁদে ছিলাম। আমাদের তখন জানা ছিল না যে আমাদের খাবার সাইবারনেটিকের চলবে না। পরেই জানতে পেরেছি ওর খাদ্য হচ্ছে বিদ্যুৎ।

—গোল্ডেনের কথা বলি—যারা মানবতার প্রতি প্রকৃত বিশ্বাসী আর শ্রদ্ধাশীল তাদের সঙ্গেই গোল্ডেনের যোগাযোগ। তাই যথা সময়ে আর যথাস্থানে ওরা হাজির হয়। যারা মানবতার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করার আয়োজন করেছে বা করছে। গোল্ডেন তাদের প্রতি বড় নিষ্ঠুর, বড় নির্দ্দয় মানবতার প্রতি যারা অন্যায় করবে গোল্ডেনের কাছে কোনও ক্ষমা নেই আর কোনও মতেই গোল্ডেনের শাস্তি এড়ানো সম্ভব নয়।

মিঃ মার্টিন চুপ করেই এতক্ষণ শুনছিলেন। এইবার বললেন—ব্লু-কে দেখলে আমার মনে হয় বহুদিন খেতে না পাওয়া রোগ ভোগ করা ছেলে। ওর কথার যুক্তি এমনই স্পষ্ট, যার কোনও প্রতিবাদ করা চলে না। আমি ওকে দেখে কেবল ভেবেছি অই বাচ্চা ছেলেটাকে অমন আস্কারা দেবার কি আছে? কে জানতো ওর এতো গুণ।

মিঃ থামলেন, হঠাৎ সকলের মন গেল দরজার দিকে কে যেন দ্বার ঠেলে ঘরে ঢুকলো। এ ঘরে এমন অবস্থায় কেউই না জানিয়ে ঢুকতে পারে না কিন্তু ও এলো কি ভাবে? প্রশ্নটা অন্যদের মনে জাগলেও ব্লুকে দেখে কৃষ্ণেন্দু ছুটে গিয়ে ব্লুকে বুকে জড়িয়ে ধরে। ব্লু—তুমি! কি খবর? কোন খবর ছাড়া এমন হঠাৎ তো তোমার আবির্ভাব ঘটে না?

## ॥ দশ ॥

এতো আনন্দ, এতো সৌহার্দ্য, এতো ভালবাসা অথচ ব্লুর কোনও ভাবাবেগ নেই। ব্লুর মুখের দিকে তাকিয়ে মার্শালের একটু



( এ ঘরে এমন অবস্থায় কেউ না জানিয়ে ঢুকতে পারে না। কিন্তু ও এলো কি ভাবে ? ) পৃষ্ঠা—৮৭

বিরক্তি বোধ হচ্ছিল ডঃ ভৌমিকের এতো ভালবাসার বিনিময়ে ও কি দিলে ? ডঃ ভৌমিক তাকে এমন উচ্চ সম্বর্ধনা করে এনে বসালে তার উত্তরে ব্লুর একটু ভাব প্রকাশ করারও প্রয়োজন ছিল।

—তুমি কি ভাবে এখানে এলে ? কৃষ্ণেন্দু বললে।

সকলের সঙ্গেই আলতো ভাবে করমর্দন করে কুশল প্রশ্ন করলে ব্লু—আশা করি আপনারা সকলেই ভাল আছেন। আমি একটু কাজের জন্যই এসেছিলাম। কৃষ্ণেন্দুর দিকে ফিরে বললে,—গোল্ডেন আমাকে এখানে পৌঁছে দিয়ে গেল তার আগেই তো গোল্ডেন এখানে ছিল।

কৌতূহলী হ'য়ে মিঃ মার্টিন প্রশ্ন করলেন—তা হলে আপনি কোথায় ছিলেন ? কোথা থেকে আপনাকে এখানে নিয়ে এলো ?

জবাব দিলে ব্লু,—দেশ বা স্থান বললে আপনি ঠিক বুঝবেন। না, ছিয়াশি ডিগ্রীর সামান্য পূর্ব আর ছাব্বিস ডিগ্রীর সামান্য উত্তরে।

বিস্মিত হয়ে মিঃ মার্টিন বললেন, সে কি ? সে তো সামান্য দূর নয় ? গোল্ডেন বার্ড যদি এসেই থাকে তা হলে কবে ?

ভাবহীন মুখে ব্লু জবাব দেয়, কবে নয় এখনই।

—কিন্তু একটু আগেই মাত্র গোল্ডেন চলে গেল।

কৃষ্ণেন্দু বুঝিয়ে দিলে—গোল্ডেনের পক্ষে এই দূরত্ব কিছু নয় সুতরাং আসা বা যাওয়ায় সময়ের কোনও প্রশ্ন নেই। আমি কিন্তু ভাবছি অন্য কথা। হঠাৎ ব্লু এলো কেন ? বিনা প্রয়োজনে ব্লু সময় নষ্ট করে না।

এখানে আসবার কারণ নিশ্চয়ই আছে। সেই কারণেই এখানে আপনার সঙ্গে দেখা করার দরকার। কোনও কোনও রাষ্ট্র নক্ষত্র-যুদ্ধের প্রস্তুতি চালাবে এমন খবর আছে। আর সেই ভাবেই সৈন্য-দের তালিম দেওয়া হচ্ছে। প্রকৃত নক্ষত্র যুদ্ধ যদি হয় তাহলে সৈন্যের কি প্রয়োজন ? নিশ্চয় তারা পৃথিবী থেকে সৈন্য নিয়ে নক্ষত্রে যুদ্ধ করতে যাবে না। একটা কথা ভেবে দেখুন না—কোন

রাষ্ট্র কোন নক্ষত্রে পৌছাতে পেরেছে ? সকলেই কেবল মিথ্যার চমক দিয়ে দুনিয়ার লোককে ধোঁকা দিতে চায়। আসলে ওরা যা চাইছে সেটি হচ্ছে এই গ্রহটার বাইরে থেকে ওদের ইচ্ছামত দেশকে আর দেশের লোককে ধ্বংস করতে। ওরা মানব সমাজের কাছে অনেক অপরাধ করেছে। সেই অপরাধের জন্যই আর সামনা সামনি লড়াই করতে চাইছে না। তা ছাড়া লড়াই করতে ওদের দেশের লোকেরাও রাজী নয়। পৃথিবীর মানুষেরা এখন বুঝতে পেরেছে যুদ্ধ কখনই তাদের জন্য নয়। অপর দেশের জীবন আর সম্পদ নষ্ট করে অই উপরের লোকগুলোই লাভবান হয়। তাই নিজেদের ক্ষতি করে ওপরের লোকেদের লাভবান করতে কেউই রাজী নয়।

মার্শাল প্রশ্ন করলেন,—তাহ'ল এই যে প্রতিটি দেশ সুরক্ষার জন্য বছরে প্রতিরক্ষার জন্য বিপুল ব্যয় বাড়িয়েই চলেছে এর কি হবে ?

ব্লুর শরীর যদি রক্ত মাংসে গড়া হত তাহলে মুখে হাসি দেখা যেত। কিন্তু ব্লু অভিব্যক্তি হীন মুখে জবাব দিলে—কি আর হবে ? অই অর্থ দিয়ে লোকেদের রোগ চিকিৎসা লেখা পড়া আর সুখ সুবিধার ব্যবস্থা হবে। সারা পৃথিবী হবে একটা দেশ আর বাস করবে মানুষ জাতি। তারা ভালবাসার বাঁধনে নিজেদের বাঁধবে। এর পরেই তীর্যক ভাবে ব্লু বললে—কথাটা শুনতে আপনাদের কি ভাল লাগছে না ?

ব্লুর কথা সকলেই মোহিত হয়েই শুনছিল। মিঃ মার্টিন শেষের কথায় চমকে উঠে বললেন,—ভাল লাগছে না আবার কি কথা ? আমরাও মনে প্রাণে এমন কিছুই আশা করছি। কিন্তু আশা করলেই কি সব হয় নাকি ? কি ভাবে কাজ করলে আমরা তেমন দিনের দুয়ারে পৌছাতে পারবো সেই সৎ পরামর্শ আমাদের কে দেবে ? কে দেখাবে সেই পথ ?

ব্লু পিছন দিকে নিজের দুটো হাত ধরে সোজা দাঁড়িয়ে বললে,—

আপনাদের তিন জনের উপরেই একটা ঝড় এসে পড়বে। কারণ লোভী লোকগুলো কাউকে বিশ্বাস করতে পারে না। তাই প্রতি হাতেই তাদের সন্দেহ দেশময় গুপ্তচর ছড়িয়ে নিজেদের বিপদের হাত থেকে দূরে রাখতে চায়। কিন্তু যারা অন্যায় করে আর অসত্য নিয়ে কাটায় বিপদ তাদের ছেড়ে দূরে থাকবে কেমন করে? যাক্ আপনাদের বিপদ আসছে তাই সাবধান করে দেওয়া। শেষ পর্যন্ত কিছুই হবে না মানসিক চঞ্চলতায় কেবল মনকে অস্থির করে তুলবে। সেইটাও তো কম অস্বস্তিকর ব্যাপার নয়?

মার্শাল জানতে চাইলেন, তাহলে সেই অবস্থা থেকে আমাদের রক্ষা পাবার পথ কি? আমাদের একটু জানাবেন?

—তা আগে সব কিছু জানানো যায় না, তবে এই টুকুই জেনে রাখুন যেমন বিপদই হ'ক সত্য আর ন্যায়ের ভিত্তিতে যদি দাঁড়িয়ে থাকেন তবে কোন মিথ্যাই আপনাদের কোনও ক্ষতি করতে পারবে না। সত্যের ভরষা নিয়েই থাকবেন।

একটা অজানা আতঙ্ক নিয়ে মিঃ মার্টিনের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। ধরাগলায় প্রশ্ন করলেন—আপনি কি বলতে পারবেন কোন অপরাধে আমাদের উপর এমন মনোভাব নেবে?

মিঃ মার্টিনের দিকে ফিরে ব্লু-জানালে, অপরাধটা ত' আপনাদের নয়। আসলে উপর তলার লোকের সন্ধিগ্ধ মন, গুপ্ত চরদের সংবাদ তাদের চঞ্চল করে তুলেছে। ব্যাপারটা তেমন কিছু নয় গোল্ডেন। বার্ড কেন এখানে এসেছে। অন্ধকারের জীবেরা আলো দেখলেই ত' ভয় পায়—আর নিজেরা ভয় পেলেই অপরকে ভয় দেখায়। এই-টাই এদের আসল চরিত্র!

কৃষ্ণেন্দু চুপ করেই শুনছিল। মার্শাল কৃষ্ণেন্দুকে প্রশ্ন করলেন—ডক্টর ভৌমিক এব্যাপারে আপনার কোনও মতামত তো প্রকাশ করলেন না। ভ্রূ কুঁচকে মার্শাল চাইলেন।

ব্যাপারটা আদৌ কোনও গুরুত্ব না দিয়ে জবাব দিলে, একটা

বাজে চিন্তা নিয়ে মাথা ঘামাবার কোনও কারণ দেখি না।

একটু উষ্ণ স্বরেই মার্শাল বললেন, ব্লুর কথাও আপনি কোন গুরুত্ব দিতে চাইছেন না? এর কি কারণ থাকতে পারে?

ধীর ভাবে কৃষ্ণেন্দু বলে, বিষয়টা আপনি চিন্তা করেই না আমায় প্রশ্ন করেছেন? কিন্তু কি ভাবে চিন্তা করেছেন সে কথা ত' আমার জানা নেই। তাই ওটা আপনাকেই ভেবে দেখতে অনুরোধ করি।

কৃষ্ণেন্দুর কথায় মার্শালের মুখখানা লাল হ'য়ে উঠলো। অনেক চেষ্টা করে নিজেকে শান্ত রেখে আবার প্রশ্ন করলেন, উপর থেকে এমন প্রশ্ন তুললে কি জবাব দেবেন? কথাগুলোয় কৃষ্ণেন্দুর উপর সন্দেহের সুর।

মৃদু হেসে জবাব দেয় কৃষ্ণেন্দু উপর থেকে কোনও প্রশ্ন করলে আলাদা ভাবেই করবে। সুতরাং জবাব যা দেবার আলাদা ভাবেই দেবেন। তাতে আর বলার কি আছে? তেমন যদি আমার অসুবিধা মনে হয় আবার আমার দেশেই ফিরে যাব।

কৃষ্ণেন্দুর জবাব ঠিক মার্শালের মনোমত না হওয়ায় একটু ক্ষুণ্ণ হয়েই বললেন,—আমাদের কি হবে?

এইবার কৃষ্ণেন্দু হেসে ফেললে, আমার কথা যেমন আপনি চিন্তা করবেন না, তখন স্বভাবতঃ আপনার কথাও আমার চিন্তা করে লাভ হবে না।

ব্লু যেন দু'জনের বাক্ যুদ্ধকে বেশ ভাল ভাবেই উপভোগ করছিল। শেষে বললে, কিছুক্ষণ আগেও ত' আপনারা এক মনোভাবে কথা বলছিলেন। এই অল্প সময়ের ব্যবধানে কি এমন ঘটলো?

আহত হ'য়ে মার্শাল বললেন, নিশ্চয় এখানের খবর বাইরে চ'লে যায়। আমরা কি বলেছি, কি করবো এমন কথা অন্য কারো জানার নয়।

—ঠিক বলেছেন। কথাটার জের দেয় ব্লু-কিন্তু ওদের মনটাই

যে বড় সন্দেহের, এমন কি গুপ্তচরের কথাও পুরোপুরি বিশ্বাস করে না। গুপ্তচরেরা যে খবরগুলো পৌঁছে দেয় তার মধ্যে আশী ভাগ খবরই ভুয়ো। কারণ গুপ্তচরেদের একটাই কথা তারা সরাসরি ঘটনায় উপস্থিত থাকতে পারে না। কিছুটা অনুমান করেই নেয়। তবে গোল্ডেন কেন এখানে আসে এমন কথা যদি ওরা জানতে চায়, আপনারা সে কৈফিয়ৎ দেবেন কেন? সোজা বলে দেবেন—যা কিছু জানবার আছে অই গোল্ডেনকে প্রশ্ন করবেন। আমি চলি, আপনাদের খবরটা আগাম জানিয়ে গেলাম। একটু সাবধান হবেন। ব্লু চলে গেল।

কারো মুখে কোনও কথা নেই। সম্পূর্ণ নীরবতায় বেশ কিছুক্ষণ সময় কাটার পর মার্শাল কৃষ্ণেন্দুর হাত ধরে বললেন, আমায় ক্ষমা করবেন ডক্টর? আমি যেন কেমন হ'য়ে গেলাম, কেন যে আমার মনে অদ্ভুত সব চিন্তা এসে ভিড় জমালো কিছুই বুঝতে পারলাম না। এখন বেশ বুঝতে পারছি নিজের মনকে যতটা দৃঢ় বলে আমার ধারণা ছিল এখন দেখছি কার্যক্ষেত্রে তা মোটেই নয়।

হেসে কৃষ্ণেন্দু বলে, কেন? মনের আবার কি হল?

আক্ষেপ ক'রে মার্শাল বললেন, আপনার আমার সঙ্গে মনের মিল হয়তো অনেক দিনই হয় নি, কিন্তু কোনও দিন ত' এমন ভাবে কথা বলি নি? বিশেষ করে যখন একজন বাইরের লোক ঘরে ছিল। ব্লুর উপস্থিতির জন্যই মার্শালের মনে এমন কথাই জেগেছে। ব্যাপারটাকে হালকা ভাবে নেবার জন্য কথাটা ঘুরিয়ে কৃষ্ণেন্দু বললে, ওঃ! এই জন্যে আবার আপনি মাথা খারাপ করছেন? ব্লু-অবশ্যই কিছু মনে করবে না, কারণ ওর মনে কোন সেন্টিমেণ্ট নেই তবে কথাগুলো রেকর্ড হয়েই থাকবে। যাক্ আর মন খারাপ করবেন না। এর পরে আরো অনেক উদ্ভট প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে তখন কি জবাব দেবেন ঠিক করে রাখুন। আমি না হয় আপনাকে ভাল ভাবেই জানি যে কারণে আপনার অই

কথায় কিছু মনে করবো না। কিন্তু অপরের ক্ষেত্রে কি ভাববে একটু চিন্তা করে দেখেছেন কি ?

একটু থেমে কৃষ্ণেন্দু আবার মার্শালকে স্মরণ করিয়ে দেয়—শুনুন—আমাদের আসল আলোচনাটাই হচ্ছে নক্ষত্র যুদ্ধ। ওরা আমাদের যে প্রশ্নই করুক আমরা জবাব দেব নক্ষত্র যুদ্ধের। তিন জনেই যদি এক যোগে নক্ষত্র যুদ্ধের কথা প্রশ্ন করতে থাকি তাহলে ওরা কি জবাব দেয়—আগে দেখুন। তখন আমাদের বক্তব্য অনেক সহজ হয়ে দাঁড়াবে এমন কি হয়তো আমাদের কোন বক্তব্যেরও প্রয়োজন হবে না।

মিঃ মার্টিন চুপ করে ছিলেন, শেষে বললেন, ওরা যে নক্ষত্র যুদ্ধ সম্পর্কেই মাত্র বলবে এটাই কি আপনি ঠিক করে রেখেছেন ?

—ভাববার কিছু নেই মিঃ মার্টিন, ওরা যে আলোচনাই করুক আমরা তাকে নক্ষত্র যুদ্ধের আলোচনায় টেনে নেব।

কৃষ্ণেন্দুর কথাকে হালকা ভাবেই উড়িয়ে দিতে চাইলেন। মিঃ মার্টিন যতটা সহজ ভেবে এখানে বলছেন ঠিক কার্য্যক্ষেত্রে দেখবেন ততটা সহজ কিছুতেই হবে না। কথাগুলো মনে রাখবেন।

ধীরভাবে মিঃ মার্টিনকে বোঝাতে চাইলে আমরা যদি ওদের কাছে নক্ষত্র যুদ্ধের পরিকল্পনার কথা জানতে চাই। ওরা হয়তো বলবে ওটা গোপন কথা, বলা যাবে না। কিন্তু আমাদের কাজ তার আগের—তাই না ডক্টর ভৌমিক ? ওরা কিছু না জানালে আমরা কাজে এগুবো কি ভাবে ? আমাদের জবাব না দিলে আমরা জবাব দেব কি ভাবে ? কথাটা ঠিক বলিনি ডঃ ভৌমিক ?

মিঃ মার্টিন যেন একা পড়ে গেছেন। প্রায় এক রোখা হয়ে বললেন, তারা বড় বড় অফিসার, তাদের কথার জবাবটা আগে না দেওয়া কি ঠিক হবে ?

—দেখুন না কি দাঁড়ায়। কৃষ্ণেন্দু হাসে।

লোক এসে খবর দিয়ে গেল, দুজন অফিসার দেখা করে কিছু

আলোচনা করতে চান। এই কার্ড পাঠিয়েছেন।

কার্ডখানা হাতে নিয়ে পড়ে মার্শাল বললেন, আমি এদের কাউ-কেই চিনি না। তাহলে কি আলোচনা হবে? কার্ডদুখানা কৃষ্ণেন্দুর হাতে তুলেদিলেন মার্শাল।

খুব সহজ ভাবেই নাম পড়ে কৃষ্ণেন্দু বললে—এই লোক ত'? হ্যাঁ হ্যাঁ খুব আলোচনা করা যাবে আসুক না।

মার্টিন কার্ড পড়ে বললেন, আপনি চেনেন এদের?

—বিলক্ষণ! ভিতরে ডেকে পাঠানো হ'ক।

মার্শালের একটু আপত্তি ছিল তাই মৃদু ভাবে জানালেন,—একেবারেই ডেকে পাঠাবেন? চেনা জানা নয়।

কোনও ভয় নেই—কোনও ভয় নেই। অভয় দিলে কৃষ্ণেন্দু।

ভদ্রলোক এসে বসতেই পরিচয়ের পালা সুরু হল। মার্শালের নিজেকে একটু উঁচু করেই দেখাতে চাইলেন। মিঃ মার্টিন খুব সন্তর্পনে ওজন মাপা কথায় পরিচয় দিলেন। কিন্তু কৃষ্ণেন্দু যেন প্রচণ্ড হয়ে উঠলো—কি খবর ডেভিস! তুমি আবার এ কাজে কবে যোগ দিলে? এর আগেত কোনও দিন দেখিনি?

কৃষ্ণেন্দুর প্রথম কথাতেই ডেভিস ধাক্কা খেলে, কারণ এখানে সে রেনল্ড পরিচয় দিয়ে এসেছে। রেনল্ড একটু থতমত খেয়েই বললে, ওপর মহল থেকেই আমাকে জানতে পাঠিয়েছে কাজ কতদূর এগিয়েছে। ওদের একটু কাজের তাড়া আছে ত'?

গম্ভীর হ'য়ে কৃষ্ণেন্দু জানালে কাজের আগেই আমাদের কতগুলো প্রশ্নের জবাব দিতে হবে সেই জবাব না পেলে কাজে হাত লাগাবার কোনও প্রশ্নই ওঠে না।

ডেভিস বা রেনল্ড কৃষ্ণেন্দুর কথায় দমে যাচ্ছে। তাই যথাসাধ্য ব্যবধান রেখেই বললে, আমি যা জানি তাই বলতে পারি।

হঠাৎ কৃষ্ণেন্দু ধমক দিয়ে উঠলো আমরা এখানে ছেলেখেলা করতে আসিনি আমাদের সময়ের একটা মুহূর্ত্তও অপচয় করার মত

নেই। আমরা যা যা প্রশ্ন করবো তার সঠিক আর সংক্ষিপ্ত জবাবগুলো সঙ্গেই চাই। তোমাদের কাউন্সিলে তেমন যদি লোক থাকে আমার কাছে সময় ঠিক করে আসতে হবে। নচেৎ আমার পক্ষে এমন কাজ করা চলবে না। আর একটা কথা তোমাকে বলে রাখছি তোমার কাউন্সিলকে বলে দেবে এমন ভূয়া নামের লোক যেন আমার কাছে না পাঠায়। আমার কাজ পেতে হ'লে সত্য কথা বলতে হবে, সত্য পথে চলতে হবে তবেই আমার সহযোগিতা পাবে। অপর লোকের দিকে নির্দ্দেশ করে কৃষ্ণেন্দু প্রশ্ন করলে—উনি কে? এখানে কি কারণে এসেছেন? তুমি জেনেও অপর লোককে নিয়ে এলে, এটা অপরাধ। এখান থেকে উনি বাইরে যেতে পারবেন না।

অপর ভদ্রলোক পকেটে হাত দিয়ে কিছু খুঁজতে চেষ্টা করলেন। এমন সময়ে ব্লু ঘরে ঢুকে ভদ্রলোকের পাশে দাঁড়িয়ে বললে—যা খোঁজ করছেন তা আর ওখানে নেই সেটা আগেই বেহাত হয়ে গেছে।

ভদ্রলোক যেন লাফিয়ে উঠলেন—তার মানে?

ব্লু হাসে না কোনও অবস্থাতেই তার কোন অভিব্যক্তি প্রকাশ পায় না। সোজা দাঁড়িয়ে দৃঢ় ভাবে বললে,—মানে আপনার ডেথ-রে পিস্তল? সেটা আর কোনও দিনই মালিককে ফিরিয়ে দিতে পারবেন না।

ব্লুর কথা শুনে মিঃ মার্টিন আর মার্শালের মুখ ফ্যাকাসে হ'য়ে গেল,—এ্যাঃ! কি সর্ব্বনাশ? ডেথ্-রে-পিস্তল? সেটা যে সর্ব্বনেশে জিনিষ? কোনও আওয়াজ হবে না, কোনও আগুনের শিখা দেখা যাবে না। লক্ষ্য করে ট্রিগার টিপলেই অবধারিত মৃত্যু যার থেকে কোনও পরিত্রাণ নেই। কিন্তু সেটা ত' বিজ্ঞানী ল্যুবেকের আবিষ্কার। আপনার কাছে এলো কি ভাবে?



( মানে—আপনার ডেথ-রে পিস্তল ? সেটা আর কোনও দিনই সালিমকে ফিরিয়ে দিতে পারবেন না। ) —পৃষ্ঠা ৯৬

ভদ্রলোকের মুখে কোনও কথা নেই। ডেভিস ওরফে রেনল্ড মুখ নিচু করে বসে আছে। কৃষ্ণেন্দু পরম নিশ্চিন্তে আঙ্গুল নিয়ে খেলা করে যাচ্ছে।

মার্শাল কৃষ্ণেন্দুকে প্রশ্ন করলেন, আপনি কি এই ব্যাপারে আগে থেকে কিছু অঁাচ পেয়েছিলেন? কি সর্বনাশ! কি সর্বনাশ!

ধীর ভাবে কৃষ্ণেন্দু জানালে আমাদের ফরমূলাগুলো ওদের চাই সেই কারণে ওরা এসেছে। ডঃ ল্যাবেকের ডেথ্ রে পিস্তল কিভাবে ওদের কাছে এসেছে সে খবর অবশ্য জেনে আপনাদের বলতে পারি। ওরা আসলে কোন কাউন্সিলের এখনই জানা যাবে।

মিঃ মার্টিন কৃষ্ণেন্দুর কথায় বেশ অবাক হ'য়েই বললেন, আপনি এখানে বসে আমাদের সঙ্গে কথা বলছিলেন তাহ'লে এতো খবর পেলেন কিভাবে?

মৃদু হেসে কৃষ্ণেন্দু জানলে আপনার প্রশ্নটা খুবই ছোট, কিন্তু ওর জবাব শুনতে অনেক সময় নেবে।

কথার মাঝে ঘরের দরজা ঠেলে স্পেশ সিকিউরিটির কমাণ্ডোরা ঘরে ঢুকলো মুহূর্ত্তের মধ্যেই সে যার পজিসন নিয়ে দাঁড়াল ওদের অফিসার ঘরে ঢুকেই বজ্রগম্ভীর স্বরে হুকুম দিলে অল অফ ইউ আর আণ্ডার এ্যরেষ্ট।

ডেভিসের সঙ্গী দাঁতে দাঁত চেপে চারিদিক মুখ ঘুরিয়ে দেখছে। এমন অবস্থায় সে কোনদিন পড়েনি বরং এদের থেকে বেশী আরও মারাত্মক অস্ত্রধারীদের প্রত্যেককে যমালয়ে পাঠিয়ে হাসতে হাসতে কাজ উদ্ধার করে চলে গেছে। আজ তার সেই ব্রহ্মাস্ত্র সঙ্গেই ছিল কিন্তু কি যে ঘটলো কিছুই বুঝতে পারলে না।

বিকৃতস্বরে ব্রু ডেভিসকে বললে—মিঃ ডেভিস আপনার বন্ধুকে জানিয়ে দিন আগের ঘটনার পুনরাবৃত্তি এখন আর কোনও মতেই সম্ভব হবার নয়। তবে ডঃ ল্যাবেক তার ঐ অস্ত্রটি ফিরিয়ে দিতে পারবেন না।

ব্লুর-সঙ্গে করমর্দন করে কমাণ্ডো অফিসার বললেন, বড্ড সময়মত খবরটা দিয়েছিলেন। নিশ্চয় ফোর্স নিয়ে আসতে আমার দেরী হয়নি ? সত্যি কথা বলতে কি আপনার কথাতেও আমি ঠিক মত ভরসা করতে পারিনি।

—না দেরী হয়নি, তবে এখন আর অস্ত্রের কোনও প্রয়োজন নেই। কারণ ডঃ ল্যুবেকের আবিষ্কার করা ডেথ-রে পিস্তল আগের বারের মত এইবারে ব্যবহার করার কোনও সুযোগই ছিলনা। সেটা আগেই হাত ছাড়া হয়েছে। ব্লু কৃষ্ণেন্দুর পাশে এসে দাঁড়ায়।

মিঃ মার্টিন অবাক হয়ে বল্লেন, এইটুকু ছেলে এমন দুরূহ কাজ নিঃশব্দে সেরে ফেললে ?

কমাণ্ডো অফিসার বল্লেন, শুধুমাত্র কাজ বলে ছোট করে দেখবেন না স্যার ওর জন্য সকলের জীবন রক্ষা পেয়েছে, সেই ভেবেই ওকে ধন্যবাদ জানানো উচিৎ। আমি আপনাদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি, ঘরে ঢুকেই বলেছি অল অফ ইউ আর আণ্ডার এ্যারেস্ট। ওটা আমাদের নিয়মমাফিক বলতে হয়। বিনা রক্ত-পাতে আমরা যে দুটি ভয়ঙ্কর আসামীকে ধরতে পেরেছি তার এক-মাত্র কৃতিত্ব এই বালকের অদ্ভুত প্রত্যুৎপন্নমতি।

হেসে কৃষ্ণেন্দু বল্লে, ভুল করছেন মিষ্টার ও তো বালক নয়, সাইবার—ওর বয়স আপনার আমার থেকেও বেশী। ও কম্পিউটার ব্রেনে কাজ করে ওর নিন্দা বা প্রশংসা দুইই সমান।

দুই আসামীকে এ্যারেষ্ট করে কমাণ্ডো অফিসার চলে গেলেন। ব্লু জানালে যথা সময়ে সমস্ত নজীর পৌঁছে যাবে, কেবল ডক্টর ল্যুবেকের পিস্তলটা সুপার কাউন্সিলে জমা থাকবে।

কারো মুখে কোনও কথা নাই।

॥ এগার ॥

বিশ্ব মহাকাশ সংস্থার সর্বোচ্চ প্রতিবেদক, সরকারী পর্য্যায়ে একখানি অভিনন্দন পত্র পাঠিয়েছেন ডক্টর কৃষ্ণেন্দু ভৌমিকের নামে।

—সুপার কাউন্সিলের নির্দেশ মতই আপনাকে সর্বপ্রথম অভিনন্দন জানাই। আপনার সংবাদ মতই যে দুজন ধরা পড়েছে সেই কারণে আমাদের পুরো পরিকল্পনার কাগজ পত্রগুলো আর রক্ষা পেয়েছে কতগুলি অমূল্য প্রাণ। আপনার কাছ থেকে ফরমূলার কাগজপত্র না পেলে আপনাকেও ওরা হত্যা করতে দ্বিধা করতো না। আপনাকে আবার আমরা অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানিয়ে পত্র শেষ করছি। ইতি—

বিশ্বমহাকাশ সংস্থার সর্বোচ্চ প্রতিবেদকের পক্ষে—

স্যামুয়েল মার্ক

চিঠিখানা পড়ে কৃষ্ণেন্দু একটু হাসলে। এমন যে একটা কিছু ঘটবে ব্লু ইঙ্গিতে জানিয়েছিল। ডেথ্-রে পিস্তল ও কিভাবে নিয়েছে সেটা চিন্তার কথা। কিন্তু বিশ্ব মহাকাশ সংস্থা তাকে এমন ভাবে চিঠি দিলে অথচ সে কোনও খবরই পাঠায় নি। ব্লু বোধহয় তার নাম করেই খবর পাঠিয়ে থাকবে। কৃষ্ণেন্দু এখন বেশ বুঝতে পারছে কিছু দিন আগে ডেভিস যখন তার কাছে একটা চাকুরীর জন্য আসে সেটা আদৌ সত্য নয়—ও এসেছিল কৃষ্ণেন্দুকে চিনতে। এবার কৃষ্ণেন্দুর যে ডেভিসকে চিনতে ভুল হয় নি আর সেই ধাক্কায় ডেভিস কাৎ হয়। সত্যের একটা অদ্ভুত জোর আছে বুঝলে।

চাকর খবর দিয়ে গেল। স্যার আপনার জন্যে এ বাড়ীর চারি দিকেই সিকিউরিটি পোষ্ট হ'য়ে গেছে। এমন কি আমাদেরও একখানা ক'রে চাকতি দিয়ে গেছে। কেউ দেখা করতে এলে আর সরাসরি আপনার সঙ্গে দেখা করতে পারবে না। খবর দিয়ে চাকর চলে গেল।

এরা কোন দলের লোক ? চিন্তাটা কৃষ্ণেন্দুর মাথায় এসে যেন বাসা বাঁধলো। তাহ'লে এদের উদ্দেশ্য কি ? ডঃ ল্যুবেকের-ডেথ্-রে-পিস্তল এদের কাছে এলো কিভাবে ? কৃষ্ণেন্দুর কাছ থেকে ফরমুলা নিয়ে এরা কি করতে পারে ? নিজের কাজেই কৃষ্ণেন্দুর চিন্তা করার মত সময়ের অভাব অথচ যত বাজে চিন্তা আজ তার মাথা জুড়ে রয়েছে। কি দরকার তার এতো চিন্তা করার ?

ফোন বেজে উঠল, নতুন ফোনের আওয়াজটা আগের মত কর্কশ নয় বরং মিষ্টি বলা যায়। রিসিভার তুলতেই অপর প্রান্ত থেকে মার্শাল সুপ্রভাত জানিয়েই প্রশ্ন করলেন, ওরা কাদের দলের লোক কিছু জানতে পেরেছেন ?

আমার অত খোঁজ করার কি দরকার বলুন তো মার্শাল, যাদের কাজ তারাই করবে।

—সে কি ? মার্শাল যেন অপর প্রান্তে কথা শুনে লাফিয়ে উঠলেন। একটু খোঁজও নেবেন না ?

ওটা আমাদের কাজ নয়। এক সময়ে জানা যাবে।

মার্শাল অবাক হয়ে গেছেন, কৃষ্ণেন্দুর ধৈর্য্য দেখে, কি বলছেন আপনি ? এমন একটা ঘটনা ঘটে গেল যে ক্ষেত্রে আমরা, যে কোনো মুহূর্ত্তে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তে পারতাম সেই অবস্থা থেকে এমন নাটকীয় ভাবে প্রাণ বাঁচলো।

প্রতিবাদ করলে কৃষ্ণেন্দু আমরা যে সত্যই মারা পড়বো এমন অবস্থা তো ঘটেনি ? কেবলমাত্র মিঃ মার্টিনই জানিয়ে দিলেন। পিস্তলটা ডঃ লুবেকের আবিস্কার করা। আমরা কেউই সেই পিস্তল চোখে দেখিনি। প্রকৃত পক্ষে এই পিস্তল আসল বা নকল তাও কারো জানা নেই। একটু থেমে কৃষ্ণেন্দু মৃদু হেসে মার্শালের দিকে ফিরে বল্লে, একটা প্রবাদ আছে না ভীরুরা প্রকৃত মরার আগে বহু বারই মৃত্যু বরণ করে। আমার কথাটাও সেই রকম মার্শাল মরার আগে মরতে চাই না।

চাকর সংবাদ দিলে সিকিউরিটি চিফ আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান। কখন আপনার দেখা করার মত সময় হবে জানালে তাকে জানিয়ে দেব, সম্ভবতঃ আপনার সুবিধা অসুবিধার কথা আলোচনা করার জন্যই দেখা করতে চাইছেন।

ব্রু ঘরে এসে ঢুকল, কৃষ্ণেন্দু একটু অবাক হ'য়ে প্রশ্ন করলে তুমি এমন সময়ে? কিছু খবর দিতে এসেছো?

গড় গড় করে ব্রু কথাগুলো বলে যেতে থাকে, আপনার নিজস্ব টেলিফোনের সংযোগটা গার্ডরুম থেকে কেটে দেবেন। যদি আপনার সঙ্গে কারো কোনও কথা বলার প্রয়োজন হয় আপনার ভ্যালেট মারফত হবে কোন ক্রমেই সরাসরি নয়, দ্বিতীয় কথা এখানের কোনও কথা মার্শালকে জানাবেন না। লোক ভালো, তবে কথা পেটে রাখতে পারছেন না। সব কথাই সকলের সঙ্গে আলোচনা করেন। তৃতীয় কথা আপনাদের তিন জনের ডাক পড়বে নক্ষত্র যুদ্ধের কথা আলোচনা করতে, কিন্তু আপনারা প্রশ্ন করে আগে জানতে চাইবেন। আপনাদের উত্তর না পেলে কোনও জবাব নয়, আগেই জেনে নেবেন কোন পর্য্যায়ে নক্ষত্র যুদ্ধ হবে? ওরা কোন উত্তর দিতে পারবেন না। আপনারা সোজা বলে দেবেন অই প্রাথমিক প্রশ্নের জবাব না পেলে কাজে হাত দেওয়া যাবে না, কাজ করলে অনেক বিপদ আছে। কারণ জ্বালানীকে নির্দিষ্ট সীমায় পৌছে দিতে হবে তার আগেও নয় কিম্বা পরে নয়। আবার নক্ষত্রের খুব কাছে থাকাও নয়।

কৃষ্ণেন্দু ভাবছে, ব্রু যা শোনাচ্ছে এগুলো সবই তার মনের কথা, ব্রু জানলে কিভাবে? ব্রুকে কিছু প্রশ্ন করার আগেই বল্লে, আর কোনও চিন্তা করবেন না। মিঃ মার্টিন আর মার্শাল এখনই এখানে আসবেন। গতকাল মিঃ মার্টিন বাড়ী ফিরেই ডঃ লুবেককে ফোন করে জেনেছেন, —আপনার ডেথ রে পিস্তল অপরের হাতে গেল কিভাবে? ডাঃ লুবেক সরাসরি অস্বীকার করেছেন, বলেছেন পিস্তল

কারো কাছেই নাই। একমাত্র তাঁর কাছেই আছে। কথাটা অবশ্য এক দিক থেকে ঠিক। তাঁর কাছে একটা পিস্তল আছে সেটা নকল। না না আপনি ব্যস্ত হবেন না, অই পিস্তল আমার কাছেই থাকবে। জমা দেবারও প্রয়োজন হবে না, কারণ ডঃ ল্যুবেক বললেন,—তাঁর পিস্তল খোয়া যায় নি তার কাছেই আছে।

—তাহলে অই নকল পিস্তলটা কে তৈরী করলে? প্রশ্ন করে কৃষ্ণেন্দু। এমন পিস্তল তাহলে আরও তৈরী হ'চ্ছে? ভবিষ্যতে তাহ'লে আরও ভয়াবহ ব্যাপার হ'য়ে দাঁড়াবে।

শান্ত কণ্ঠে ব্লু জানালে—উদ্বেগের কোনও কারণ নেই। নকল পিস্তল দেখতে অবিকল আসলের মতই তবে পিস্তলের যে বিপজ্জনক অংশ সেইটাই নকলে নেই।

কিছুটা আশ্বস্ত হ'লেও কৃষ্ণেন্দু প্রশ্ন করে—তোমার কাছে যেটা আছে সেইটাই যে আসল এমন তুমি জানলে কিভাবে?

—আমি দু'টো পিস্তলই দেখেছি এবং দুটোর যে প্রভেদ কি তাও আমার জানা। যাক্ মিঃ মার্টিন এলে এই সব কথা যেন তাকে জানাবেন না। যদি আপনার সঙ্গে এ ব্যাপারে কোনও আলোচনা করতে চান, আপনি সোজা বলবেন ডেভিসের যে পিস্তল, ওটা খেলার। আমি এখানেই থাকবো, পরে আবার দেখা করবো। ব্লু চলে যায়।

মিঃ মার্টিন গজ্‌গজ্‌ করতে করতে ঘরে ঢুকলেন।

—কি হ'ল মিঃ মার্টিন? প্রশ্ন করে কৃষ্ণেন্দু।

—দেখুন না কি অন্যায়। আমার কার্ড দেখলে, আমায় চেনে তবুও বলে কি না ডঃ ভৌমিকের অনুমতি ছাড়া অন্য কারো দেখা করার অনুমতি নেই। নেহাৎ আপনার চাকর এসে পড়ে আমাকে প্রায় উদ্ধার করলে।

—কথাটা তেমনই হয়েছে—আমি অথবা আমার চাকর বলে দিলে তবে ওরা ছাড়বে। ওদের আর কি দোষ বলুন না—ওরা ত'

হুকুমেই চলে। কিন্তু গত কালের কথাটাও একবার ভেবে দেখুন যে আমাদের মানসিক অবস্থা কি হয়েছিল?

—হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক কথা, তবে আজ একটা সুখবর জানাতেই আপনার কাছে আসা। জানেন ডঃ ভৌমিক! পিস্তলটা ডঃ ল্যুবেকের কাছেই আছে।

—আমিও জেনেছি ডেভিস একটা খেলার পিস্তল নিয়ে এসেছিল। যাক্ ওনিয়ে আর মাথা ঘামাবেন না নক্ষত্রযুদ্ধ সম্পর্কে কর্তৃপক্ষ কি প্রশ্ন করবে জানি না, তবে আমাদের প্রশ্নের কোনও উত্তর না পেলে কোনও কাজ বা ওদের প্রশ্নের উত্তরও নয়।

—ওরা কি আপনাকে তেমন কিছু করার মত সুযোগ দেবে ভেবেছেন? বললেন মিঃ মার্টিন।

—ভাববোনা কেন? সহজ ভাবে বললে কৃষ্ণেন্দু।

—বেশ তাহলে তাই হবে, তবে কে প্রশ্নটা করবে? জানতে চাইলেন মিঃ মার্টিন।

চাকর খবর দিলে--মার্শাল চার-পাঁচ জন লোক নিয়ে আপনার সঙ্গে দেখা করতে আসছেন।

কথাটা শুনেই মিঃ মার্টিন নিজেকে গুছিয়ে নিয়ে বসলেন।

মার্শাল ঘরে ঢুকে অভিবাদন জানিয়ে ঘরে ঢুকে কৃষ্ণেন্দুকে বললে,—এরা আপনার সঙ্গে দেখা করে কথা বলতে এসেছেন।

সকলেই কৃষ্ণেন্দুর পরিচিত তবুও আগ বাড়িয়ে মার্শাল এমন ভাব দেখালেন যেন সব ব্যবস্থা তার করা।

সকলকে খাতির করে বসিয়ে কৃষ্ণেন্দু জানালে, আপনারা চা খাবেন না কফি খাবেন? আমার এখানে অন্য কোন পানীয় চলে না। চা খাবে জেনে কৃষ্ণেন্দু কথাটা ভ্যালেটকে জানিয়ে এসে বসলো—তারপর বললে,—এই বার বলুন আমি আপনাদের জন্যে কি করতে পারি?

মুখপাত্র বললেন,—সর্বপ্রথমেই আপনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

লোকটি পুলিসের কাছে সকল কথাই কবুল করেছে। এমন কি ডঃ ল্যুবেক যে ডেথ-রে-পিস্তল আবিষ্কার করেছেন সেটাকে বদল করেই পিস্তল এনেছিল। কিন্তু সেই পিস্তল যে শেষ পর্যন্ত কি হল তার আর কিছু বলতে পারলে না। যাক্ আপনার খবরটা যথা সময়ে পাওয়ায় বেশ বড় রকম বিপর্য্যয়ের হাত থেকে বাঁচা গেছে।

স্বাভাবিকভাবেই কৃষ্ণেন্দু বললে, কিসের বিপর্যয়ের কথা বলছেন? আমি আগেই জানতাম পিস্তলটা কিছু নয়, তাহলে বিপর্যয় হবে কিসে?

—নকল! কিন্তু আপনার ফরমূলাগুলো যদি নিয়ে যেত?

—কিসের ফরমুলার কথা বলছেন? আমি এখনও কোনও কাজে হাত লাগাতে পারি নি। কাজ করার আগে আমায় অনেক কিছু জানতে হবে সেই উত্তর না পেলে কোনও কাজই করা সম্ভব নয়।

নিজেদের মধ্যেই আগন্তুকরা চাওয়াচায়ি করে বললেন, কাজটা আপনার তাড়াতাড়ি করা দরকার। তা না হলে আমাদের অনেক দেরী হয়ে যাবে।

এইবার সোজা হয়ে বসে কৃষ্ণেন্দু প্রশ্ন করলে, ঠিক করে বলুন তো? নক্ষত্র যুদ্ধ বলতে আপনারা কি মনে ভাবছেন?

ডিরেক্টর এইবার বললেন, নক্ষত্র যুদ্ধ মানে নক্ষত্র যুদ্ধ—এর আবার বিকল্প অন্য কোনও কথা আছে নাকি?

—না। কথাটা আদৌ পরিষ্কার হল না। আমাকে বলুন আপনারা কোন্ নক্ষত্রকে অনুমান করে বলছেন। যুদ্ধই যদি করতে হয় তাহলে নিশ্চয় খালি হাতে যাবেন না। তাহলে রকেটের পে-লোড কত হবে? কত দিন মহাকাশে থাকবেন? কতদূরে যাবেন? মহাকাশ যান কত বড় হবে? এছাড়া আরো অনেক প্রশ্ন আছে। আগে এই প্রশ্নগুলোর জবাব পেলে তারপর আবার

সেই প্রশ্ন করা হবে। তাহলে এই প্রশ্নগুলোর জবাব এখনই দেবেন না পরে কাউন্সিল মিটিং করে জেনে বলে দেবেন ?

মার্শাল আগ বাড়িয়ে বললেন,—কাজটা তো আগে স্থরু করে দিন। জবাব কাউন্সিল মিটিং হলেই এসে যাবে।

মার্শালের দিকে কৃষ্ণেন্দু চেয়ে দেখতেই মার্শাল অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন,—সব কিছুই তো দরকার তবে আর মিছামিছি দেরী করে লাভ কি বলুন ?

কৃষ্ণেন্দু মার্শালকে সোজা বলে বসলো—আপনার কাছে কোনও প্রশ্ন করি নি বা জবাব জানতে চাইনি। কাউন্সিল মতামতের উপরেই আমার কাজ হবে। আপনি কাউন্সিলেরও সভ্য নন্ তাহলে এই আলোচনায় আপনার মতামত নিষ্প্রয়োজন।

মার্শাল যা ভেবে এসেছিলেন কৃষ্ণেন্দুর একটা কথায় সব কিছু ঘুলিয়ে গেল। কান লাল হ'ল মুখ নামিয়ে ডাইরেক্টারকে বললেন, আমায় ক্ষমা করবেন। আপনাদের কথার মধ্যে থাকাটা আমার আদৌ উচিৎ হয় নি। আমি ব্যাপারটা অন্য ভাবেই গ্রহণ করেছিলাম।

ডাইরেক্টার বললেন,—কথাটা অবশ্য সেই রকমই তবে ডঃ ভৌমিকের প্রশ্নের জবাব আমার পক্ষেও দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। তবুও ডঃ ভৌমিককে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি গত কালের ঘটনার জন্য যদি একবার আপনার যাবার প্রয়োজন হয় আপনি সেই সময়ে যেতে পারবেন তো ?

কৃষ্ণেন্দু জানালে আপনাদের কাছে সমস্ত ঘটনার একটা টেপ পাঠানো হবে। ডঃ ল্যুবেক যদি আসেন, তাঁকেও কিছু প্রশ্ন করার আছে।

ডাইরেক্টার এই কথায় যেন একটু অস্বস্তি বোধ করলেন। তাঁর আসবার কোনও প্রয়োজন আছে বলে আমার মনে হয় না। কিন্তু আপনি যখন বলছেন তখন তাঁকে না হয় একবার আসবার জন্য

অনুরোধ জানাবো। তখন আপনিও যেতে পারবেন তো?

—নিশ্চয় যাবো। কথাটায় জোর দিয়ে কৃষ্ণেন্দু জানালে,—তারপর মার্শালের দিকে চেয়ে বললে, মার্শাল কি সেই সময়ে থাকতে চান? যদি থাকতে পারেন ভালই হয়। কারণ ঘটনার সময়ে আপনিও ছিলেন তো?

মার্শালকে বলতেই হ'ল থাকবো।

দরজায় বাইরে দাঁড়িয়ে ব্লু বল্লে' ভিতরে আসতে পারি? একটা জরুরী খবর আছে তারপর ডাইরেক্টরের দিকে ফিরে বল্লে, আপনি যে খবরের জন্য মাউন্ট ক্রিষ্টোফার মান মন্দিরের কাছে নোট চেয়ে ছিলেন নিশ্চয় তারা আপনাকে কোনও সংবাদ পাঠায় নি। তার অবশ্য কারণ আছে। আপনাদের বিরোধী দল খুবই সক্রিয় হয়ে উঠেছে। এমন কি ডঃ ল্যুবেককে দলে নেবার চেষ্টাও করছে। সর্বশেষ খবর অবশ্য জানা যায় নি, নক্ষত্র যাত্রার পরিকল্পনা করে স্যার হেনরী ব্রুক যে লাইট প্লাসমা মোটর তৈরীর প্লানটা দিয়েছিলেন সেটা ফিরে পাওয়া গেছে কিনা?

ব্লুর কথা শুনে ডাইরেক্টার যেন লাফিয়ে উঠলেন কি সর্বনাশ। সেই প্ল্যানটাও শেষ পর্য্যন্ত খোয়া গেল?

মার্শাল চুপ করেই শুনে যাচ্ছিলেন কোন কথা আর মুখ দিয়ে উচ্চারণ করেন নি। এই খবর শোনার পর ডাইরেক্টার মার্শালের দিকে ফিরে বল্লেন, শুনলেন তো ব্যাপার কতদূর পর্য্যন্ত গড়িয়েছে। অই সব পাজি ছুঁচোগুলো কি ভেবেছে? আগামী কাল আপনার প্রথম আর প্রধান কাজ হলো অই, জানোয়ারটাকে মিটিং এ হাজির করা। কাউন্সিলের সামনে যা কিছু বক্তব্য সবই পেশ করবে। এতো গণ্ডগোল হবে আশা করিনি।

আসল ব্যাপারটা কি জানেন? কৃষ্ণেন্দু ডাইরেক্টারকে বল্লে, ক্ষমতার প্রচণ্ড লোভই মানুষগুলোকে এমন করে তুলেছে অথচ বুঝতে পারছে না। বিরুদ্ধাচরণ করে কোন কাজই হবে না।

ভ্রু কুঁচকে ডাইরেক্টার কৃষ্ণেন্দুর দিকে চেয়ে বল্লেন, এমন কথা বলছেন কেন কিছু বুঝতে পারছি না। আপনি কি কি বলতে চান?

আমার কথার অর্থ এখনই বুঝছেন না, একটু পরেই বুঝতে পারতেন।

ডাইরেক্টার আর কোন কথা না বলে মার্শালকে সঙ্গে নিয়ে বার হয়ে গেলেন কেবল যাবার সময় জানিয়ে গেলেন, আমি ঘুরে আসছি।

অল্প কিছুক্ষণ পরে ব্লু ফিরলো মার্শালকে নিয়ে, কৃষ্ণেন্দু অবাক হয়ে বল্লে, কি ব্যাপার?

ব্লু সোজাসুজি বলতে সুরু করলে, আপনাদের কি হয়েছে বলুন তো? সকালে বেশ ভাল ভাবেই আলাপ আলোচনা চলল তার পরই যেন দু'জনে দু'প্রান্তে দৌড় দিলেন। ভুল দু'জনেরই হ'য়েছে কিন্তু সেগুলো নিজেদের শুধরে নেওয়া দরকার, তা নাহ'লে আপনাদের মিশন ভেস্তে যাচ্ছে। ওরা এসেছিল সেই লোভীদের হয়েই, যারা এই পৃথিবীর মানুষজনকে আদৌ মানুষ জন বলে চিন্তা করে না, ওদের দিকের স্বার্থের পাল্লা কিনে ভারী হবে একমাত্র সেই চিন্তা। তবু আপনি যে প্রশ্নগুলো করেছেন, তার জবাবটাই আগে আনুক তারপরে অন্য কথা। মার্শালের সঙ্গে আপনার মনের দ্বন্দ্ব মিটিয়ে নেবেন। এর মধ্যে মার্শালের কোনও অপরাধ নেই। কেবলমাত্র ভদ্রলোকের সরল ভাবের কথায় বিশ্বাস করেই এমন ঘটেছে। গত সন্ধ্যায় আপনারা পরামর্শ করলেন, পুরো ব্যাপারটা না জানা পর্য্যন্ত ঠেকিয়ে রাখবেন, অথচ মার্শাল হোমরা চোমরা লোকের কথায় সবকিছু ওলট-পালট করে দেখলেন। মার্শালের দিকে ফিরে ব্লু প্রশ্ন করলে, বলুন তো, ব্যাপারটা ঠিক তেমনই ঘটেছে কি না?

মার্শাল স্বীকার করলেন, ওদের কথায় আমার সায় না দেওয়াই উচিৎ ছিল, উনি আমাকে বারে বারে অনুরোধ করে বলেছিলেন।

আমি ডঃ ভৌমিককে অনুরোধ করতে বলাতেও তখন উনি চুপ করেই রইলেন এতটুকু অনুরোধও করলেন না। কথাটা এখনই যেন মার্শালের মনে জেগেছে। আপনি আমকে সাবধান করে ভাল কাজই করেছেল। কিন্তু আমায় মনটা ওদের জন্য এতো নরম হলো কেন? আপনার মন দেখছি খুবই শক্ত এমন কি মিঃ মার্টিনের মনও।

মিঃ মার্টিন এই সব ঝামেলা এড়িয়ে পাশের ঘরে বসে বই পড়ছিলেন। তবে বই পড়লেও এঘরের দিকে কান ছিল।

ব্লু মিঃ মার্টিনকে এই ঘরে ডেকে নিয়ে এলো। আসুন আপনি এখন সবই শান্ত হয়ে গেছে। ব্লু বললে—

মিঃ মার্টিন এ ঘরে আসতেই কৃষ্ণেন্দু জানালে আগামী কাল আমাদের একবার কাউন্সিলে যাওয়া দরকার। ওরা ত বলে গেলেন ডঃ ল্যুবেকেরও আসা প্রয়োজন। আপনি আর মার্শালকে নিয়ে আমি যেতে চাই।

ব্লুর দিকে ফিরে বললেন—তোমারও তো একবার যাওয়া দরকার। কাউন্সিলের কাছে পিস্তল দেখাতে হবে। আমি উপস্থিত থাকবো তবে পিস্তল নিয়ে যাব না ব্লু পিস্তল না নিয়ে যাবার পক্ষে।

—এ আবার কেমন কথা শোনাচ্ছ? কৃষ্ণেন্দু বললে।

—ল্যুবেক যখন বুঝবে তার পিস্তল আমার কাছে আছে তখন সেটা পাবার জন্যে আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে।

ব্লুর কথা শুনে মিঃ মার্টিন বললেন,—ডঃ ল্যুবেক ত' বেশ নিরীহ লোক বলেই আমার জানা। তুমি কি মনে ভাব তেমন ঘটনা সত্য সত্যই ঘটতে পারে?

ব্লুর অন্য কোনও অভিব্যক্তি প্রকাশ পায় না তাই এক ভাবেই বললে,—যাবেন তো? তখনই দেখবেন কেমন লোক?

॥ বার ॥

প্রেশ কাউন্সিলের প্রশস্ত সভাকক্ষে ডঃ কৃষ্ণেন্দু ভৌমিক মার্শাল গিবস্ আর মিঃ মার্টিন এক ধারে গিয়ে আসন গ্রহণ করলেন। সভাপতির সঙ্গে অন্য সভ্যরাও আসন গ্রহণ করলেন। কড়া প্রহরায় ডেভিস আর তার সঙ্গীকে আনা হলো। ডঃ ল্যুবেক এলেন সকলের শেষে আর সভাপতির কাছে দেরীর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে বললেন। পথে কতগুলো বদ লোক আমার গতি রোধ করে অন্যত্র নিয়ে যাবার চেষ্টা করেছিল, কেবল এই ছেলেটি আমাকে ওদের হাত থেকে বাঁচিয়ে এখানে পৌছে দিলে। ডঃ ল্যুবেক ব্লুকে দেখালেন।

সভাপতি, ডঃ ল্যুবেককে বসতে অনুরোধ জানিয়ে অন্যদের বললেন,—এই ছেলেটি যে কে জানি না, তবে মাঝে মাঝে আমার কাছে এমন সব অদ্ভুত সংবাদ পৌছে দেয় আমাকে অবাক হতে হয়। গত কাল ডঃ ভৌমিকের উপর যে হামলা করেছিল, ছেলেটি আজ সেই সব রহস্যের কথা কাউন্সিলের কাছে জানাবে বলেই আমাকে খবর দেয়। জানি না ও কিভাবে এতো খবর সংগ্রহ করে। আমরা এইবার সভার কাজ আরম্ভ করবো আশা করি আপনারা আমাকে যথা সাধ্য সাহায্য করবেন—যাতে এর সত্য উদ্‌ঘাটন করা সম্ভব হয়।

একটা ঘেরা যায়গায় ডেভিস আর তার সঙ্গীকে রাখা হলো। কমাণ্ডো সার্জেন্ট রিপোর্ট দিয়ে সনাক্ত করলেন।

সভাপতি প্রশ্ন করলেন—আপনার নাম ডেভিস অথচ রেনল্ড নাম নিয়ে আপনি গেলেন কেন? কে আপনাকে পাঠিয়েছিল?

ডেভিস চুপকরে রইল—কোনও জবাব দিলে না।

আবার প্রশ্ন করলেন সভাপতি আপনি ডঃ ল্যুবেকের কাছে গিয়েছিলেন?

ডেভিস কোনও উত্তর না দেওয়ায় ডঃ ল্যুবেককে ডাকা হল।

ডঃ ল্যুবেক ! আপনি বলুন এই ডেভিস অথবা রেনল্ড আপনার কাছে কি কারণে যায় ? আপনি কি ওকে চিনতেন ?

ডঃ ল্যুবেক বসে বসেই জবাব দিলেন—না। ভদ্রলোক আমার সম্পুর্ণ অপরিচিত, কিন্তু আমার এক বন্ধুর এক খানি পরিচয় পত্র নিয়ে আমার কাছে যায়। ( পত্রখানি সভাপতির কাছে দিলেন ) পরে আমার সন্দেহ হওয়ায় খবর নিয়ে জেনেছি পত্রখানি জাল।

—পরিচয় করার উদ্দেশ্য কি ছিল ? পত্রে অবশ্য কিছু লেখা নেই।

এদিক ওদিক চেয়ে ডঃ ল্যুবেক বললেন, উনি নিজের পরিচয় দিলেন কোনও এক বিশেষ রাষ্ট্রের সিক্রেট এজেন্ট আমার ডেথ-রে পিস্তল সেই রাষ্ট্র কিনতে চায় এবং আমার চাহিদা মতই দাম দেবে।

—তারপর ?

—আমার প্রথম থেকেই আপত্তি ছিল। অন্ততঃ লোকের নিরাপত্তার জন্য এমন কাজ করবো না। শেষে অনেক অনুনয় বিনয় করে একবার দেখাতে বলেন। আমি একবার মাত্র দেখিয়ে ছিলাম।

ব্লু এসে সভাপতির কাছে এই ব্যাপারে কিছু বলার অনুমতি চাইলে।

একটু আশ্চর্য! হয়েই সভাপতি বললেন,—তুমি বাচ্চা ছেলে এই ব্যাপারে কি জানো ? কি বলবে ?

ভাবলেশ হীন মুখে উত্তর দিলে ব্লু,—ওর কাছ থেকে দেখার সময়েই পিস্তল বদল হয়ে যায়। ডঃ ল্যুবেক যে কারখানার মিস্ত্রিকে দিয়ে পিস্তলের ডামি তৈরী করিয়ে ছিলেন—সেই ডামিটা ত ল্যুবেক আর ফিরিয়ে নেন নি। পরে যখন খেয়াল হয় তখন গিয়ে শোনেন মিস্ত্রী মারা যাবার পর তার সব কিছু বিক্রী হয়ে যায়। আর এক মিস্ত্রী সেইসব কিনে নেয়। সেই মিস্ত্রীর কাজ ছিল চোর ডাকাতদের জন্য তৈরী করা। কিন্তু এই আগ্নেয় অস্ত্র ঠিক সাধারণ

অস্ত্রের মত ছিল না, তাই সেটিকে নিয়ে যায় এক বিজ্ঞানীর কাছে। অই বিজ্ঞানীর সঙ্গে তার সম্পর্কে ছিল। মাঝে মাঝে সেই বিজ্ঞানীর জন্য বিজ্ঞান গবেষণার বিশেষ বিশেষ ধরণের যন্ত্রপাতি তৈরী করে দেবার, তিনি জানতেন সেই পিস্তল অতি মারাত্মক ডেথ-রে পিস্তল —ডঃ ল্যুবেক আবিষ্কার করেছিলেন। অনেক চেষ্টা করেও সেই বিজ্ঞানীর দ্বারা পিস্তল কার্য্যকর করা গেল না, তখন তিনি শঠতার আশ্রয় নেন। ব্লু এই পর্যন্ত বলে আসামী ডেভিসের দিকে চেয়ে দেখে, আবার সুরু করে ব্লু সেই বিজ্ঞানী তখন এই ডেভিসকে নিযুক্ত করেন। ডেভিস ড্যামি পিস্তলটা ডঃ ল্যুবেকের পিস্তলের সঙ্গে বদল করে আনবে, তারপর বিজ্ঞানী সেই আসল পিস্তলের কলা-কৌশল জেনে পিস্তল বানিয়ে আবার ফেরৎ দেবেন। যথা সময়েই ডেভিস ডঃ ল্যুবেকের সঙ্গে দেখা করে অনেক অনুরোধের পর ডঃ ল্যুবেক যখন পিস্তল দেখান, চতুর ডেভিস কৌশলে পিস্তল বদল করে নেয়। মানুষের মনে যখন লোভের বীজাণু কিলবিল করে তখন মানুষের মনুষ্যত্ব থাকে না, তাই আরো লোভের আশায় অই বিজ্ঞানী ডঃ হেনরী ব্রুকের লাইট প্লাসমা মোটরের কাগজ পত্র পাবার আগ্রহে ডেভিসকে পাঠায়, কথা ছিল এমন দু'একটা কাজ উদ্ধার করলে ডেভিসকে পিস্তলটি দিয়ে দেবেন। ডঃ হেনরী ব্রুকের বাড়ীতে ডেভিস পিস্তল ব্যবহার করে আর পিস্তলের কার্য্যকর শক্তির পরিচয় পায়। তারপরই এই ঘটনার জন্য ডেভিস এগিয়ে আসে।

ডঃ হেনরী ব্রুকের কথাশুনে সভাপতি চমকে উঠলেন। সে কি? ডঃ ব্রুকের কাগজপত্র খোয়া গেছে? তবে তো নক্ষত্র যুদ্ধের ব্যাপারে আমাদের আর পিছিয়ে থাকার কোনও যুক্তি নেই, কিন্তু খবরটা কি ঠিক? আচ্ছা আমার একটা প্রশ্ন আপনাকে করবো, আপনি বললেন, ডঃ ল্যুবেকের পিস্তল ডেভিস বদল করেছে, এখবর কি ঠিক? না আপনার কল্পনা?

ডঃ ল্যুবেক ত' সামনেই বসে আছেন তার কাছেই জানতে

পারবেন—তারপর আমি তাকে প্রশ্ন করবো যদি তিনি দয়া করে উত্তর দেন। একটি বাচ্ছা ছেলের এমন নির্ভুল সংবাদ আর একটি যুক্তি শুনে সকলেই অবাক হ'য়ে গেছে।

সভাপতি ডঃ ল্যুবেককে প্রশ্ন করলেন ডঃ ল্যুবেক এই ছেলেটি বলতে চায় আপনার কাছে যে পিস্তলটি আছে সেটি নকল আপনি জানেন?

একটু উচ্চস্বরেই ডঃ ল্যুবেক বললেন, তা কি করে হয়? আমি একবার মাত্র দেখার জন্য পিস্তলটি হাতে দিয়ে ছিলাম আর সঙ্গে সঙ্গেই ফিরিয়ে নিয়েছি।

বলার অনুমতি চেয়ে ব্লু বললে, আপনার ডামির ক্যাপসুল চেম্বার খোলা যায় না। আপনার কাছেই সেটা আছে—আপনি লক্ষ্য করেন নি, লক্ষ্য করলে আজ আর এমন কথা বলতেন না।

কি মনে ভেবে ডঃ ল্যুবেক তাঁর সঙ্গের এ্যাটাচি টেব্‌লের উপর রেখে খুললেন, তারপর সন্তর্পণে পিস্তল বার করে দেখেই বলে উঠলেন— সত্য কথাই তো? তাহ লে আমার আসল পিস্তলটা এই সময়ে সরিয়েছে? সভাপতিকে বললেন—এখনই স্যার পিস্তলটা ওর কাছ থেকে আদায় করে নিন। এই শয়তানের কাছে থাকলে যে কি সর্ব্বনাশ ঘটাবে আপনারা তার শতাংশ কল্পনা করতে পারবেন না।

শান্ত কণ্ঠে ব্লু জবাব দিলে আপনারা জানের ডঃ ক্রুকের দেহ-রক্ষীরা এই পিস্তলের শিকার হ'য়েছে। তবে এখন আর ভয়ের কিছু নেই।

ডঃ ল্যুবেকের পিস্তল হারিয়ে যাওয়ার লোকেরা খুবই অস্বস্তি বোধ করছিল, তবুও ব্লুর কথায় মনকে কিছুটা শান্ত করতে পারলে। তবে মানুষকে ত' বিশ্বাস করা যায় না। যার কাছে ওটা আছে সে-ই যদি ব্যবহার করে? লোভের আগুন তো এমন ভাবেই ছড়ায়?



—সত্য কথাই তো ? তাহ'লে আমার আসল পিস্তলটা ওই সময়ে সরিয়েছে ?

এ ব্যাপারে আর একটা কথা সবার মনে রহস্য হ'য়ে রইল, একটা বাচ্ছা ছেলের পক্ষে এমন সব গোপন কথা ফাঁস হ'ওয়া কেমন ভাবে সম্ভব। শুধু তাই নয়—প্রতিটি সংবাদ সত্য ?

কৌতূহলী হ'য়েই সভাপতি প্রশ্ন করলেন—ডঃ হেনরী ক্রুকের লাইট প্লাসমা মোটরের কাগজ পত্রগুলো কি হ'ল ?

নিশ্চিন্ত ভাবে ব্লু জবাব দেয়—যে বিজ্ঞানীর কাছে আছে তিনি এই ধরণের বিজ্ঞান চর্চ্চা করেন না। সেগুলো যত্ন করে রাখা আছে যথা সময়ে পাওয়া যাবে। তাঁর কাজ মারণাস্ত্র আবিস্কারের। তবে এই বার ধমক খেয়ে প্রতিজ্ঞা করেছেন—আর মারণাস্ত্র আবিস্কার করার চেষ্টা করবেন না।

—আশ্চর্য্য! বিস্মিত হ'য়েই সভাপতি বললেন, এমন একটা বুনো সাপকেও ধমক দিয়ে দাবিয়ে রাখা সম্ভব? তারপর ডঃ কৃষ্ণেন্দুর দিকে ফিরে বললেন—ডঃ ভৌমিক! আপনার বাড়ীতে যখন এই দু'জনে উপস্থিত হয় তখন যারা ছিলেন, এ ব্যাপারে তারা সাক্ষ্য দেবেন কি?

কৃষ্ণেন্দু মার্শালকে বললেন—এই আসামীরা যখন আমার কাছে যায় আপনি সারাক্ষণই ওখানে ছিলেন—কি কি ঘটনা ঘটেছিল সকলকে শুনিয়ে দিন।

মার্শাল উঠে দাঁড়িয়ে একবার ডেভিস আর তার সঙ্গীর দিকে ফিরে দেখলেন। ওরা দু'জনে ঘরে এসে বসে। ডেভিসের সঙ্গী বিপদ বুঝে তার পকেট থেকে ডেথ-রে পিস্তল বার করতে গিয়েই বেকুব হ'য়ে বোঝে—ওরা দু'জনে ইঁদুর কলে পড়েছে।

—তাহলে ফরমূলার কি হল? প্রশ্ন করলেন সভাপতি এরপরে ফরমূলা চাইবার প্রশ্নই উঠতে পারে না। এখন ওদের কাছ থেকে জেনে নিন—ডঃ ক্রুকের কাগজ পত্রগুলো কোথায়?

মিঃ মার্টিন দাঁড়ালেন—ঘটনা ত' শুনলেন, নিশ্চয় এর পরে ওদের বাইরে রাখা আদৌ নিরাপদ নয় বরং স্পেশাল কোর্টে পাঠিয়ে

দিন তারাই সব ব্যবস্থা করবেন।

ডেভিস গর্জে উঠলো—আমার বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ কোনও প্রমাণই নেই। আমি কোনও অন্যায় কাজ করিনি। আমাকে অন্যায় ভাবে আটক করা হ'য়েছে। আপনারাই বরং সেই অপরাধে অপরাধী?

হঠাৎ ডঃ ব্রুক সভায় এসে উপস্থিত হ'লেন। সভাপতি তাঁকে সাদরে বসতে বলে—আর সকলকে জানালেন। আমাদের আজ পরম সৌভাগ্য—ডঃ হেনরী ব্রুক আমাদের সভায় উপস্থিত হয়েছেন। আপনারা একটু ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করুন? আমরা তার কাছ থেকেও অনেক কথা জানতে পারবো।

বয়সের ভারে ডঃ ব্রুক একটু কুঁজো হয়ে দাঁড়ান। একবার চারিদিকে চেয়ে তারপর বললেন—আমি এখানে যে আসবো এমন কথা কেউ জানেনা। আমি আজ-কাল পথেও বড় একটা বার হইনা অথচ আজ আমাকে কয়েক জন পর পর অনুসরণ করেছে। এর মধ্যে আমাকে বিভ্রান্ত করে অন্যত্র নিয়ে যাবার চেষ্টাও হয়। কিন্তু আমার কাশির ওষুধ কেনার নাম করে এক ডাক্তার খানায় যাই। সেখানে একজন সুপরিচিত পুলিস অফিসারের সঙ্গে দেখা হ'তে সব কথা জানাই। তিনিই আমাকে এখানে পৌছে দিয়ে গেলেন।

ডেভিস আর তার সঙ্গীর দিকে নজর পড়তেই কট্‌মট্‌ করে চেয়ে দেখলেন। তারপরেই বললেন, আপনারা যে এই শয়তান দুটোকে ধরতে পেরেছেন—বড় ভাল কাজ করেছেন। আমার কাছে এক-খানা জাল চিঠি নিয়ে উপস্থিত হয়। কাগজপত্রগুলো দেখার ভনিতা করে গুছিয়ে তুলে নিলে। আমি ব্যাপার বুঝে পাশের ঘর থেকে সিকিউরিটিকে খবর দেবার সঙ্গে সঙ্গেই তারা ঘরে ঢোকে। কিন্তু এই শয়তানরা কি এমন একটা যন্ত্র ব্যবহার করলে যার কোনও শব্দ বা আগুন ছিল না। অথচ নিঃশব্দে সিকিউরিটির ক'জনই মারা

পড়লো। আমি সেই দৃশ্য দেখে আর ঘর থেকে বার হইনি বা কাগজ পত্রের আশা করিনি।

একটু থামলেন ডঃ ব্রুক, সমস্ত কাগজ ওরা নিতে পারেননি প্লাসমা ইঞ্জিনের যে আসল অংশ সোলার রেডিয়েটার—তার কাগজগুলো আলাদা ভাবে থাকায় মোটরটা সম্পূর্ণ হয়নি আর কাজও হবে না। ওরা যখন ধরা পড়ে গেছে তখন নিশ্চয় জানতে পারবেন কাগজ পত্রগুলো কোথায় কার কাছে আছে। যদি দয়া করে সেগুলো উদ্ধার করে আমার কাছে পাঠিয়ে দেন তবেই প্লাসমা মোটরের কাজটা ত্বরান্বিত হবার আশা আছে।

ব্লুকে দেখিয়ে সভাপতি জানালেন, আপনার কাগজ পত্র খোয়া যাবার কথা এই ছোকরা জানিয়েছে এবং কথাও দিয়েছে যথা সময়ে সেগুলো উদ্ধার করা যাবে ও ফেরৎ পাবেন।

আগ্রহে আর আনন্দে ডঃ ব্রুক বলে উঠলেন—সেইগুলো আবার আমি ফেরৎ পাবো? আমি কি বলে আপনাকে ধন্যবাদ দেবো?

সভাপতি সমস্ত সদস্য আর উপস্থিত লোকেদের কাছে মতামত জানতে বললেন, আমরা তাহলে এদের নিয়ে কি করবো?

কেউ বললেন, ওদের সুপার কাউন্সিলে পাঠানো হ'ক, কেউ বললেন, ওরা যে অপরাধ করেছে তাতে ওদের প্রকাশ্যে মেরে ফেলা উচিৎ যাতে আর কেউ এমন কাজ করার সাহস না পায়।

সকলের কথা শুনলেও সভাপতি ব্লুকে প্রশ্ন করলেন। তুমি তো এদের সম্পর্কে সব থেকে বেশী জানো তোমার মতামতের একটা আলাদা মূল্য আছে।

ব্লুর মতামত শোনার জন্যই সকলে আগ্রহ ভরে ব্লুর দিকে চেয়ে রইলেন। ব্লু কিন্তু জবাব দিলে অদ্ভুত—আপনার বা, আমাদের ওদের সম্পর্কে করার কিছু নাই, যারা করবেন, তারা হয়তো এখনই এসে পৌছাবেন।

ব্লুর কথার শেষ হবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দরজা খুলে যাঁরা

ভিতরে এসে ঢুকলেন গোল্ডেনের সেই তিন নভোচারী। তাঁরা সভাপতির টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে সকলের উদ্দেশ্যই বললেন,—এখানের কোনও শাস্তিই ওদের পর্য্যাপ্ত নয়, তাই আমরা ওদের মন পরিবর্তন করে আবার এখানে পৌছে দেব, ব্লুর দিকে চেয়ে বললে, পিস্তলটা আমাদের কাছে দাও নাহলে আবার হয়তো কোন লোভীর খপ্পরে পড়ে আবার কার মৃত্যু ঘটাবে।

ব্লুর পিস্তল বার করতেই ডঃ ল্যুবেক আগ্রহে এগিয়ে এলেন—দাও দাও আমার জিনিষ ফিরিয়ে দাও।

নভোচারী হাত বাড়িয়ে পিস্তল নিয়ে বললেন, আপনার জিনিষ ঠিক কথা, কিন্তু এই লোভীদের পৃথিবীতে এমন মারাত্মক অস্ত্র রক্ষা করার ক্ষমতা আপনার নাই, তাই আর ফিরিয়ে পাবেন না কিম্বা তৈরীর চেষ্টাও করবেন না।

ব্লু জানিয়ে দিলে ওখানে থাকলেই সব থেকে নিরাপদ।

সভাপতি যেন ব্লুর উপরেই সব থেকে বেশী নির্ভর করছেন। ব্লুকে প্রশ্ন করলেন, পিস্তল সম্পর্কে তোমার মতামত আমরা মেনে নিলাম, কিন্তু এই দু'জনের কি হবে? আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না, ওদের উপযুক্ত শাস্তি কি হতে পারে?

ব্লু হাসে না বা অন্য কোনও অভিব্যক্তিও প্রকাশ পায় না। সেই একভাবেই দাঁড়িয়ে বললে, মানব জীবনের বড় শাস্তি মৃত্যু নয়, অনুশোচনা। ওদের গোল্ডেনের সাইবারদের হাতে তুলে দেওয়া হ ক দীর্ঘ অনুশোচনার পর ওদের মন যখন প্রকৃতই মানুষকে ভালবাসতে পারবে তখন আবার এই পৃথিবীতে ফিরে মানুষকে ভালবাসবে আর শান্তির বাণী শোনাবে। ওরা চলে গেলে আমাদের আর দুর্ভাবনায় ভুগতে হবে না।

ডঃ হেনরী ব্রুক একটু অবাক হয়েই বললেন, তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে একটি বাচ্চা ছেলে, কিন্তু আসলে তো তা নও? তাহলে তোমার পরিচয় কি?

কোমরে হাত দিয়ে সোজা হ'য়ে দাঁড়িয়ে ব্লু জবাব দেয়, — আপনারা বিজ্ঞানী ডঃ বেন্টলীর নাম যদি শুনে থাকেন আমি তারই বাল্যের সাথী।

'বেন্টলী' নামটি আশ্চর্য্য হয়েই আবার উচ্চারণ করলেন ডঃ হেনরী ক্রক। তারপর বললেন, সে তো আজকের কথা নয় হে? ডঃ বেন্টলী মারা গেছেন, তাও দেখতে দেখতে অনেকগুলো দিন কেটে গেছে। কৌতূহলে আর বিস্ময়ে ব্লুর দিকে চেয়ে বললেন, তোমাকে দেখলে তো তেমন কিছুই মনে হয় না?

কৃষ্ণেন্দু দাঁড়িয়ে ডঃ ক্রককে জানায় আপনি ওকে ভুল করবেন না, ও সাইবার; আমাদের অনেক উপকার করে।

সভা ভঙ্গ হ'ল বাইরের বাগানে তখন গোল্ডেনকে দেখার ভিড় জমে গেছে, কেউই কাছাকাছি হতে পারছে না। কিন্তু কেন যে কাছাকাছি হ'তে পারছে না, কেউই বুঝছে না।

গোল্ডেনের সাইবারদের সঙ্গে ডেভিস আর তার সঙ্গীকে আনতে আসতে হ'ল; ব্লুও তাদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে গোল্ডেনের পাশে এসে দাঁড়াল। ওদের কথা শেষ হ'তেই গোল্ডেনের সাইবাররা দু'জনকে নিয়ে সোজা পাড়ি দিলে আর নিমেষে উধাও হ'য়ে গেল।

এমন একটা অদ্ভুত দৃশ্য সচরাচর কারো নজর পড়ে না। এটা হেলিকপ্টার নয়, প্লেন নয়, মাথায় রোটার নেই, বা পাখা নেই, এমন কি কোনও আগুনও দেখা গেল না। অথচ চোখের পাতা পড়ার আগেই যেন উধাও হ'য়ে গেল।

সভাপতি সভার বাইরে এসে মাত্র গোল্ডেনকে বেগে উড়ে যেতেই দেখেছেন। অন্য সকলে ব্লুকে ঘিরে তখন নানা প্রশ্ন করছে। ওরা কারা? কোথা থেকে এসেছে? ওটা কি ধরণের প্লেন? কিসে ওড়ে এমন নানা ধরণের প্রশ্ন?

ব্লু কোন উত্তর না দিয়ে কেবল চুপ করেই রইল। শেষে বললে, এতো প্রশ্নের উত্তর কি এমনভাবে দেওয়া যায়? তার থেকে একদিন

এই সভায় ব্যবস্থা করুন যা-যার জানার আছে উত্তর দেওয়া যাবে।

আজকের ঘটনার ব্লুকে সবাই চিনেছে, সভাপতি পর্যন্ত অজস্র ভাবে প্রশংসা করেছেন।

কৃষ্ণেন্দু ব্লুকে বললে, ওখানে দাঁড়িয়ে থাকলে লোকে হাজার প্রশ্ন করবে, তুমি সেই প্রশ্নের জবাব দিতে পারবে জানি কিন্তু তার নিশ্চয় অনেক সময় লাগবে।

— না দাঁড়াবো না। বাড়ীতে কিছু আলোচনা করার প্রয়োজন আছে। আপনি বরং মিঃ মার্টিন আর মার্শালকে ডেকে গাড়ীতে তুলে নিন।

মার্শাল সভাপতির সঙ্গে কথা বলেছিলেন। মিঃ মার্টিন তার জন্যই অপেক্ষা করে দাঁড়িয়েছিলেন। ব্লু গিয়ে মার্শালের সামনে দাঁড়াতে মার্শাল বললেন, আমাকে কিছু বলবে? আমি যাবার জন্য দাঁড়িয়েই আছি।

আমরা আপনার জন্য ডঃ ভৌমিকের গাড়ীতে অপেক্ষা করছি; আপনি এলেই আমরা যাব।

দু'জনে কৃষ্ণেন্দুর গাড়ীতে গিয়ে বসলেন, মিঃ মার্টিন বললেন. এখন আবার কি আলোচনা হবে? ব্লু জানালে?

একটু আলোচনা করার আছে, চলুন না বাড়ী গিয়েই সব বলবো, কৃষ্ণেন্দু অই পর্যন্ত বলেই চুপ করে বসে থাকে।

গাড়ী চলেছে, মার্শাল ভাবছেন আজকের দিনটা কেমন উত্তেজনায় কাটলো, অথচ কৃষ্ণেন্দুর কোনও উত্তেজনাই নেই। মাঝে মাঝে মার্শালের কি যে মনে হয় কিছুই বোঝেন না।

মিঃ মার্টিন ভাবছেন লোক দুটি যদি ঠিক সময় মত ধরা না পড়তো কিম্বা ওর পিস্তলটা যদি ব্লু না সরিয়ে রাখতে পারতো তা হলে যে কি ঘটতো কিছু বলা যায় না। ডঃ ব্রুকের বাড়ীতে যা ঘটেছে এখানে সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটতো, আচ্ছা ব্লু এতো খবর পায় কিভাবে? আর মাত্র খবরই নয় সব খবরই পুরোপুরি সত্য

গাড়ী গেট পার হয়ে কৃষ্ণেন্দুর বারান্দার ধারে এসে থামলো। ভ্যালেট জানিয়ে দিলে গোল্ডেনের সাইবাররা সেই দু'জন লোককে এ বাড়ীতে রেখে গেছে।

খবর শুনে মার্শাল যেন লাফিয়ে উঠলেন—সর্বনাশ! আবার সেই লোক? কিন্তু এখানে কেন?

গাড়ী থেকে নেমে কৃষ্ণেন্দু জানালে আপনারা শান্ত হ'য়ে বসুন। আমি দেখছি ব্যাপার কি ব

॥ তের ॥

মহাকাশের ঘটনাগুলো বড়ই ভাবিয়ে তুলেছে। বিভিন্ন মানমন্দিরগুলো মহাকাশের গভীরে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখেছে। শুধুমাত্র দু'টো একটা বিস্ফোরণ নয়— এক একটা নীহারিকা পুঞ্জে বারে বারে বিস্ফোরণ ঘটেছে। সুপার নোভার বিস্ফোরণে পৃথিবীর বেতার তরঙ্গে বড় গোলমাল করছে। সংবাদ আদান প্রদানের ক্ষেত্রে এমন বিপর্যয় বিশ পঁচিশ বছরের মধ্যে দেখা যায় নি এই যে বিস্ফোরণগুলো ঘটেছে পৃথিবী থেকে কত দূরে?

কম্পিউটারের হিসাবে জানা গেল, একটা স্বপ্নাতীত দূরত্বে ব্যাপারটা ঘটেছে, অবশ্য ঘটেছে বলাটা ভুল হবে বরং ঘটেছিল বলা যায়। তার খবরটা এই দীর্ঘ দিন বাদেই মাত্র পাওয়া গেছে। কিন্তু কিসে ঘটছে তাও জানার সম্ভাবনা খুবই কম এমন কি নেই বললেও চলে, কেবলমাত্র অনুমানের ভিত্তিতে প্রচার হ'য়েছে মহাকাশে নক্ষত্র যুদ্ধ শুরু হ'য়েছে। একটা নক্ষত্র যুদ্ধের টাটকা খবর পাওয়া ত, কম কথা নয়।

খবরটা পাওয়া গেল অদ্ভুত ভাবে, বিশ্ব মহাকাশ সংস্থার একটি রকেট দীর্ঘদিন আগে নিরুদ্দিষ্ট হয়। মাঝে মাঝে এই নভোচারী রকেটের একটা ভাসা ভাসা সংবাদ আসে। অনুমান করা হয় যে রকেটটি কোনও এক ধূমকেতুর আকর্ষণে দ্রাঘিত বৃত্তে সৌর মণ্ডল

ছাড়িয়ে বহু দূরে চলে যায়। এমন ঘটনা সচরাচর ঘটে না চিন্তার বিষয় এই যে একটি দীর্ঘ পর্যায়ী ধূমকেতুর আকর্ষণে তার গতিপথ পরিবর্তিত হবার কারণ কি?

মাঝে মাঝে রকেটের সংবাদ আসে তবে সেই সংবাদ এমনই বিভ্রান্তিকর যে গবেষকরা অস্থির হয়ে পড়েন।

নোভা অথবা সুপার নোভার বিস্ফোরণ রেডিও তরঙ্গকে এমনই গোলমাল করে দেয় যখন সঠিক মেগাহাট্‌জের তরঙ্গ অন্য তরঙ্গে মিলিয়ে যায়।

গবেষক বিজ্ঞানীরা দিবা রাত্র পরিশ্রম করে নূতন নূতন যন্ত্র ও পন্থা আবিষ্কার করছেন। এখন অবশ্য এই কাজের সুবিধা অনেক কারণ মহাকাশের দূর দূরান্তে যে সব সংবাদ প্রেরক উপগ্রহ স্থাপিত হ'য়েছে, তারাই এই ধরণের সংবাদকে রিলে প্রথায় প্রেরণ করে থাকে। এমন কি মাঝে মাঝে নোভা বা সুপার নোভার বিস্ফোরণের সংবাদ অন্য সব সংবাদকে গোলমাল করেই এসে পেঁছায়।

নূতনতম ইলেকট্রনিক টেলিস্কোপ আবিষ্কার হওয়ার পর যে সব কোয়েসার এবং পালসারের সংবাদ পাওয়া গিয়েছে তার ফলে নূতন নূতন ছায়াপথের অস্তিত্ব চিহ্নিত করা সহজ হয়েছে।

আগের দিনে যেমন পরিচিত ছায়াপথকে আঙ্গুলে গণনা করা সম্ভব ছিল এখন সেই সংখ্যা বেড়ে কয়েক হাজার হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। নিশ্চয় পূর্ব্বের তুলনায় কয়েক হাজার গুণ বেশী।

ষ্টার গাইড পত্রিকায় নক্ষত্র এবং ছায়াপথ সম্পর্কে যে সব নূতন সংবাদ প্রকাশিত হয় নিশ্চয় সেই সংবাদগুলি সমগ্র বিশ্বের মান মন্দিরের গবেষকদের উপকার করে।

এই সংখ্যার ষ্টার গাইডের প্রচ্ছদ পটে একটি ছবি প্রকাশিত হয়। ছবিটি অবশ্যই হাতে অাঁকা। ছবির তলায় লেখা—অধ্যাপক কুরীজনের অভিজ্ঞতা। সংবাদ অবশ্যই ভিতরে ছাপা ছিল।

অধ্যাপক কুরীজন লিখেছেন— গত ২৭শে আগষ্ট সরকারী কাজে

ব্রাজিলের U.H.O. অর্থাৎ আপার হিল অবজার ভেটরি পরিদর্শনে যাই। উদ্দেশ্য ছিল এই নূতন মান মন্দিরের সুবিধা অসুবিধাগুলি জেনে অন্যান্য মান-মন্দিরগুলোকে খবর দেওয়া। কারণ মহাকাশ গবেষণার ক্ষেত্রে সকল মান মন্দিরকে এক যোগে কাজ করতে হয়।

এই নূতন মান মন্দিরের সব থেকে সুবিধা চারি দিকের পাথুরে পাহাড় থাকায় বেশ কিছুদূর পর্য্যন্ত বড় আকারের গাছপালায় দৃষ্টি ব্যাহত হয় না। বছরের আট ন' মাস আকাশ ধূলিহীন থাকায় প্রতিটি ছায়াপথ এবং নক্ষত্রকে—সুস্পষ্ট ভাবে দেখা সম্ভব। বিশেষত যে সকল যুগ্ম নক্ষত্র নভো বিজ্ঞানীদের অন্তরে এতোকাল মহারহস্যের আলোড়ন জাগিয়ে এসেছে তাদের সম্পর্কে নূতন ভাবে গবেষণার সুযোগ দেবে। সিংহরাশির অদূরের গুরু সপ্তর্ষির ছায়াপথে যে দু'টি বিরাট আকৃতির পীত নক্ষত্রের অবস্থান—সেই নক্ষত্র দু'টির পরস্পরকে আবর্তনের এক অদ্ভুৎ প্রক্রিয়া এতোকাল নভো বিজ্ঞানীদের চঞ্চল করে তুলেছিল। কারণ এক তারকা অপর তারকাকে ষাট বছরের পর্য্যায়ে পরিক্রমা করছে। নক্ষত্রবিদরা জানলেন নক্ষত্র জগতের এক অদ্ভুত নিয়ামানুবর্তিতায় এই দু'টি তারকা যুক্ত। এ ছাড়া তাদের দৃশ্যমান ঔজ্জল্য সূর্য্য অপেক্ষা কয়েক হাজার গুণ বেশী সে কথা সঠিক বলার সময় এখনও আসে নি। হয়তো এই মান মন্দির থেকে গবেষণা করে রহস্যের সূত্র উদ্‌ঘাটন করা সম্ভব হবে।

অধ্যাপক কুরীজনের রিপোর্টে আরও অনেক কথা থাকলেও শেষ করার আগে একটি বিশেষ ইঙ্গিতদিয়ে গেছেন।

—সৌভাগ্য ক্রমে নোভা আর সুপার নোভার বিস্ফোরণ স্বচক্ষে দেখার সৌভাগ্যে আমি মহা ভাগ্যবান একথা স্বীকার করতেই হবে। একদা নভো বিজ্ঞানী—অধ্যাপক মেসিয়ার মহাকাশের তারকাকে চিহ্নিত করার যে পন্থা আবিষ্কার করে নভো বিজ্ঞানীদের কাছে প্রাতঃস্মরণীয় হ'য়ে আছেন। সেই পদ্ধতি অবলম্বন করেই আজ পরবর্ত্তী নক্ষত্রবিদরা কয়েক লক্ষ নক্ষত্রকে সংখ্যার বাঁধনে বাঁধতে

পেরেছেন। সেই সংখ্যা অবশ্যই নক্ষত্রের তুলনায় নগণ্য।

তবুও সেই সকল নভো বিজ্ঞানীদের নিরলস-চেষ্টার কথা ভাবলে বিস্মিত হ'তে হয়। নক্ষত্রের চিত্রগ্রহণে অবশ্যই একটি আন্তর্জাতিক নিয়ম রক্ষা করে সকলকেই চলতে হয়। কিন্তু মহাকাশের গভীরে যে সকল নক্ষত্রের অবস্থান তাদের চিত্রগ্রহণের অনেক অসুবিধা আছে। কারণ চিত্রগ্রহণকালে অপেক্ষাকৃত নিকটের তারকার আলোক জ্যোতির চিত্ররূপ পশ্চাতের সুদূর নক্ষত্রের আলোক জ্যোতিকে ম্লান করে দেয়। সেই কারণে ঐ নক্ষত্রের ভিড়ে দূরবর্ত্তী নক্ষত্রের প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যথেষ্ট কষ্টসাধ্য। এমন কি বর্ণালী ও যন্ত্রের দ্বারাও যে প্রক্রিয়ায় নক্ষত্রের ভর, উত্তাপ, আকৃতি. গ্যাসীয় অবস্থা, দূরত্ব ইত্যাদির পরিমাপ করা সম্ভব। তাও অন্য নক্ষত্রের আলোকের বাধায়—মাঝে মাঝে বাধা প্রাপ্ত হয়।

আরও একটি বিশেষ জিনিষ লক্ষ্য করা গেলেও তার প্রকৃত রহস্য উদঘাটন করা আপাততঃ সম্ভব হ'চ্ছে না। সেই ব্যাপারটি অতি দূরবর্ত্তী ছায়াপথের মধ্যে মাঝে মাঝে বিস্ফোরণ কি নীহারিকার মণ্ডল গঠনের প্রচেষ্টা অথবা পরস্পরের প্রতি আঘাতজনিত বিস্ফোরণ ?

কারণ এই বিস্ফোরণের পরেই বহু সংখ্যায় ধূমকেতু আর উল্কার আবির্ভাব দেখা যায়। এখনও এই সম্পর্কে স্পষ্ট করে কিছু বলার সময় আসেনি—আমি কেবল মাত্র আমার পরবর্ত্তী নভো-বিজ্ঞানীদের কাছে আমার এই প্রশ্নটি তুলে ধরছি।

অধ্যাপক কুরীজন যে কথা জানিয়েছেন স্পষ্ট করে তিনি কিছু না বললেও নক্ষত্র যুদ্ধ যে শুরু হয়ে গেছে এমন কথা চিন্তা করতে কোনও অসুবিধা হয় না। কারণ ধূমকেতুর যে মূল অংশ সেটির গঠন হয় নিউক্লিয়াস পাথরের সে কারণে সূর্য্য কিম্বা ঐ জাতীয়—বিশাল নক্ষত্রের আকর্ষণে এসেই ধূমকেতুর নিউক্লিয়াস গ্যাস থেকেই যে আলোকের বিচ্ছুরণ ঘটে সেইটাকেই নভো বিজ্ঞানীরা ধূমকেতুর পুচ্ছ হিসাবে পরিচয় দেন। অথচ কোনও গ্রহের দেহের উপরিভাগে

কোথাও কোনও নিউক্লিয়াস পাথরের অস্তিত্ব মেলে না। বরং আগ্নেয়গিরি থেকে উৎক্ষিপ্ত পাথরে ঐ জাতীয় কিছুর খোঁজ মেলে। তবেই ধরে নেওয়া যেতে পারে ধূমকেতুর জন্ম হয়—কোনও গ্রহের আভ্যন্তরীণ অংশ থেকে।

আরও একটা কথা অনেকে বলে থাকেন, কোন নীহারিকা যখন কোনও মণ্ডল গঠনের তাগিদে চঞ্চল হ'য়ে ওঠে, তখন সেই মণ্ডল সৃষ্টি হয়। সেই গ্রহ উপগ্রহের সংসার নিয়ে ধীরে ধীরে বেড়ে ওঠে যেমন সৃষ্টি হ'য়েছে আমাদের সৌরমণ্ডল।

তাহ'লে ঐ উল্কা আর ধূমকেতু এদের জন্ম কি নক্ষত্রযুদ্ধ থেকে? কে-বলবে সেই প্রকৃত নক্ষত্র যুদ্ধ কত ভয়ানক। প্রকৃতির রুদ্র রোষে যখন এই পৃথিবী সামান্য চঞ্চল হ'য়ে ওঠে সেই সামান্য কম্পনে যে অসামান্য ক্ষতি হয় আমরা তার পরিমাপ করতে পারিনা। কোথাও বা সভ্যতা আর জনপদ নিশ্চিহ্ন হ'য়ে যায়। এমন সভ্যতা প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ে লুপ্ত হ'য়ে গেছে। দীর্ঘ দিন পরে হয়তো কোনও সূত্রে তার সামান্য সন্ধান পেয়ে আমরা অবাক হ'য়ে যাই।

প্রকৃতির সৃষ্টির রহস্য যে কত বিচিত্র কে তার খবর রাখতে পারে? আমাদের এই পৃথিবী অন্যান্য গ্রহের তুলনায় কত নগণ্য। নভো বিজ্ঞানীদের হিসাবেই দেখতে পাই। এই বিরাট বিশ্বের প্রাঙ্গণে যে কত নক্ষত্র আছে আর সেই সব নক্ষত্র কত স্বাধীন ভাবেই আপন আপন কক্ষে পরিভ্রমণ করছে তাদের গতি আর পর্য্যায়ীতেই বোঝা যায় কি বিরাট কক্ষের মধ্যে কত নিয়মানুবর্তিতায় চলা ফেরা করে। তাদের নির্দ্দিষ্ট পথে আর নির্দ্দিষ্ট গতিতে চলাচলের শক্তির যোগান দিচ্ছে কে?

এমন কথার জবাব দেবার তো কেউ নেই। মানুষ তার সীমিত ক্ষমতায়—এই বিরাট বিশ্বের কতটুকু পথই বা অতিক্রম করতে সক্ষম হ'য়েছে? তবুও মানুষের অন্তহীন লোভ আর স্পর্দ্ধা তাকে ঔদ্ধত্যের শিখরে নিতে চায়।

আজকের এই পৃথিবীতে হানাহানির মধ্যে মানুষ কি পেলে? সত্যহীন সভতাহীন অন্তরে কেবলমাত্র ঈর্ষার বীজ বপন করেছে তার ফলে এই পৃথিবী লোভীদের হাতে পড়ে টুকরো টুকরো শাসনের এলাকায় দাঁড়িয়েছে। সত্য সততায় সমৃদ্ধ এই পৃথিবী ছিল শান্তির নন্দন কানন। তার পরিবর্তে আধুনিক বিজ্ঞান আর প্রযুক্তির মায়াজালে মানুষকে করেছে অন্ধ, করেছে বিভ্রান্ত। তাই এই সময়ের সন্ধিক্ষণে দিশে হারা হ'য়েই পথ খুঁজে বেড়াচ্ছে। আর সেই সুযোগ নিয়েই লোভীরা সরলমনা লোকেদের নানাভাবে প্রলুব্ধ করে অন্যায়ের দলে টানছে।

নানা ভাবে মানুষের মনে বিচ্ছেদের বীজ বপন করে পরস্পরকে দূরে ঠেকিয়ে লোভীরা নিজেদের কার্য্য সিদ্ধির পথ করছে। যে সব মহাপুরুষ এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে মানবাত্মাকে শান্তির পথ দেখাতে প্রেমের বাণী শুনিয়েছিলেন, এই সব লোভীরাই বারে বারে তাঁদের নিগৃহিত করেছে—এমনকি হত্যা করতেও কুণ্ঠিত হয় নি। কিন্তু তাঁদের অবিনশ্বর প্রেমের বাণী অক্ষয় অমর হ'য়েই প্রপীড়িত মানুষের অন্তরে শান্তির প্রলেপবারি সিঞ্চন করছে।

লোভ— লোভ আর লোভ এই লোভের দুরাশাই তাদের টেনে নিয়ে চলেছে সর্ব্বনাশা ধ্বংসের দিকে ভুয়ো শিক্ষা সভ্যতার আলোক আজ মানুষের মনে মোহজাল বিস্তার করে মাত্র লোভীদেরই দল বাড়াচ্ছে, নেই আত্মত্যাগের শিক্ষা নেই প্রেম ভালবাসা। সমদর্শনের ভূয়ো বুলি দিয়ে লোভীরা কেবলই নিজেদের প্রতাপ আর প্রভুত্বের শক্তি বাড়াতেই ব্যস্ত, যার ফলে মিথ্যার আবিলতায় পৃথিবী ভরে গেছে ; আরো চাই—এই লোভের বীজানু সকল স্তরেই এই লোভীরা ছড়িয়ে বেড়াচ্ছে। যেখানে অসুবিধে দেখছে অমনি দুর্গতদের নামে কুম্ভীরাশ্রু বিসর্জন করে দয়া ধর্মের অভিনয় করছে, কিন্তু দুর্গতদের নামে জনসাধারণের দান গোপনে আত্মসাৎ করছে।

চারিদিকে শুধু মিথ্যা আর মিথ্যার সমারোহ ; যদি কেউ মানুষের

অন্তরে শান্তি বারি সিঞ্চনের প্রয়াস করে, লোভীরা তার পিছনে লেগে বলবে ভণ্ড, অথচ আসল ভণ্ডরাই লোভীদের দ্বারপাল করে নিজেদের কার্য্য সিদ্ধি করছে। কেবল বাক্-চাতুর্য্য আর পরিবেশ সৃষ্টি করেই মানুষকে ভোলাচ্ছে।

একটা দুঃস্বপ্নের ভয়াবহ রাজত্বে আমরা বাস করছি, লক্ষ্য ভ্রষ্ট মানুষ তাই আজ বিভ্রান্ত। অশুভ শক্তিকে করায়ত্ব করেই না, দুর্জ্জনরা ভয় দেখিয়ে এসেছে? তারপর একে একে যখন অন্যেরাও সেই পাশবিক শক্তির গুঢ় রহস্যের কথা জানতে পারলে, তখনই না তারা ধোঁকা দেবার নূতন নূতন পথের সন্ধান করে এসেছে।

এই যে নক্ষত্র যুদ্ধ? এর মর্মার্থ কি? নক্ষত্র আজও মানুষের নাগালের বাইরে, আজ যেখানে মাত্র মানুষ স্বপ্ন দিয়ে পৌঁছাতে পারে অন্য কোন ভাবেই নয়। সর্ব্বোচ্চ গতিবেগ আলোকের, কিন্তু বিজ্ঞান তার ধারে কাছেও পৌঁছাতে পারে নি, মানুষের স্বল্পায়ূ জীবন সীমার মধ্যে প্রকৃত কার্য ক্ষমতা কতটুকুই বা? যা দিয়ে এই সৌর-মণ্ডলের প্রান্তেই পৌঁছান সম্ভব নয়। তাহ'লে বিজ্ঞানীরা কোন নক্ষত্রলোকে পাঠাবে?

শুভমনা বিজ্ঞানীরা মানুষের জন্য অনেক কিছুই করেছেন। নানা দুঃখের আর রোগজনিত কষ্টের লাঘব করার জন্য তাদের প্রাণপাত করা পরিশ্রম মানব সমাজ ভুলতে পারে না। মানুষের অন্তরে সেই সব বিজ্ঞানীদের স্থান সর্ব্বোচ্চ শ্রদ্ধায়। কিন্তু সে সব বিজ্ঞানী এই পৃথিবী থেকে মানুষকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য নানা রকম ভয়ঙ্কর অস্ত্র আবিষ্কার করে লোভীদের হাতে তুলে দিচ্ছেন—মানব সমাজ কি কোনও দিন তাদের প্রতি ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখতে পারবে?

অধ্যাপক কুরীজনের কথা কি সকলেই মানতে পারবেন? এক মাত্র যারা বঞ্চিত শোষিত তারা এইটুকু মাত্র বলতে পারে—কথাগুলো শুনতে ভাল, কিন্তু প্রতিকারের কোন পথ আছে কি?

লোভীদের লোভের আগুন আজ দাবানলের মতই সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে। মানুষ কি আবার সেই শান্তি ফিরে পাবে—কে জানে? তবুও একটা সুন্দর আলো ঝলমল দিনের স্বপ্ন দেখে দিন কাটায়, আশায় আশায় বুক বাঁধে।

মহাকাশে যখন উল্কা বৃষ্টি হয় কিম্বা ধূমকেতুর আবির্ভাব ঘটে অই লোভীরাই ভয় দেখায় অমঙ্গলের—অতএব তাদের স্মরণাপন্ন হও অথবা ধ্বংস হও। কিন্তু তাদের কি ক্ষমতা? প্রকৃতি যখন বিরূপ হয় নিজেরাই তখন বাঁচার পথ খোঁজে। কাকতালীয় ঘটনাগুলোকে চোখের সামনে তুলে ধরে। কিন্তু ধূমকেতু তো একটাই নয়। মহাকাশে অজস্র ধূমকেতু আছে তারা কেউ বা স্বল্প পর্যায়ীক আবার কারো পর্যায়ীক অতি দীর্ঘ এমন কি দশ-হাজার বছর পর্যন্ত।

তাই বলে কোনও ধূমকেতুই মানবের অকল্যাণ করে না। অই যারা মানুষের চোখে সর্ব্বোচ্চ সম্মানের আসনে বসে, দেশ শাসনের নামে লোককে শোষণ করছে, কিম্বা যে লোক রাজনীতির ধুয়া তুলে মিথ্যা আর প্রবঞ্চনার পাঠ পড়িয়ে লোকেদের দলে টেনে দল বাড়াচ্ছে। তাদের কারো লোভও ত কম নয়। মিথ্যা ভনিতার চট্‌কদার বুলিতে মানুষের মনে বিভ্রান্তি এনেই কেবল দাম বাড়াচ্ছে। এই রাজনীতি আর রাজ্যনীতির একটিই অন্তর্নিহিত অর্থ মানুষ যদি শান্তিতে বসবাস করতে পারে তাহলে তারা আর কোন চিন্তা করবে না। যতক্ষণ না তাকে দুঃখের আর অসুবিধার অঞ্চলে ফেলে দেওয়া হবে ততক্ষণ আর কোনও খেয়াল থাকবে না। অতএব যে মানুষ শান্তিতে বসবাস করছে তার শান্তি যেমনভাবে পার কেড়ে নাও তবেই না সে বিপাকে পড়ে সাহায্যের জন্য বাড়াবে।

তখনই সুযোগ আসবে ভুয়া ত্রাণ কর্তার, তোমার দুঃখে তার কুম্ভীরাশ্রু গড়িয়ে পড়বে, সাহায্যের আশ্বাস দিয়ে তোমাকে আরো

আরো দুর্দশার মধ্যে ঠেলে পাঠাবে, যখন তুমি একেবারে অসহায় হবে, তখনই তোমাকে যৎসামান্য সাহায্য দিয়ে কেনা গোলাম বানিয়ে রাখবে। তোমার যতটা সাহায্যের প্রয়োজন কখনই পুরো-পুরি তোমাকে দেবে না।

কিন্তু যদি তোমার মনের জোর থাকে, যদি সেই যৎসামান্য সাহায্য নিয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা কর তখনই তোমাকে নানা রকম বিপদের ঘূর্ণী পাকে ফেলে দেবে। তুমি বিপদ থেকে উদ্ধার হলে লোভীর কোনও লাভ নেই। বরং তুমি বিপদে পড়ে থাকলেই তোমাকে দেওয়া দানের বিশগুণ নিজের বদান্যতা প্রচার করবে আর নিজেকে মহৎ গড়ে দেখাবে।

এইসব সাবধান বাণী প্রচার হবার সঙ্গে সঙ্গেই লোভীদের টনক নড়ে ওঠে। শুরু হয় গুপ্ত ঘাতকের তৎপরতা। গোপন শলা পরামর্শেই স্থির হয়—এই পৃথিবীতে যারা ঘুমন্ত মানুষদের জাগিয়ে তুলছে-তাদের আর এই পৃথিবীতে থাকার কোন অধিকার নেই, যেমন ভাবেই হ'ক লোভীরা নিজেদের পথ নিষ্কণ্টক করতে উঠে পড়ে লাগে। সভায় সভায় ভণ্ডামির মুখোস পরে ন্যায়, আর নীতির বুলি আওড়ায়। মানুষকে ভোলাতে নূতন নূতন পথ ধরে।

হায়রে মানবাত্মা? যাদের দুঃখ দূর করার জন্য কতই না মহাপুরুষ এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছে মানুষের দুঃখ কষ্ট লাঘবের পথ অনুসন্ধানের জন্য কতই না কঠোর তপস্যা করেছিলেন। বহু নির্যাতন ভোগ করেও পথে পথে প্রেম আর ভালবাসার বাণী বিতরণ করে-ছিলেন, ক্ষমা সুন্দর বক্ষে যারা নির্যাতন করেছিল তাদেরই বক্ষে আলিঙ্গন করে ঠাঁই দিয়েছিলেন, তাঁদের সেই প্রেম কি ব্যর্থ হবে? এই পৃথিবীর দুঃস্থ আর দুঃসহ বেদনায় কণ্টকিত, অর্দ্ধাহারে অনাহারে আর দুরারোগ্য ব্যাধিতে মুমূর্ষু, তারা কি উদ্ধার পাবে না? এই পৃথিবীর আজকের সুখ, আজকের ঐশ্বর্য্য এর সব কিছুই কি অই লোভীদের জন্য?

আজ মানুষ যেন তার শান্তি হারিয়ে মনের ভারসাম্যও হারিয়ে ফেলেছে। এই দুর্দ্দিনে কে তাদের প্রাণে আশার বাণী শোনাবে? সেই আশা নিশ্চয় ভণ্ড প্রতারকদের মিথ্যা আশা নয়, তাই বঞ্চিত শোষিত মানুষেরা অই মহাশূন্যের দিকে মুখ করে করজোড়ে কামনা করছে বিশ্বস্রষ্টার কাছে, আমাদের জন্য তুমি অনেক করেছো এইবার একজন দাতাকে পাঠাও আমাদের পঙ্ককুণ্ড থেকে টেনে তুলবে, শোনাবে আশার মধুর বাণী চোখে এঁকে দেবে নূতন আশার স্বপ্নাঞ্জন। এই পৃথিবী আবার জেগে উঠবে মনুষত্বের ঔজ্জ্বল্যে, ভাস্বর হবে ত্যাগের দীপ্তিতে, পরস্পরকে বাঁধবে ভালবাসার অটুট বাঁধনে। জয় হ'ক এই পৃথিবীর, জয় হ'ক মানবাত্মার।

॥ চোদ্দ ॥

সারা বিশ্বে এক নূতন আলোড়ন জেগেছে। ভিন গ্রহ থেকে কারা এসে অবতরণ করলে এই পৃথিবীতে? কি তাদের পরিচয়? লোকেরা উৎসুক হ'ল জানার বাসনায়।

কেউ কেউ প্রশ্ন করলে, তাহ'লে কি সেই বহু বিঘোষিত নক্ষত্র যুদ্ধ শুরু হ'য়ে গেছে?

একটা ভয়াবহ গুজব একটা প্রাণান্তকর আতঙ্ক চারিদিক থেকেই যেন গুটি গুটি এগিয়ে আসছে। কিন্তু আতঙ্ক ছড়াচ্ছে কারা? এমন কথা কে জানাবে? তবুও কোনও কোনও রাষ্ট্র জানালে ভয় কি? আমরাও নক্ষত্র যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছি। কেউ কেউ আবার প্রশ্ন করে বসলেন, যুদ্ধটা কাদের সঙ্গে হবে? আর কোথায় হবে?

এমন প্রশ্নের উত্তর দেবে কে? কে জানে অপর পক্ষ কে? আর কোথায় সেই যুদ্ধ ক্ষেত্র?

তবুও ব্যাপক প্রচার চলে নক্ষত্র যুদ্ধের; সম্মেলন আর নানা আলোচনায় সবাই মুখর হ'য়ে ওঠে। নানা পত্র পত্রিকায় গল্প আর

কল্প কাহিনী মানুষের মনে পরিবর্তন আনার চেষ্টা করে, কিন্তু পরিবর্ত্তনটা কিসের?

কেউ যদি প্রশ্ন করে এই নক্ষত্র যুদ্ধের কারণ কি? কেন এই যুদ্ধ? জবাব দেবার মত কাউকেই খুঁজে পাওয়া যায় না।

কিন্তু চারিদিকেই চর আর অনুচরেরা ঘুরে বেড়াচ্ছে এ প্রশ্ন কার? তাকে জানতে। অত বড় ব্যাপার কি লোকে চট্ করে বুঝতে পারে? এর কারণে কত তোড়জোড় সব কথা কি বলা যায়? কেবল মনে রেখো নক্ষত্র যুদ্ধ একটা ছোট খাট ব্যাপার নয় যা সাধারণে বুঝবে।

কথাটা অবশ্য এক দিক থেকে ঠিক, কারণ এ তো সাধারণ লোকের কল্পনার বাইরে, তবে সত্য কথা বলতে কি যারা নক্ষত্র যুদ্ধ বলছেন তারাই বা আসল নক্ষত্র যুদ্ধের কতটুকু জানেন?

নক্ষত্র যুদ্ধ যে কি ভয়ানক তার সঙ্গে বহু প্রচারিত নক্ষত্র যুদ্ধের কোনও মিলই নাই। তাই তারা আসল কথা গোপন করেই বলে অর্থ আর সামর্থ দিয়ে আমাদের সাহায্য কর। আমাদের উপর পরিপূর্ণ আস্থা রাখ।

আবার একটি ছোট প্রশ্ন এলো—এর ফলাফল কি?

ফলাফল কি আগে কিছু বলা যায় নাকি?

আবার প্রশ্ন হয়—সেই সব শত্রু কেমন?

কেমন আবার? এই তো পৃথিবীতে আসতে সুরু করে দিয়েছে আমাদের সব গোপন খবর অনুসন্ধান করে বেড়াচ্ছে। মাঝে মাঝে কিছু গোলমালও পাকাচ্ছে।

তাদের এখানে বাধা দেওয়া হ'চ্ছে না কেন? তাদের জন্য আমাদের কি ক্ষতি হচ্ছে?

ক্ষতি ঠিক নয়, আমাদের রাষ্ট্র কত অর্থ ব্যয় করে কত ভাল ভাল অস্ত্র বানিয়েছে। সেগুলো শত্রু পক্ষের দৃষ্টি এড়িয়ে রাখতে হয়, আপৎকালেই তাদের প্রয়োজন। মাঝে মাঝে তাদের তদারক

করতে হয় কিন্তু দেখা যাচ্ছে, সেই সব গোপন অস্ত্র ভাণ্ডার কে বা কারা গোপনে সম্পূর্ণ ভাবে অকেজো করে দিচ্ছে। পরে সেগুলো আবার ব্যবহার করা যাবে এমন সম্ভাবনাও থাকছে না।

—তারা কারা? এমন কাজ করেছে? আর কেন করছে?

—কারা এমন কাজ করেছে তাদের খোঁজ পাওয়া যায় নি। তবে এমন কথা অন্যদের বলতে শোনা গেছে যাতে এই পৃথিবীতে আর সেই অস্ত্র ব্যবহার করা না যায়।

অস্ত্রগুলো কি প্রয়োজনে ব্যবহার হবে বলে রাখা হয়েছিল? সেগুলো ব্যবহার হলে এই পৃথিবী-ই নিশ্চিহ্ন হ'তো।

অস্ত্রগুলো সত্যই বড় মারাত্মক বলেই আমাদের দেশের একটু তফাতে মজুত করা ছিল।

যদি সেখানে কোন কিছু ঘটে, তাহ'লে অন্য কাছের দেশের বিপদ ঘটবে তো?

—তা ঘটবে তবে আমাদের দেশের লোক বাঁচবে তো? কর্তৃপক্ষ জানে অস্ত্রগুলো কত মারাত্মক।

সেই অস্ত্রগুলো মারাত্মক জেনেও তারা অন্যের দিকে রেখেছেন তাহ'লে মানুষ কি কেবল আপনাদের দেশেই থাকে?

—তা ছাড়া আরও একটা কথা অন্যদের জানানো প্রয়োজন আমরা কত শক্তিশালী তাই আমাদের যুদ্ধাস্ত্র সম্পর্কে এত গভীর চিন্তা করতে হয়। আসল কথাটা কি জানেন? আমরা এই পৃথিবীকে জয় করতে পারলেই পৃথিবীর বাইরে গ্রহ জয় সুরু হবে পৃথিবীর জন সংখ্যা বাড়ছে, যুদ্ধ হলে কিছু কমবে আর বাকি কিছু কমানো যাবে গ্রহ জয় করে সেখানে উপনিবেশ স্থাপন করে।

—তাহ'লে আপনারা এই পৃথিবীকে শাসন করতে চান।

—হ্যাঁ ব্যাপারটা প্রায় সেই রকম। এটা ঠিক আমাদের দেশ নয়, আমরা অন্য দেশ থেকে নির্বাসিত হয়েই, এখানে এসেছি। নির্বাসন থেকেই তো আমরা এমন শক্তিশালী হ'য়েছি।

কথাটা খুবই ভাল পৃথিবীর অন্যান্য দেশে যেমন মানব সমাজের বাস, তাদের কথা কি আপনারা চিন্তা করেন ?

—নিশ্চয় আমরা চিন্তা করি। তারা যা ব্যবহার করতে ভাল বাসে আমরা সেই সব সামগ্রী ত' তাদের জন্য তৈরী করে বিক্রী করতে পাঠাই। তাদের সুখ সুবিধার জন্যই ত' আমাদের চিন্তা, কিন্তু তারা যদি আমাদের সামগ্রী না কেনে কত অন্যায় বলুন!

এর পরেও কি ভাবা যায়—মানুষ কত নিঃস্বার্থ? এই নকল ভালবাসা দিয়েই মন ভোলান। মানুষগুলো যেন নকল পেলেই ভুলে যায়। যেমন ভোলে মিথ্যা কথায়, মিথ্যা আশ্বাসে।

ভাল লেখা পড়া শিখলেই নজরটা তার উপরে থাকবে। বিশেষজ্ঞরা তার প্রতিভার উপর দৃষ্টি রাখবে। প্রতিভার জন্য একটা অর্থ বরাদ্দ থাকবে তার ভবিষ্যৎ শিক্ষার জন্য, মা, বাবা জানবেন তাদের সন্তানের জন্য অপরের দরদ কত, গর্ব ভরে বাবা, মা বলবেন আমার ছেলে বা মেয়ে কেমন সরকারী বা বেসরকারী বৃত্তি পেয়েছে, এর পর তার শিক্ষার ব্যবস্থা।

অই সব লোভীরাই তো দল বেঁধে বসে আছে এমন সব মেধার ছেলে মেয়েদের ধরার জন্য। এদের এমনভাবে শিক্ষা দিয়ে বড় করতে হবে, যাতে তাদের দলের বশংবদ হ'য়েই কাজ করবে।

এমনভাবেই লোভীদের জাল চারিদিকে ছড়ানো আছে। তবে চিরকাল লোভীদের এই একই অবস্থা থাকে না বা থাকতে পারে না। একদিন দলে নিশ্চয় ভাঙ্গন আসবে। মহাকালের অনুচরেরা সেই দিন লোভিদের দলে ঢুকে পড়বে আর সুরু করবে ভাঙ্গতে। সেই দিন থেকে লোভিদের ভাঙ্গন রোধ করার ক্ষমতা আর থাকবে না। কারণ ভাঙ্গতে সুরু করবে দলের লোকেরা, দলের যারা পাণ্ডা তারা কেবল অসহায় দৃষ্টি মেলে দেখে যাবে। সেই প্রলয়ঙ্কর প্লাবনের সামান রুখে দাড়াবার ক্ষমতা আর তাদের থাকবে না। মাটির তলা ফোপরা হলে যেমন উপরের মাটিতে আর ভরসা করে

দাঁড়িয়ে থাকা যায় না, ঠিক তেমনই মিথ্যা আর অন্যায়ের স্রোতে লালিত মনের আর কোনও শক্তিই থাকে না।

তবুও তারা প্রাণ পণে বাধা দিয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করে। চরম অন্যায় কাজেও মন সায় দেবে, কিন্তু বিশ্বাস হারাবে নিজের মনের থেকেও, এমন কি কোনও আত্মজনকেও বিশ্বাস করতে চাইবে না। তাদের মধ্যে কেউ কেউ এই মিথ্যাকে প্রশ্রয় দিতে চাইবে না।

তাহ'লে এই বহু বিঘোষিত নক্ষত্র যুদ্ধের কি হবে? তার মধ্যে প্রশ্ন আসে, নক্ষত্র যুদ্ধ করবে কে? আর কিভাবেই বা করবে?

বড় বড় লোভীদের মানসিক অস্থিরতা যেন সকলের থেকে বেশী, তাই তারা বিজ্ঞানীদের মন গড়া নক্ষত্র যুদ্ধের জন্যই তাগাদা দিতে থাকে। আসলে নক্ষত্র যুদ্ধ ত' সম্ভব নয়, ওটা একটা বিরাট ধাপ্পা।

আসলে এরা চায় পৃথিবীর বাইরে একটা উপগ্রহ স্থাপন করে, অপর রাষ্ট্রের উপরে যেমন গোয়েন্দাগিরি করছে, ঠিক তেমন ভাবেই আর একটা উপগ্রহ স্থাপন করে, সেখান থেকেই শত্রু রাষ্ট্রের উপর সরাসরি অতি বিস্ফোরক ভয়ঙ্কর বোমা ফেলবে।

মানব জাতির উপর চরম বিশ্বাসঘাতকতা করার জন্য আবার একবার সুযোগ গ্রহণ করবে। এদের সঙ্গে কিছু কিছু লোভি বিজ্ঞানীও মানবতা আর শিক্ষাকে বিসর্জন দিয়ে যোগ দেবে। যারা লোভীদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে চাইবে না তাদের উপরে চলবে, চরম নির্যাতন। মনুষ্যত্ব হারিয়ে অই লোভীরা হবে পশুর অধম।

তাহলে এই পৃথিবী কি অই লোভীদের দ্বারাই ধ্বংস হবে? এ প্রশ্নেরও উত্তর আছে। ধ্বংস কিছু হবেই, কম বা বেশী ধ্বংসের কথা নয়। যখনই কোনও আবিলতা দূর করতে হয় তখন কিছুটা ত্যাগ স্বীকার করতেই হয়। ভেবে দেখ এক একটা স্বাধীনতার যুদ্ধে কত লোকই তো প্রাণ বিসর্জন দেয় একটা মহত্তর চিন্তার

আকুতিতে। এমনও ছোটখাট ঘটনায় দেখা গিয়েছে একটা সাধারণ প্রাণও বিসর্জনে অসাধারণের আলোকে আলোকিত হ'য়ে উঠে। মানুষের অন্তরে মহত্তর প্রেরণা যোগায়। মানুষ ভুলে যায় অনেক কিছু তবুও অই একটা ছোট স্ফুলিঙ্গ অন্তরে জেগে থাকে। যেমন সুবিশাল রামায়ণের ঘটনার মধ্যে গুহক মিতালী কথা মানুষের অন্তরে জ্বল জ্বল করে।

আসবে গোল্ডেন বার্ড, যারা সুদূর নীহারিকা থেকে এই পৃথিবী-তে অক্লেশে পাড়ি জমায়। যারা মনুষ্যত্বের অবমানকে ঘৃণার চক্ষে দেখে, তাই এই লাঞ্ছিত মানবাত্মার স্বপক্ষে এসে দাঁড়াবে। এর মধ্যে তাদের কাজ অবশ্য সুরু হ'য়ে গেছে। মানব ধ্বংসকারী আর পৃথিবীর বিপর্যয়কারী ভয়ঙ্কর অস্ত্রের মজুত ভাণ্ডারগুলো সমস্তই একে একে অকর্মণ্য হয়ে পড়বে। লোভীদের কত আশা এই শক্তির দাপট দেখিয়ে পৃথিবীর মানবসমাজকে পদানত করে, শোষণ আর শাসন চালাবে। কিন্তু তারপর?

সকল কিছুরই একটা পরের পর ঘটনা আছে, আছে একটা পরিণতি। সেই পরিণতিটা কি? যারা ভাল কাজ করে তাদের পরিণতি ভাল হয়, আর যারা খারাপ কাজ করে, তাদের পরিণতি খারাপ হ'তেই বাধ্য।

মহাকাল তো কেবলই ধ্বংস করেন না। ধ্বংসের মধ্যেই আবার নূতন করে সৃষ্টির বীজ বপন করেন। সেই সৃষ্টির জন্য এই পৃথিবীর সমস্ত আবিলতা সমস্ত মালিন্য ধুয়ে মুছে সাফ হবে। গড়ে উঠবে নূতন প্রজন্ম। সত্য, সততা আর নিষ্ঠার নূতন আলোকে নূতন রক্ত স্নানের পরে।

তাহলে পৃথিবী কি আবার একবার রক্তস্নান করবে?

হ্যাঁ করবে তার প্রয়োজন আছে, দীর্ঘ দিন জল পড়ে থাকলে তার বিশুদ্ধতা যেমন আপনা থেকেই নষ্ট হয়ে যায়, মানুষের রক্তেও নানা দোষে যুক্ত হয়—আসে নূতন নূতন নানা ব্যাধি। তাই এই

ধ্বংশের প্রয়োজন।

এমনভাবে কিম্বা অন্য কোনও ভাবে এই পৃথিবী বহুবার পরিবর্ত্তন ঘটিয়েছে। লুপ্ত হ'য়েছে কত নগর, কত সভ্যতা, কত সম্পদ সব কিছুই মাটিতে মিলিয়ে গিয়ে আবার নূতনভাবে গড়ে উঠেছে। এমনভাবেই চলে ধ্বংস আর সৃষ্টির পর্য্যায়কে।

নূতন সভ্যতা আসে ধীরে ধীরে বাড়ে, কিন্তু ভালর মধ্যেও পচন ধরে, আর সেই পচন হয় মারাত্মক। সময়ে সময়ে সেই ভালই কালক্রমে মানব সমাজের পৃথিবীর পরম শত্রু হ'য়েছে দেখা দেয়। কিন্তু যে শত্রু তাকে ত' নির্মম ভাবেই নির্ম্মূল করা দরকার। মানুষের শরীরে রোগ আশ্রয় করলে তাকে নির্ম্মূল না করতে পারলে মানুষ মৃত্যুর কোলেই ঢলে পড়বে।

আমরা তো দেখতেই পাচ্ছি, লোভীরা কতভাবে আমাদের সঙ্গে শত্রুতা করছে? এই পৃথিবীর লোককে তারা কিছুতেই শান্তিতে থাকতে দিতে রাজি নয়। দু'টো পাশাপাশি দেশ যখন শান্তিতে বসবাস করছে তখন এক দেশকে অপর দেশের ওপর লেলিয়ে দিয়ে নিজেদের মারাত্মক অস্ত্র বিক্রীর মুনাফা লুটছে। এই অস্ত্র বিক্রীর আর একটা উদ্দেশ্য আছে, অস্ত্রের পরীক্ষা করা। নিজেরা দূরে দাঁড়িয়ে দেখছে। তার পৃথিবীর চোখে দেখাচ্ছে কত সৎ কিন্তু ভেবে দেখ এরাই তো পৃথিবীর শান্তিকামী মানবের শত্রু। এর থেকে বাঁচার এক মাত্র পথ, অই লোভীদের বিচ্ছেদের প্ররোচনা থেকে দূরে সরে থাকতে হবে আর সমস্ত পৃথিবীকে আপন করে নিতে হবে।

বিজ্ঞানীরা সঙ্ঘবদ্ধ হ'য়ে দৃঢ় কণ্ঠে লোভীদের জানিয়ে দিন—যে আর তাদের দিয়ে মানুষ মারা অস্ত্র বানানো চলবে না। নিজেরাও কেউ আর ভয়ঙ্কর নরঘাতী অস্ত্র বানাবেন না। মানুষ মানুষের শত্রু নয়, একমাত্র লোভই তাকে শত্রুতে পরিণত করে। আজ মানুষ মানুষে ভাল বাসতে পারলে এই লোভের প্রবৃত্তি দূর হয়ে যাবে। আজ সারা পৃথিবী থেকে যদি যুদ্ধ বন্ধ হয় তাহ'লে সেই অর্থ দিয়েই

এই পৃথিবীকে নন্দন কাননে পরিণত করা যাবে। মানুষের মনে সেই শুভ বুদ্ধি জাগ্রত হ'ক।

মানুষ মানুষকে ভাই বলে বুকে জড়িয়ে ধরুক, যারা প্রকৃত দুর্গত, যাদের সহায় সম্পদ নেই তাদের জন্য এগিয়ে যেতে হবে। তবে অলসদের জন্য কোনও সাহায্যই নয়।

এই পৃথিবীতে কত শিশু অপুষ্টি আর খাদ্যের অভাবে মারা পড়ে রোগের ঠিক মত চিকিৎসার অর্থ অনেকের নেই, তাদের জন্যই ত' আগে চিন্তা করা প্রয়োজন। কেবলমাত্র মুষ্টিমেয় লোকের সুখ সমৃদ্ধি আর প্রাচুর্য্য দেখলেই কি এই পৃথিবীর সামগ্রিক ছবি বোঝা যাবে? যারা প্রাচুর্য্যের শিখরে দিন কাটায়, তারা কি এই অবহেলিত মানবের দিকে তাকায়?

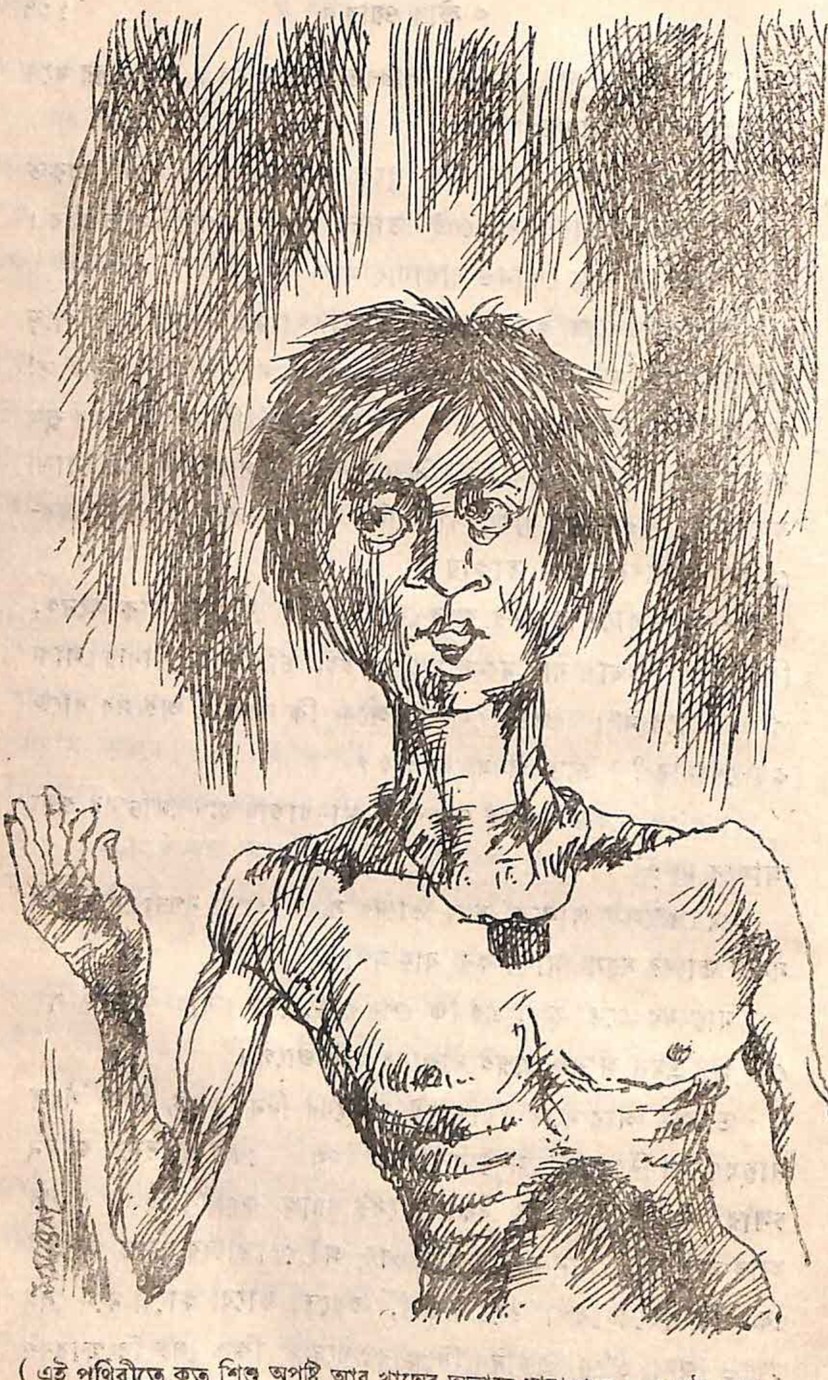
এই পৃথিবীতে লাভের আর লোভের কথা শোনার লোক অনেক, কিন্তু ভাল কথাও যদি মনের মত না হয়, তাহ'লেও শোনার লোক পাওয়া যাবে না। তারা সোজা বলবে কি দরকার, অই সব বাজে কথা শোনার? এতো সময় কোথায়?

তাহ'লে কেউ কি এই পৃথিবীর মানবাত্মার দুঃখ মোচনের জন্য আসবে না?

সময় হ'লেই আসবে, তবে তাদের সংখ্যা এতো নগণ্য যে দুঃখের সময়ে তাদের সহসা আশা করা যায় না।

মানুষের এতো দুঃখ, এর কি শেষ নেই, শেষ হবার কোনও পথ নেই? এমন অনেক প্রশ্নই মানুষের মনে জাগে।

ভালো আর মন্দে মিশিয়েই মানুষের দিন কাটে, সহজ সরল মানুষগুলো নিজেদের অদৃষ্টকে ধিক্কার দেয়। কেউ বা ভাবে জীবন চলার ধরণটাই বুঝি এই রকম ভাবেই বরাদ্দ করা আছে। শাসন আর অনুশাসন মেনে যারা চলতে চায়, অই লোভীদের হাতে দুর্গতিই যেন সব থেকে বেশী হয়ে দাঁড়ায়, হয়তো কারো কারো মনে সেই ক্ষোভ জমা হ'য়ে একদিন বিষ্ফোরণ ঘটে। কিন্তু সেই বিষ্ফোরণও



( এই পৃথিবীতে কত শিশু অপুষ্টি আর খাদ্যের অভাবে মারা পড়ে। —পৃষ্ঠা ১৩৭ )

যেন মূল্যহীন হ'য়ে দাঁড়ায়।

সমাজ সংসার সর্ব্বত্রই এই বিশৃঙ্খল অবস্থা সামাল দিতে সুরু হয়—পীড়ন। লোভী আর অপদার্থগুলো মনে ভাবে মানুষকে পীড়ন করলেই বুঝি বশে আনা সম্ভব। পীড়ন চললেও বশ্যতা স্বীকার করে কই? ক্রমেই যেন সব কিছু প্রতিবাদ মুখর হয়ে ওঠে।

যে আশা নিয়ে লোভীগুলো চেষ্টা চালাচ্ছিল—যে মানুষকে বশে আনা যাবে, কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে অবস্থা ঘটে বিপরীত। যেন সব হিসাব গোলমাল হ'য়ে পড়ে।

এমন ঘটনা কোন একটা নির্দ্দিষ্ট সীমা রেখার মধ্যে আটক থাকে না। ছড়িয়ে পড়ে এক দেশ থেকে অন্য দেশে।

কৃষ্ণেন্দু ভাবে অনেক কিছু; কিন্তু তার করার ক্ষমতা কতটুকু, যে কাজ সে শিখেছে, তার দ্বারা মানুষের কতটা উপকার করতে পারবে? এতক্ষণ মনের সঙ্গেই যেন কথা বলে যাচ্ছিল, কিন্তু কে যে তার উত্তরগুলো যোগাবে বুঝতে পারলে না। তবুও তার মনের মধ্যে জেগে ওঠে কত চিন্তা। হানাহানি আর ঈর্ষার মধ্যেই যেন মানুষের মনের নীচতা প্রাধান্য লাভ করেছে, কিন্তু মানুষের কাছে সেইটাই তো বড় কথা নয়। সে এখানে কাজের জন্যই এসেছে, সে প্রতিজ্ঞা করেই রেখেছে মানবতা বিরোধী কোন অন্যায় কাজ সে করবে না। কাজ মনের মত না হ'লে, সে ছেড়ে দিতে পারবে, এইটাই তার মস্ত সুবিধা।

সুপ্রিম কাউন্সিলে আবার তার ডাক পড়েছে, উপস্থিত থাকতে হবে। তারা যে কি চায় আসল কথাটাই এখনো তাকে জানায় নি। তাকে আগেই সেই কথা জানতে হবে। কোনও ভুল পদক্ষেপে যেন সে কিছুতেই মানবতার শত্রু হ'য়ে না দাঁড়ায়।

মার্শাল গিব্‌স তার সহযোগী, লোকটি সৎ তবে তার মন এখন দুর্ব্বল হ'য়ে পড়েছে, তাই মাঝে মাঝে যেন ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন

কি করা প্রয়োজন ঠিক করতে পারেন না। মাঝে মাঝে মনে হয় তিনি যেন বিপক্ষেই কথা বলে যাচ্ছেন সেটা তার মনের কথা নয়, মাঝে মাঝে লোভীরা এতো ভালোর অভিনয় করে যে মার্শাল তাদের কথায় সব কিছু ভুলে যান। তাদের সে আদৌ বিশ্বাস করা যায় না কথাটা বুঝতে পারেন ঠকে যাবার পর দুর্ব্বল মন নিয়ে মার্শাল অই লোভীদের কাছে বারে বার ঠকেছেন। তবুও কাউন্সিলের মেম্বারদের উপরে তাঁর অগাধ বিশ্বাস।

মিঃ মার্টিন, একটু চাপা লোক। সহসা কোনও কথায় মত দেন না। কোনও মতামতের প্রয়োজন হ'লে সোজা বলে বসবেন, আমাকে একটু ভাবতে দিন এতো তাড়াতাড়ি কি সব জিনিষের মতামত দেওয়া চলে? বিষয়গুলো খুব সহজ তো নয়ই বরং জটিল বলা চলে। কৃষ্ণেন্দুকে তিনি বড় ভাল বাসেন বরং বলা যায়, বড় স্নেহ করেন।

মানব জাতির উপর মিঃ মার্টিনের একটা ভালবাসা আছে। সুপ্রিম কাউন্সিলের ইচ্ছা যেমনই হ'ক এই পৃথিবীতে নূতন করে আর আনবিক যুদ্ধ করতে দেওয়া যেতে পারে না। সেই আণবিক যুদ্ধের পরিণতি কি ভয়াবহ সে কথা এখন কাউকেই বুঝিয়ে বলা যায় না, কারণ তার ভয়াবহ পরিণতির কথা কল্পনায় আসে না।

আণবিক বিষ্ফোরণে কেবলমাত্র একটা নির্দ্দিষ্ট এলাকায় হ'লেও সারা পৃথিবীর আবহাওয়া বিষাক্ত হ'য়ে উঠবে। উত্তরমেরু আর দক্ষিণমেরুর সমস্ত বরফ গলে যাবে। সারা পৃথিবী জনশূন্য মরুভূমিতে পরিণত হবে। তাহ'লে ওরা কি করতে যাচ্ছে, এখনও বুঝতে পারছে না।

ব্লু ঘরে এসে ঢুকল, কি আর করতে চাইবে? ওরা সপরিবারে আণবিক বিক্রিয়ার হাত থেকে বাঁচার জন্য মহাকাশের অন্য গ্রহে পাড়ি দিতে চায়।

হেসে উঠলো কৃষ্ণেন্দু, তাও কি সম্ভব নাকি? পৃথিবীর যেখানেই

আণবিক যুদ্ধ হোক, এখন তার ফল সারা পৃথিবীর লোকেই ভোগ করবে। লোভীরা আণবিক অস্ত্রের ক্ষমতা বাড়াতে বাড়াতে এমন অবস্থায় নিয়ে গেছে, যখন আর সামাল দেবার পথ নেই। তাই বলে এই ক্ষমতা পাগলগুলোর হাতে পৃথিবীর ভাগ্য ছেড়ে দেওয়া চলে না। সুপ্রিম কাউন্সিলে মিটিং আছে তুমিও আমার সঙ্গে যাবে, যাতে আমি কোনও ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করি। তুমি সেটা দয়া করে লক্ষ্য রেখো।

॥ পনের ॥

সুপ্রিম কাউন্সিলে ডাক পড়েছে, কৃষ্ণেন্দুর। খবর পেয়ে মার্শাল ছুটে এসেছে কৃষ্ণেন্দুর কাছে সাবধান করে দিতে। জানেন ডঃ ভৌমিক; আপনার বিরূদ্ধে একটা দল গড়ে উঠেছে, কি প্রশ্ন করবে তা অবশ্য বলতে পারিনা, তবে উত্তরগুলো একটু ভেবে-চিন্তে দেবেন।

হেসে ফেললে কৃষ্ণেন্দু, এটা কি আমার পরীক্ষা? সিলেবাসের বাইরে প্রশ্ন আসবে, হয়তো আমার পড়া বা জানা নেই, উত্তর লিখতে পারবো না, ফেল করবো? বুঝি উত্তর দেব, না বুঝি উত্তরই দেব না—তাতে আর কাউন্সিলের বলার মত কি থাকবে? সোজা কথা আমার প্রশ্নের উত্তর না পেলে কোন কাজ হবে না।

আমি অবশ্য সব কথা জানি না, তবে যতটুকু শুনেছি আপনি এইসব প্রশ্ন করতে ওরা একেবারে ক্ষেপে গেছে। যাই হোক কথাটা আপনাকে জানিয়ে রাখলাম। আপনি যাবেন কখন?

যাবার অবশ্য একটু দেরী আছে তবে এর মধ্যে গোল্ডেনের সাইবারদের আসবার কথা আছে, ওরা যদি কিছু পরামর্শ দেয় সেটা আমার অবশ্যই শোনা দরকার।

একটু আশ্চর্য হ'য়েই মার্শাল প্রশ্ন করলেন—আপনি জানলেন কেমন ভাবে? ওদের সঙ্গে কি তেমন কোনও কথা ছিল? আমি

অবশ্য ওদের বহুবারই আসতে দেখেছি কিন্তু আজ?

মৃদু হাসলে কৃষ্ণেন্দু এটা কিন্তু আমার অনুমান, কারণ বড্ড প্রয়োজনের সময়েই ওদের স্মরণ করলেই পাই।

আরও বিস্মিত হয়ে মার্শাল বললেন, কি বলছেন?

মার্শালের কথাও শেষ হয়েছে, ঠিক সেই সময়ে ঘরের পর্দা দুলে উঠলো। দু'জনেই সেই দিকে চেয়ে দেখলেন—তিনজন ঘরে ঢুকলো।

সুপ্রভাত মার্শাল, সুপ্রভাত ডক্টর। আপনার কথাই ঠিক। আমরা এইমাত্র পৃথিবীর বাইরে যে সমস্ত স্যাটেলাইট অরবিটে আছে তাদের দেখেই এলাম, মানুষকে বঞ্চনা করার আর এক ব্যাপক আর যৌথ উদ্যোগ সুরু হ'তে চলেছে, লোভীগুলো এখন অবশ্য এক জোট হ'য়েছে, কিন্তু ক্ষমতাটা প্রকৃতপক্ষে কার হাতে যাবে, এই নিয়ে মহাকাশেই একটা মল্লযুদ্ধ হবে। আপনি কি তেমন কিছু অনুমান করতে পারেন?

প্রশ্নটা মার্শালকেই করা হয়েছে কিন্তু মার্শাল কোন উত্তর দেবার মন নিয়ে আসেন নি বা প্রস্তুতও ছিলেন না। তাই বললেন, আপনারা কি কথাটা আমার কাছে জানতে চাইছেন?

সাইবার বললে, আজ্ঞে হ্যাঁ এর সব কিছু মতলব দানা বেঁধেছে আপনার কাজের বিভাগ থেকেই, আপনি কিছু কিছু জানেন।

মার্শাল কয়েকটা মিনিট চুপ করে যেন সমস্ত ব্যাপারটা স্মৃতির মধ্যে গুছিয়ে নিলেন—তারপরই বললেন, কথাটা একবার ছেলেরা আলোচনা করেছিল বাইরের অরবিটে যে সমস্ত প্রোব আর স্যাটেলাইট স্থাপন করা আছে, সেগুলো আবার নূতন পদ্ধতিতে সাজিয়ে নেওয়া দরকার। কারণ এমন কতগুলো পথ খোলা রাখা চাই যে পথ দিয়ে ভবিষ্যতে নক্ষত্রগামী নভোযানগুলো যাওয়া-আসা করতে পারবে। কোথাও যেন কোন প্রোব বাধা হ'য়ে না দাঁড়ায়। এর পরের কোনও খবর অবশ্য আমার জানা নেই।

কথাগুলো বলে মার্শাল সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখতে

লাগলেন।

—কথাটা যেমন বললেন আগের ঘটনাগুলো ঠিক সেই রকমই ছিল, তবে ওর আসল রহস্যটার পাশ কাটিয়ে আপনি চলে গেছেন। অই পর্যন্ত বলে সাইবার চুপ করে গেল।

সব মিলিয়ে যে একটা রহস্য হ'য়ে দাঁড়িয়েছে, সাইবারের কথায় সেই রকমই মনে হয়—সাইবার চুপ করে যাবার ফলে রহস্যটা যেন আরো গভীর বলেই মনে হ'ল।

মার্শাল ব্যাপারটা ঠিক মত বুঝতে না পারায় অন্যদের মুখের দিকে চেয়ে রইলেন।

এতক্ষণ কৃষ্ণেন্দু মুখ নিচু করেই শুনে যাচ্ছিল, এইবার মুখ তুলে বললে, এর পরের কাজটা ওরা আমার জন্যই ঠিক করে রেখেছে। কিন্তু রেখেছে বললেই কি সব কাজ করা চলে, না করা উচিৎ ?

ঠিক কথা বলেছেন, বললে সাইবার।

কৃষ্ণেন্দুর কথাটাও মার্শাল ঠিক মত বুঝলেন না। তাই তিনি কৃষ্ণেন্দু কেই প্রশ্ন করলেন, এরপরের কাজ বলতে আপনি কি বলতে চাইছেন ?

বেশ চঞ্চল হ'য়েই ঘরে ঢুকলো ব্লু, অন্য কোনও ভনিতা না করে সোজা বলতে লাগলো, সর্বশেষ খবর—ওদের ওয়াচ প্রোবগুলো অন্যান্য স্যাটেলাইট সম্পর্কে পয়েন্ট জিরো থেকে পয়েন্ট ফাইভ পর্যন্ত যা রিপোর্ট দেবে, সেইগুলোকে সবার আগেই ধ্বংস করা হবে, ওরা কাজের জন্য প্রস্তুত হয়েই রয়েছে, কেবলমাত্র এমন একটা অরবিট্যাল রকেট চাই যা একবার ঘুরে এলেই সমস্ত প্রোবগুলোকে ধ্বংস করতে পারবে।

নিরুত্তাপ ভঙ্গিতে কৃষ্ণেন্দু জবাব দিলে ঠিক তেমনটি ত' হবার নয়।

প্রশ্ন করলেন মার্শাল—কেন নয় ? ওরাত' এত দিন ধরেই জ্বালানী মজুত করে এসেছে।

—আপনি ঠিকই বলেছেন, এতো দিন ওরা লক্স বা লিকুইড অক্সিজেন চার্য করেই জ্বালানীর শক্তি বাড়িয়ে এসেছিল। বর্ত্তমান রকেট ইঞ্জিন সেই জ্বালানীতে চলতে চাইছে না, বরং বিপদ ঘটাচ্ছে। আসলে সেই কারণেই আমাকে নূতন জ্বালানীর সন্ধানে গবেষণা করতে বলা।

এই অন্ধকারের মধ্যে তাহ'লে একটা ক্ষীণ আলোর রেখা দেখা যাচ্ছে, কথাটা জানালে ব্লু।

উদ্‌গ্রীব হ'য়ে মার্শাল এবং কৃষ্ণেন্দু ব্লুর দিকে নজর ফেরালে, আসল ব্যাপারটা কি ওরা জানতে চায়।

—মহাকাশ বন্দরে যাবার আগে যে বড় খোলা মাঠটা আছে, তার মাঝ বরাবর একটা ফাটল ধরে প্রায় একদিকের দেড় মিটার বসে গেছে। জ্বালানীবাহী ট্যাঙ্কার ওয়াগনগুলো ভরাই আছে, কিন্তু পৌঁছাবার অবস্থা নেই। হয়তো মাটিটা আরো বসে যেতে পারে। এর ফলে কাজ বেশ কিছু সময় পিছিয়ে যাবে, কথাগুলো শুনিয়ে ব্লু এক পাশে দাঁড়াল।

চাকর খবর দিলে সুপ্রীম কাউন্সিলের লোক এসেছে আপনাকে নিয়ে যেতে।

মৃদু হেসে কৃষ্ণেন্দু বললে, ঠিক আছে, তাহ'লে ব্লু-কে আমি সঙ্গে নিয়ে যেতে চাই। অবশ্য তেমন কোনও প্রয়োজন হবে না বলেই আমার মনে হচ্ছে।

সাইবাররা জানালে আপনি এখানে ফিরে আসা পর্য্যন্ত আমরা অপেক্ষা করবো।

কৃষ্ণেন্দু ব্লুকে সঙ্গে নিয়ে গাড়ীতে গিয়ে বসলো, গাড়ী চলতেই মনে হ'লো একটা লো ফ্লো কারেন্ট ব্লুর শরীর থেকে ডিসচার্য হচ্ছে। ব্লু কেবল কৃষ্ণেন্দুর গা স্পর্শ করে ইঙ্গিতে চুপ করে বসে থাকার পরামর্শ দিলে।

কনফারেন্স হলের সামনে গাড়ী এসে থামতেই ওদের খুব

খাতির করেই নিয়ে গেল। কৃষ্ণেন্দুর আসন আলাদা থাকায় তার পাশেই ব্লুর আসন দেওয়া হ'ল। আপাতঃ দৃষ্টিতে কৃষ্ণেন্দুর পাশের আসনে ব্লুর বসবার ব্যবস্থা বেমানান দেখতে হ'লেও লোকের চোখে লাগছিল, কেউ কিছু বলার আগেই কৃষ্ণেন্দু জানালে আপনাদের কাজের সুবিধার জন্যই আমি ওকে কাছে রেখেছি। আলোচনার সময় হ'লেই বুঝতে পারবেন ও কত প্রয়োজনীয়।

কৃষ্ণেন্দুকে যে ওদের বড় প্রয়োজন তাই কৃষ্ণেন্দুর সকল কথাও ওরা শুনবে।

সম্মেলন সুরু হবার আগেই মিঃ মার্টিন এসে ঢুকলেন সভাপতি মিঃ মার্টিনের কাছে এসে বললেন, তাহলে ভোটটা আমাদেরই দেবেন তো?

মিঃ মার্টিন থমকে দাঁড়ালেন, তারপর ধীর ভাবে বললেন। আপনি তো আমাকে বিলক্ষণ চেনেন সঙ্গে সঙ্গেই আমি কোনও উত্তর দিতে চাই না, পারি না, আমাকে ভাবতে সময় দেবেন। বিষয়তো মাত্র ভোট দেওয়াতেই শেষ হচ্ছে না। নক্ষত্র যুদ্ধের কথা বললেই কি আপনারা নক্ষত্রের সঙ্গে লড়াই করতে যাচ্ছেন?

বাধা দিয়ে সভাপতি বললেন, তার আগে আমরা আমাদের শত্রুকে এই পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে চাই।

কিন্তু ভেবে দেখেছেন কি? বললেন মিঃ মার্শাল এই আণবিক যুদ্ধের ভয়াবহ পরিণামের কথা? বিষাক্ত হ'য়ে উঠবে, সমস্ত আবহাওয়ার স্তর, ধ্বংস হবে জনপদ, প্রান্তর হবে শস্যশূন্য। পরবর্তী কালে আর কোনও ফসল ফলবে না। অবশ্য ফসলের আর কোনও প্রয়োজনই হবে না। কারণ যাদের জন্য ফসলের প্রয়োজন তারাই থাকবে না। আপনি মনে ভাবছেন কি কেবল আপনার শত্রু পক্ষই এই পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হ'য়ে যাবে? নিশ্চিহ্ন হবে শত্রু মিত্র সবাই, এমন সবুজ পৃথিবীতে আর সবুজ গাছপালা থাকবে না। উত্তর আর দক্ষিণ মেরুর বরফ থাকবে না, থাকবে না সমুদ্রের জল।

অবশিষ্ট যা থাকবে কেবলমাত্র বিষ। এরপরেও কি সেই মরা পৃথিবীতে আপনাদের বসবাস করার ইচ্ছা থাকবে? এই সব কথা-গুলো আগে ভেবে দেখুন তারপরেই না হয় নক্ষত্র যুদ্ধের চিন্তা করবেন। যা কিছু চিন্তা সেগুলো আগে করাই তো ভালো কারণ এরপরে আর চিন্তা করার মত অবসর বা মস্তিষ্ক নাও থাকতে পারে।

কথাগুলো শুনিয়ে মিঃ মার্টিন চুপ করে আসনে বসে রইলেন। একটা মস্ত দুশ্চিন্তা নিয়েই তিনি এসেছেন, ভরসা একমাত্র কৃষ্ণেন্দু, বিজ্ঞান নিয়ে কৃষ্ণেন্দু ছেলে-খেলা করে না। কিন্তু এইসব লোভীরা কেবল টাকার লোভ দেখিয়ে বিজ্ঞানীদের প্রতিভা পশুত্বে বদল করে দিচ্ছে। কৃষ্ণেন্দুর পাশে ব্লু বসে আছে। ছেলেটা, কি অদ্ভুত! মিঃ মার্টিন ভাবেন, খবর যতই গোপন হ'ক ওর কাছে সঠিক খবর পৌঁছে যায়। সিদ্ধান্তগুলো সঠিক যুক্তি অকাট্য; ও অবশ্য বলেছিল ডঃ বেণ্টলীর খেলার সাথী ছিল। কিন্তু এই গুণগুলো ও পেল কিভাবে?

সভা আরম্ভ হ'তে একে একে বক্তৃতা দিতে মঞ্চে উঠলো, লোভী-দের বাঁরা বুলির মতই একভাবে মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে চলেছে, নক্ষত্র যুদ্ধের সম্পর্কে অসার যুক্তি সব মিলিয়ে বিরক্তিকর পরিস্থিতি। কথাগুলো শুনতেও মিঃ মার্টিনের ভাল লাগছিল না, মনে হচ্ছিল এই বাজে বিরক্তিকর বক্তৃতা না শুনে বরং বাইরের বাগানের মুক্ত বাতাসে থাকলে মনের চঞ্চলতা দূর হতো, কিন্তু সভা সবে মাত্র সুরু হ'য়েছে এর মধ্যেই বার হওয়া যাবে না।

সভ্য ছাড়া যদিও এই সভায় অন্য কারো প্রবেশের অধিকার নেই, তবুও বন্ধ দরজা খুলে এক দল নভোচারী মিছিল করেই সভাপতির সামনে এসে দাঁড়াল।

কারো মুখে কোনও কথা নেই, সকলেই পরের ঘটনা কি হবে জানার জন্যই অপেক্ষা করছে।

মিঃ মার্টিন ভাবছেন, এতো নভোচারী যে আছে এমন কথা ত'

তারও জানা নেই। কিন্তু এগুলো তার জানার মধ্যেই হওয়ার কথা। তবে কি গোপনে অন্য কিছু হ'চ্ছে? সভার খালি যায়গা কতটুকু ছিল, নভোচারীদের ভীড়ে ভরে গেছে, তবুও যাবার দরজা ঠেলে যারা সভায় ঢুকলো তাদের দেখে মিঃ মার্টিন যেন কিছুটা আশ্বস্ত হ'লেন। যারা এলো সেই গোল্ডেনদের তিন নভোচারী।

অন্য নভোচারীদের মুখপাত্র হ'য়ে একজন একখানি পত্র সভাপতির টেবিলে রেখে বললেন, এই আমাদের সকলের পদত্যাগ পত্র। আমরা বিজ্ঞান চর্চ্চার নামে খুনীদের সঙ্গে সহযোগীতা করবো না। এরপরে আমরা কাজ না করার জন্য যদি কোনও শাস্তি দিতে ইচ্ছা করেন তবে পারলে তাও দেবেন। নক্ষত্র যুদ্ধের নামে এই পৃথিবীর মানব জাতির উপর পীড়নের জন্য সাহায্য আমরা কিছুতেই করবো না।

সভাপতি একবার নভোচারীদের দিকে আর একবার সভ্যদের দিকে ফিরে দেখলেন তারপর বললেন, ওদের কথা আপনারা সকলে শুনলেন তো? এই পদত্যাগ পত্র সকলেরই সই করা, পত্র গ্রহণ করলে আর নক্ষদ্র যুদ্ধের প্রসঙ্গ উত্থাপন করাও চলে না। আপনাদের এই কোটি কোটি ডলার অপব্যয় ছাড়া আর কিছুই হ'ল না।

সকলেই যেন কিছু জানার আর বলার জন্যই হাত তুললে, গোল্ডেনের নভোচারীরা ডায়াসের উপরে গিয়ে দাঁড়াল, বললে, আপনাদের সকল প্রশ্নের জবাব দেবার জন্যই আমরা এসেছি, নভোচারীদের পদত্যাগ পত্র আপনারা গ্রহণ করুন বা নাই করুন আর কোনও নভোচারী কাজে যোগ দেবে না। ফলে আর কোন রকেট মহাকাশে যাবার সম্ভাবনা নেই।

একজন সভ্য কিছু বলার জন্য অনুমতি চাইলেন, সভাপতি একবার সেই সভ্যের দিকে আর একবার গোল্ডেনের নভোচারীদের দিকে নিরুপায় ভঙ্গীতে চেয়ে দেখলেন, কিন্তু কি বলবেন কিছু ভেবে পেলেন না

শেষ পর্য্যন্ত গোল্ডেনের নভোচারী বললেন, যা কিছু আপনার বলার আছে, সংক্ষেপ করেই বলবেন।

সভ্য দাঁড়িয়ে বললেন, আমরা বহু অর্থ ব্যয় করে এই সব পরিকল্পনা কার্যকর করার ব্যবস্থা করেছি, ঠিক এই মুহূর্ত্তে এইগুলো বাতিল করা চলে কি ?

আপনাদের পরিকল্পনার নাম নক্ষত্র যুদ্ধের তাহ'লে এই পৃথিবীর কোনও লোককে মারবার অধিকার আপনাদের নেই। নক্ষত্রে যাবার পরিকল্পনা যদি করেই থাকেন, তাহ'লে বলুন আপনারা কোন নক্ষত্রে যেতে চান আর তার জন্য কি ব্যবস্থা করেছেন। যুদ্ধের কথা বাদ দিয়ে আগে পৌছাবার কথাটাই শোনান। মানুষকে মিথ্যা ধোকা দেবার চেষ্টা করবেন না।

সভাপতি জানালেন, ঠিক যে কোনও নির্দ্দিষ্ট নক্ষত্রে পৌছাবার মত কোনও পরিকল্পনাই অবশ্য হয় নি। কারণ কাছাকাছি তেমন কোনও নক্ষত্রই বা কোথায়? নক্ষত্রে পৌছাবার মত সর্বাগ্রে শক্তি অর্জন করা চাই সেই কারণেই আমরা ডঃ কৃষ্ণেন্দু ভৌমিককে সেই জ্বালানী আবিষ্কারের অনুরোধ জানিয়েছি।

সকলের দৃষ্টি পড়লো কৃষ্ণেন্দুর উপর, তাকে দাঁড়িয়ে কিছু বলার জন্য অনুরোধও জানানো হ'লো।

কৃষ্ণেন্দু দাঁড়িয়ে ধীর এবং শান্ত কণ্ঠে বললে, মহাকাশে পাড়ি জমাতে যেমন রকেটের প্রয়োজন আবার রকেট চালাতে জ্বালানী আর নভোচারীর প্রয়োজন। জ্বালানী রকেট মহাকাশের মহাশূন্যে নিয়ে যেতে শক্তির যোগান দেবে, আর নভোচারীরা সেই রকেটকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করে ইপ্সিত স্থানে পৌছে দেবে।

এর পরের প্রশ্ন আসছে, পথের দূরত্ব; জ্বালানীর শক্তি, আর নভোচারীদের কার্য্য ক্ষমতা। এই গুলোর সম্পর্কে আপনারা কি চিন্তা করেছেন আমার জানা নেই। তবে আলোকের গতি নিয়ে সেখানে পৌছাতে হাজার হাজার বছর কেটে যাক সে ক্ষেত্রে নভো-

চারীরা কি করবেন ?

সাইবারনেটিকদের কোনও অভিব্যক্তির প্রকাশ থাকে না, কিন্তু কৃষ্ণেন্দু সোজা ভাষায় জানিয়ে দিলে একটা অবাস্তব প্রশ্ন নিয়ে ডঃ কৃষ্ণেন্দু ভৌমিক মাথা ঘামাতে আদৌ রাজী নয়। আপনারা আলোচনা করুন আর না-ই করুন, এ নিয়ে স্বপ্ন দেখা চলে কল্প-বিজ্ঞানের কাহিনী রচনা করাও চলে, কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে একেবারে অচল।

একজন সভ্য উত্তেজিত হয়ে বলে ফেললেন, আপনি সেই কাজ করার জন্য চুক্তিবদ্ধ। চুক্তি না মানলে আপনার শাস্তি হবে। কোন ক্রমেই আমাদের আইনসম্মত চুক্তি লঙ্ঘন করা চলে না।

হেসে জবাব দেয় কৃষ্ণেন্দু আপনাদের কোনও আইন মানায় বাধ্য বাধকতা আমার নেই। তাছাড়া মানবতার বিরোধী কোনও কাজ আমাকে দিয়ে করানো যাবে না। লোভীদের ক্ষমতার লোভ আর প্রভুত্বের লোভের ইন্ধন যোগাতে আর কোনও বিবেক বলে এগিয়ে আসবে না।

সেই সভ্য যেন সমস্ত সভ্যতা শালীনতা বিসর্জ্জন দিয়ে চিৎকার করে উঠলেন, এখনই ওকে কয়েদ করা হ'ক।

কেবল কৃষ্ণেন্দু নয়, মিঃ মার্টিন নয় অন্যান্য সভ্যরা হেসে উঠলেন সেই হাসি আর অবজ্ঞা শুনে সভ্য বসে পড়লেন।

ব্লু ডায়াসের উপর উঠে দাঁড়িয়ে বললে, আপনাদের গোপন পরিকল্পনা আর গোপন নেই সবটাই ফাঁস হ'য়ে গেছে। নিউক্লিয়ার অস্ত্রের ব্যবহারে যে পৃথিবীর কি অবস্থা দাঁড়াতে পারে এমন চিন্তা না করেই আপনারা এই পরিকল্পনা করেছিলেন যার একটা পোষাকী নাম দিয়েছিলেন 'ষ্টার ওয়ার' বা 'নক্ষত্র যুদ্ধ' ইচ্ছা ছিল আনবিক অস্ত্র দিয়ে অন্যদের গুঁড়িয়ে আপনারা এই পৃথিবীতে প্রভুত্ব করবেন। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে আপনাদের কাছে আমাকে জানতে হ'চ্ছে, আপনাদের আর কোথাও সক্রিয় আনবিক অস্ত্রের মজুত ভাণ্ডার নেই। সবগুলো-



(আপনাদের গোপন পরিকল্পনা আর গোপন নেই, সবটাই ফাঁস হয়ে গেছে !—পৃষ্ঠা ১৪৯)

কেই এই পৃথিবীর তাবত জনসংখ্যার স্বার্থে ধ্বংস করা হ'য়েছে।

এরপর থেকে আর কোনও আনবিক অস্ত্রও বানানো চলবে না। মানুষের যাতে প্রকৃত উপকার হয় তেমন কাজই করুন। সেই কাজই হবে প্রকৃত মহত্বের। আপনারা মনে ভাববেন না, আমরা এখানে আপনাদের কাছে ফাঁকা বুলি শোনতে এসেছি। আপনারা এতো দিন কেবলই মানুষকে মিথ্যা আশ্বাস দিয়েই এসেছেন। সেই মিথ্যার মুখোশ আজ খুলে গেছে। নক্ষত্র যুদ্ধের ধাপ্পার কথা সারা পৃথিবীর লোকই জেনে ফেলেছে। যেখানে আলোর গতি দিয়ে পৌছাতেই দীর্ঘ দিন সময় লাগে যেখানে পৌছাবার দুরাশা বাতুলতা মাত্র, আপনারা আনবিক যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত হন। শুধুমাত্র আণবিক যুদ্ধই বা বলি কেন, সকল যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত হন। জগতের লোককে ভালবাসা দিয়ে বাধুন, সেই হবে প্রকৃত বড় কাজ আর মহত্ব।

ব্লু ডায়াস থেকে নেমে গেল।

——*——